ছায়াগীতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ



বরেন্দ্র লাইব্রেরী
কলিকাতা
০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্রকাশক—শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি,এ
২৫, ৩সি, হজরা রোড্
কোল্‌কাতা

এক্ টাকা আট্ আনা
আশ্বিন, ১৩৩৯

প্রিণ্টার—শ্রীনীরদচন্দ্র ঘোষ
রতি প্রেস
১৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট
কোল্‌কাতা।

ক্রমায়াত কালের

বহ্নিমান্ সংস্কৃতি উপলব্ধি—

মহাত্মাজি, নমো

কিছুকাল আগে আমার একটি ডাচ্ বন্ধু হঠাৎ বিদ্যাসাগরের এ্যাক্‌খানা প্রথম ভাগ জোগাড় কোরে নিয়ে উপস্থিত, ইচ্ছেটা বাঙলা শিখ্‌বেন। এঁর আগ্রহ দেখে ভালো লাগ্‌লো। গোয়াতেই এঁদের কয়েক পুরুষের বাস, কাজেই ঠিক্ বিদেশী বলা চলে না। যাই হোক, খুব আগ্রহ কোরে কর খল ঘট পড়াতে লাগ্‌লুম। মুস্কিল বাধ্‌লো পরে, গদ্যের পাঠ নিয়ে। ভদ্রলোক জার্ম্মান জানেন, গ্রীক্ অল্প জানা আছে, এবং ফরাসী খুব ভালো কোরেই জানা। কাজেই কোনো উচ্চারণেই আট্‌কায় না। উচ্চারণ পদ্ধতিগুলোও ভালো কোরে আয়ত্ব করা আছে, দেখ্‌লুম। কাজেই দ্বিতীয়ভাগের মধ্যে "সর্ব্বদা খেলা করা উচিত নয়", এর 'খেলা' নিয়েই যতো গণ্ডোগোল। যতোই বোলি, ওটার উচ্চারণ 'খেলা' নয় 'খ্যালা', ভদ্রলোক কিছুতেই স্বীকার কোরতে চান না। কারণটা অবশ্যই বোল্‌লেন। কথাটা আমাকে ভাবালে। —এই হোলো বিষয়টার সূত্রপাত। এর পর ক্রমে ভাষার গল্‌তিগুলো চোখে পোড়্‌তে লাগ্‌লো। মনে ভাব্‌লুম, খুব এ্যাক্‌টা দিকের আবিষ্কার করা গেচে! এবং এর মৌলিকানাটাকে দাবী করবার জন্যে দু-চারখানা বই হাত্‌ড়াতে লাগ্‌লুম। এই খোঁজা-খুঁজির গোড়াতেই হঠাৎ পেলুম, রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব। লোকটার ওপোর ভীষণ রাগ হোলো। মনে হোলো, যার এ্যাতো আছে তার এটুকু না-থাক্‌লে আর চোল্‌তে না বুঝি! বন্ধুদের কাছে যে-গর্ব্বের দাবি কিছুদিন আগেই বড়ো-মুখে কোরেছিলুম, ম্লান-স্বীকারোক্তিতেই

সে-মৌলিকানার গৌরব মুখ চুন কোরে ফিরে এলো। বইখানা হাতে পাবার আগেই যতোগুলো সমস্যার বিষয় নিজে থেকে সংগ্রহ কোরতে পেরেছিলুম, দেখ্‌লুম, আরো ভালোভাবে এবং বেশী কোরে সেগুলো শব্দ-তত্ত্বেয় আছে ; কাজেই নষ্টো কোরে ফেল্‌লুম, সব কাগজপত্র মনের গরমে, অর্থাৎ ঈর্ষায়। ভাব্‌লুম, এর শোধ দিতে হবে। অর্থাৎ যে দেবদূত (জ্ঞানদৃষ্টিতে) শুধু প্রশ্নগুলোর মাত্র উত্থাপন কোরে ক্ষান্ত হোয়েচেন, ডেভিল্ সে-ক্ষেত্রে যে র‍্যাস্‌লি এগিয়ে যাবে, তার যথাসামান্য সমাধানের জন্যেও, এটা জানা কথা। এবং একাজে শব্দতত্ত্বই বিশেষ এ্যাকৃটা সহায় হবে, এই ভেবে মনে মনে খুসী হোলুম। এ্যাক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে কথাটা তুলেছিলুম। উত্তরে বোলেছিলেন, তুমি যে নিজে থেকে এইদিক্‌গুলো ভেবেচো, তাই যথেষ্ট। —এই বোলে তখন কথাটা উনি এড়িয়ে গ্যালেন। সম্ভবতঃ, তখন আমি ওঁর মনে দাগ্ টান্‌তে পারি নি, তাই। সম্প্রতি বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায়, ভাদ্র, ১৩৩৯, এই বিষয়ে, যে মতামত প্রকাশ কোরেচেন, এই প্রবন্ধেই জায়গায় জায়গায় তার উল্লেখ আছে।

আমার বক্তব্যটুকু যথাসাধ্য গুণীজনের ভাষা উদ্ধার কোরেই সংক্ষেপে বোল্‌বো। কাজেই উদ্ধৃত মতামতগুলির ভাষাগত পার্থক্য প্রবন্ধটির রস মাটি কোরবে না, আশা কোরি।

"ইংরিজি ১৯২১ সালের লোক গণনার হিসাবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। একথা অনেক বাঙালীর কাছে —আর অ-বাঙালীর কাছে-ও নোতুন ঠেক্‌বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্চে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসাবে ভারতের আর কোন ভাষা এত বিস্তৃত নয়। ভারতের এক-ষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কতোলোকে এক একটি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করে সেই সংখ্যা ধ'রে বিচার ক'রলে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ'চ্চে—সপ্তম। বাঙলার আগে নাম ক'রতে হয়,

(১ উত্তর চীনা—২০ কোটির উপর। (২) ইংরিজি—প্রায় ১৫ কোটি। (৩) রুষ—প্রায় ৮ কোটি। (৪) জার্ম্মান—৭॥০ কোটি। (৫) স্পেনীয় —৫॥০ কোটি। (৬) জাপানী—৫ কোটি ২০ লাখের উপর। আর (৭) বাঙলা—৪ কোটি ৯০ লক্ষ” (ক)।

বাঙলার ব্যাকরণ প্রণয়নে রামমোহন, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কালেকালে চেষ্টা কোরে এসেচেন। কিন্তু সেগুলির প্রচলন হয় নি, তার কারণ সম্ভবতঃ এই—(১) “আমাদের বিরাটবপুর সংস্কৃত-ব্যাকরণ বাঙলা-ব্যাকরণ নামে পরিচিত। এর মধ্যে প্রকৃত বাঙলা আকারগুলিকে ‘অসাধু’ নামে অভিহিত করা হয় এবং সংস্কৃত থেকে ঋণ করা আকারগুলিকে তথাকথিত ‘সাধু’ ভাষা বলা হয়” (খ)। “বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়” (গ)। (২) বাঙলা ভাষার পরিবর্ত্তনের অধ্যায় আবহমান কাল ধোরে অতি দ্রুত গতিতে চোলে আসচে। এই পরিবর্ত্তন এ্যাতোই নোতুনতর অবস্থার সৃষ্টি কোরে চোলেচে যে, স্থায়ীভাবে কোনো এ্যাক্‌টা অবস্থায় ভাষার স্থিতিলাভ সম্ভব হোচ্চে না। কাজেই যে নিয়ম এ্যাক্‌দিন মানা চোল্‌তো, দশদিন পরে সে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হোয়ে যাচ্চে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ কোরে আধুনিক দিনের সাহিত্যের মধ্যে এইটে লক্ষ্য করা যায়। “ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ হয় শতশত নোতুন শব্দ এবং মাঝে মাঝে নোতুন আকার প্রবর্ত্তনের জন্যে উন্মুখ ও প্রস্তুত হ’য়ে থাকায়—মধ্য এবং নব ইণ্ডো-এরিয়ান যুগে এইটেই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়” (ঘ)।

ক, সবুজপত্র, শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৩৩—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

খ, P,XV, Preface, Origin and Development of the Bengali Language—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গ, পৃ, ১০, শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ।

ঘ, P, 54, Origin and Development of the Bengali Language.

অসীম শ্রদ্ধাবশত পণ্ডিতেরা কোনো নোতুনকে ভাষার মধ্যে স্থান দিতে রাজি নন—"সংস্কৃত-আকারের শব্দগুলির বহুসংখ্যক এখন অপ্রচলিত, কিন্তু এখনও কিছু কিছু চলিত আছে—সেগুলি পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য-প্রবণতার জন্য। পণ্ডিতেরা এই মত থেকে কখনই মুক্ত হ'তে পারেন নি" (ঙ)।

বাঙলা ভাষার হিতসাধনের জন্যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে যদি অস্বীকার করবার দরকার হয়, তাতে আপত্তি করায় ভাষাকে পঙ্গু কোরে রাখা হবে। যথা, "বাঙলাভাষায় বর্ণনাসূচক এক শ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনা শক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। (গমনসূচক)—ট্যাঙস্ ট্যাঙস্, থপ্‌থপ্, সুড়্‌সুড়্, হন্ হন্। (শূন্যতা ও স্তব্ধতাসূচক)—ধূ ধূ (মাঠ) থৈ থৈ (জল), হুহু (হৃদয়)। (স্থিরত্ব সূচক)—গট্ (বসা), বুঁদ (হইয়া যাওয়া) প্রভৃতি" (চ)। "যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজি ভাষার ঠিক মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাটি ইংরাজের ন্যায় তাঁহারা হয়ত ব্যাকরণে ভুল করিতে পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্ম্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এদেশে থাকিয়া যাহারা ইংরাজি শেখেন তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়া ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না, ইংরাজরা তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন" (ছ)।

বস্তুত কথা এই যে, যাকে দরকার, যাকে পেলে আরো পরিস্ফুটরূপে ভাব প্রকাশের সহায়তা হয়, তাকে দূরে রাখা চোলবে না। কারণ, যা পরিপূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে, তাকেই ভাষা বলা হয়।

ঙ, P 109, Origin and Development of the Bengali Language.

চ, পৃ, ২৩, ৩০-৩৪, শব্দতত্ত্ব।

ছ, পৃ, ৭০, ঐ।

সংস্কৃত থেকে বাঙলার উৎপত্তি হয়নি, বরঞ্চ বাঙলা আগে গঠন পেয়ে পরে সংস্কৃতের আশ্রয়ে পরিপুষ্টি লাভ কোরেচে। যথা, "বাঙলার পুরাতন বাসিন্দা দ্রাবিড়রাই" (জ)। কাজেই, "বাঙলার শব্দবৈশিষ্ট্যে, গঠন-কৌশলে, পদ প্রকরণে এবং শব্দকোষে দ্রাবিড় আধিপত্য দেখা যায়" (ঝ)। এবং "পুরাতন নাম সকল এমনই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে যে তাদের মৌলিক আকারগুলি নির্ণয় করা রীতিমত কঠিন হ'য়ে পড়ে—এই কারণে বাঙলার Toponomy পাঠ করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য" (ঞ)।

পরে ব্রাহ্মণদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের ব্যাপ্তি ঘটে। তখন সাহিত্যের বা লেখ্য সংস্কৃতের চেয়ে অ-সংস্কৃত বা কথ্য-সংস্কৃতের প্রভাব প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। এবং বাঙলা যে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত থেকেই উদ্ভূত তার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, "বাঙলায় সংস্কৃতের প্রভাব অপেক্ষা প্রাকৃতের প্রভাব বেশী; বাঙলা সংস্কৃত মূলক নহে, বরঞ্চ প্রাকৃত মূলক।...বাঙলার উৎপত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া হয় নাই, বরঞ্চ প্রাকৃতের উপরেই যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছে। যথা—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙলা
ক্ষুর	ছুরা (?)	ছুরি
মস্তক	মত্থঅ (?)	মাথা
যষ্টি	লট্‌ঠী (?)	লাঠি
হৃদয়	হিঅঅ (?)	হিয়া" (ট)

'সহিত' থেকে 'সাহিত্য' কথার উৎপত্তি। যা সঙ্গে আছে তাই সাহিত্য। অর্থাৎ দর্শন, ভাষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সাহিত্যের এ্যাক্‌

জ, P. 68, Origin and Development of the Bengali Language.

ঝ, P. 64, Ibid

ঞ, P. 65, Ibid

ট, পৃ, ২৩, বিশ্বকোষ, Vol. 18.

একটি অংশ। চলিত বা কথ্য ভাষাই মানুষের একটি বিশেষ সহায়। ভাব প্রকাশের ধারায় অসঙ্গতি, অভাব মেটাতে যে অ-তর্কিত ভাবে প্রতি-যুগের দরকার অনুযায়ী মিমাংসা কোরে চোল্‌তে থাকে, তাকেই চলিত ভাষা বলা যেতে পারে বোধ হয়। যে ভাষা স্থানু নয়, এগিয়ে যুগ ধর্ম্মের তালে পা মিলিয়ে চলে, তাকেই চলিত ভাষা বলা যায়। কারণ দ্যাখা যায় যে, "অশোক খোদিত লিপির ভাষার মধ্যে পাতঞ্জলের যেসব অপশব্দ পাওয়া যায়, হাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বুদ্ধের সময়ের পালি ভাষা, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল" (ঠ)।

এই চলিত ভাষা কোনো বাঁধন মানে না, বিধি মানে না, তর্ক করে না, যেখানে তার আবশ্যক, সেটুকু নীরবে সংস্কার কোরে থাকে। যথা "বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল, করিলা খাইলা করিবা। এখন হইয়াছে, করিলে খাইলে করিবে। সেইরূপ পূর্ব্বে উ থাকিলে পরবর্ত্তী আ, ও হইয়া যায়। যথা ফুট—ফুটো, মুঠা—মুঠো, কুলা—কুলো' (ড)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আগে যখন 'করিলা' 'ফুট' প্রভৃতি প্রচলিত ছিলো, তখন যে ব্যাকরণের আধিপত্য, পরে যখন 'করিলে' 'ফুটো' হোলো তখনও সেই ব্যাকরণ বর্ত্তমান। অথচ এ্যাতোবড়ো পরিবর্ত্তনে ব্যাকরণ বাধা দিতে পারেনি। এ্যাক্‌মাত্র যার সম্পূর্ণ হাত ছিলো সে 'কালক্রমে!' বস্তুত, ব্যাকরণ মানবার জন্যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি, বরং সাহিত্যকে, তার নোতুন আকার ও রূপ-বৈচিত্র্যকে স্বীকার কোরে নিয়ে বিশিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সেগুলিকে প্রচার করবার কাজেই ব্যাকরণের সার্থকতা।

এই নোতুন বাঙলার যুগে ঐ 'করিলা' 'খাইলা'র মতন কয়েকটি

ঠ, P. 220, History of the Bengali Language—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
ড, পৃ, ১৩, শব্দতত্ত্ব।

সমস্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাদের সাহিত্যের মধ্যে অবিলম্বে স্থান কোরে দেওয়া দরকার অনেকেই বুঝেচেন, কিন্তু সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শেখার চোক্ষু লজ্জায় এবং পাণ্ডিত্য-প্রবণতার জন্যে, কি ভাবে শ্যাম ও কূল দুই রক্ষা করবার চেষ্টা চোল্‌চে যে, তার একটু উল্লেখ করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নয়।

"কেন, কেমন, খেলা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের এ-কারের উচ্চারণ বাংলা যা—কার উচ্চারণের তুল্য (ক্যান, ক্যামন, খ্যালা)। এই উচ্চারণ-বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন লেখক ে (মাত্রাহীন এ-কার) স্থানে ে (মাত্রার-যুক্ত এ-কার) লিখিতেছেন, যথা —কেমন খেলা" (ঢ)।

"দেখ এক যেমন তেমন নেড়া ভেড়া প্রভৃতি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের আদ্য এ-কারের পর অ কিম্বা আ থাকিলে সেই এ-কারের উচ্চারণ একটু বাঁকা হয়। বর্ণ সাহায্যে সেই উচ্চারণ জানাইবার উপায় নাই—তথাপি কেমন কদাপি ক্যামন নহে, বেলা কদাপি ব্যালা নহে। এই উচ্চারণ জানাইতে ১ (মাত্রাহীন উল্টো এ-কার) লেখা যাইবে। যথা, দেখ—দ১খ (দ্যাখ)" (ণ)।

এই চেষ্টার উত্তরে বলা যায়, "যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর ঐতিহাসিক ব্যাকরণে প্রকৃত ভাষাগত বিকাশকে কদর ক'রে, সংস্কৃতের ভাব ও আদর্শ থেকে মুক্ত হ'তে সমর্থ হন নি" (ত)। কারণ "নোতুন বাঙলার চলিত ভাষায় য-ফলা+আ=যা, যথা দ্যাখে—'দেখে'র পরিবর্তে,—লেখার খুব একটা ঝোঁক লক্ষিত হয়" (থ)।

ঢ, পৃ ৫৬২, চলন্তিকা—রাজশেখর বসু

ণ, পৃ ৪৫,৪৭, শব্দশিক্ষা—যোগেশচন্দ্র রায়

ত, P, XV, Preface, Origin and Development of the Bengali Language.

থ, P 410, Ibid

"আগু যা-উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য 'অ্যা এ্যা য়্যা' অনেকে লেখেন" (দ)।

"এমন, কেমন, খেলা প্রভৃতি ইদম্, কিম্, ক্রীড় প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত নয় বরং প্রাকৃত আকার এমৎ, কেমৎ, এবং খেল থেকে" (ধ)।

"নব বাঙলার এবং প্রাচীন ইণ্ডো-এরিয়ান সংস্কৃতের স্বরবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ বিষয়ের শতকরা কষাটা পাশাপাশি পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'যা' বাঙলায় ব্যবহার হ'চ্চে—০'৯৮, এবং সংস্কৃতয় ০'০১" (ন)।

মুখে মুখে এই রকম অসম্ভব প্রচলন যার, তারই স্থান নেই লেখার মধ্যে, এটা আশ্চর্য্য বোল্‌তে হবে। এদিক থেকে চলন্তিকায় এ্যাকটা রীতিমত সমাধান পাওয়া যায়। "দেবনাগরীতে অ অক্ষরে ও-কার লাগাইলে ঔ হয়, বাংলাতেও সেই রীতিতে অ্যা হয়। এখানে যা-চিহ্নকে য-ফলা+আকার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে" (প)।

অর্থাৎ, ইংরিজিতে য্যামোন দুটি স্বরবর্ণে (a, e) মিলিয়ে ডিফ্‌থং হয়, বাঙলায় ও সেইভাবে এ+যা=এ্যা নামে এ্যাকটী বিশেষ স্বরবর্ণের উচ্চারণ করা ও লেখা যেতে পারে।

"যাহারা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান চালাইতে চান, তাঁহারা এইসকল শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে ও-কার এবং আগু বা মধ্য অ-কারের পর ' চিহ্ন দিতেছেন। যথা—ভালো, কালো, ক'রেচে, দৌড়'বে। কেহ কেহ সকল স্থানে ও-কার দিতেছেন। যথা—কোরেছে, কোর্‌তো। প্রাচীনপন্থীগণ এই প্রথার বিরোধী। কেহ কেহ মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়া কেবল নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে ' চিহ্ন বা ও-কার দিতেছেন, কিন্তু

দ, পৃ ৫৬২, চলন্তিকা।

ধ, P. 106, History of the Bengali Language.

ন, P 270, Origin and Develoment of the Bengali Language.

প, ৫৬২, চলন্তিকা।

অন্যত্র প্রাচীন বানানই বজায় রাখিতেছেন। যথা—মিটিং রামমোহন-হলে হ'লে ভাল হয়। কাল কালো ঘোড়াটা জুতব। তাকে আচ্ছা করে জুতোব" (ফ)।

"বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্যবংলা পাকা করে গড়েচে। অথচ গদ্যভাষা যে-সর্ব্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশী। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হোলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়ম সঙ্গত নয়—তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। ...এমন সময়ে সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েচে—বাকি সমস্তটা তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হ'তে হ'তে ক্রমে সেটা গড়ে উঠ্‌বে সন্দেহ নেই। হিন্দী-ভাষায় গড়ে উঠেচে—কেননা এখানে পণ্ডিতের উৎপাত ঘটে নি. সেই জন্যেই হিন্দী পুঁথিতে 'শুনি' অনায়াসেই 'সুনি' মূর্ত্তি ধরে লজ্জিত হয় নি। কিন্তু শুন্‌চি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেচে. ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেচে আর কি। প্রাচীনকালে যে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ভাষার প্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙালীদের মতো তাঁদের এমন লজ্জাবোধ ছিল না। এখন এসম্বন্ধে বাংলায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম চল্‌চে—নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি ক'রতে ক'রতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়। ...আজকাল অনেকেই লেখেন 'ভেতর' 'ওপর' 'চিবুতে' 'ঘুমুতে', আমি লিখিনে···কেউ কেউ বলেন. প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বংলার শরণ নেওয়াই

ফ, পৃ ৫৬২-৬৩, চলন্তিকা।

নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। কিন্তু এমন ভীরু তর্কে সাহিত্য থেকে আজ প্রাকৃত বাংলার ধারাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কারো নেই। সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলেনি" (ব)।

এই প্রকৃত, চলিত ভাষা যে সাহিত্যেরই ভাষা সে বিষয়ে আরো মতামত পাওয়া যায়। "বুদ্ধ তাঁর সমসাময়িককালের পালি ভাষাতেই তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন" (ভ)।

'আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্ম্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়মের আকারে ভালো করে, আজো ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়োরাণীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে, গোয়ালঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায় এমন দণ্ড প্রবর্ত্তন করার শক্তি কারো নেই" (ব)।

"বাঙলার এক সাধুভাষার রূপ আছে যেটা পুরাতন সাহিত্যিক রূপ; তারপর আছে চল্‌তি ভাষা—যেটা হ'চ্চে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্রসমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি (এই প্যারার লেখক) নিবেদন ক'রছি, যে ভাষা বাঙলা সাহিত্যে সাধুভাষার এক প্রতিদ্বন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়েচে, আর যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী-জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে, এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হঠিয়ে দিয়ে" (ম)।

ব, বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৯—রবীন্দ্রনাথ।

ভ, P, 220, History of the Bengali Language.

ম, সবুজপত্র, শ্রাবণ ও আশ্বিন ১৩৩৩—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমার সিদ্ধান্তের মোটামুটি এ্যাকটা খস্‌ড়া গল্পটির মধ্যে মিল্‌বে। যদিও মাঝে মাঝে ছাপার ভুলের জন্যে নির্ভুল খস্‌ড়ার দাবি কোর্‌তে পারি না। এটা পরিচিত তথ্য যে, যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুল রোধ কোরে ওঠা সহজ নয়, আর সেই সব ভুলের মাথামুণ্ডু থাকে না— যার জন্যে ইংরিজিতে বলে প্রিণ্টারস্‌ ডেভিল্‌। সেই রকম মারাত্মক একটি ভুল ১২০ পৃষ্ঠায় পোনেরোর লাইনে থেকে গেচে। যথা, 'পথ'টা 'পথে' হবে।

এপার

ছায়াগীতা

এ্যাক

দিদিভাই,

চিঠি লিখে তুমি আজ ভেব্লুর মার খবর চেয়েচো। এ্যাতোদিন সে ছিলো কৌতুকের কথা, সময় কাটাবার বস্তু, গুমোটের দিন মন খুলে একটু হাস্বার উপলক্ষ। যে ভেব্লুর মা এ্যাতোদিন মুখে, কথায়, কল্পনার অন্তরালে ছিলো আজ তাকে বেরিয়ে এসে সাড়া দিতে হবে। যে এ্যাতোদিন ধোরে সকোলের মনে মনে গঠন নিয়ে এসেচে তাকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখা চোল্বে না। এ ডাক সে অগ্রাহ্য কোরতে পারবে না, এই জন্যে যে, পত্রের ডাক মুখের নয়, মনের। তুমি মন দিয়ে ডেকেচো, আমি তা শুনেচি, এবং তাকেও এ-খবর পাঠালুম। এ্যাখন সে যে সহজভাবে বেরিয়ে এসে তোমায় সাড়া দেবে, এই আশা রোইলো।

এ্যাখন কথা হোচ্চে, তুমি নোতুন মানুষ। আমাদের কথা বেশী জানো না, এ্যামন কি অতি অল্পই। ভেব্লুর মার সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

তুমি মাসিদের বাড়ীতে বৌ হোয়ে এসে অব্ধি দেখলে, এ্যাক্টা ছেলে আসে-যায়, তার আলাপ সবাইকার মনের কথার

সঙ্গে। সে এ্যাকেবারে ভেতোরে চোলে আসে। এবং এই আসার পথে তার কিছুমাত্র বাধা-বোধ নেই, সঙ্কোচ-বোধ নেই, দ্বিধা-বোধ নেই। আছে শুধু এ্যাক্টা প্রবল জোর। এ-জোর য্যানো সে অন্তরতম প্রদেশ থেকে সঞ্চয় কোরে নিয়ে আসে। যার প্রতিচ্ছবি তার মুখের ওপোর স্পষ্ট হোয়ে ওঠে, সবাই য্যানো তাতে বুকে এ্যাকটা বল পায়।

তুমি তখন সবেমাত্র বৌ-মানুষ, কারুর পানে চোখ তুলে চাইতে গেলে লজ্জায় চোখের তারা ঢাকা পোড়ে যায়। কাজেই পরিচয় হোতে সময় লাগ্‌লো। তারপরে কিছু-কালের মধ্যেই এ্যাকটা দিন এলো যখন তুমিও মাসির সঙ্গে, ভেব্‌লুর মার প্রশ্ন সম্বন্ধে সমউৎসুক হোয়ে উঠ্‌লে। তখন থেকেই হোলো তোমার মনের এ্যাক্ কোণে আমার ক্ষুদ্র একটু স্থান। তারপরই এ-ঘটনার স্বরু।

ভেব্‌লুর মার কথা কি কোরে প্রকাশ হোয়ে পোড়লো, সে তোমার জানা নেই, বলি শোনো। দাদার এ্যাক্ বন্ধু, একটু বেশী বয়েসে একটু বড়ো মেয়ে বিয়ে কোরেছিলেন। কাজেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরোবার তাঁর কোনো বাধা বা ভয় ছিলো না। এই সস্ত্রীক ব্যাড়াতে বেরোনোর কথা শুনে মাসি তো হেসেই লুটোপুটি। আমার সঙ্গে দ্যাখা হোতেই তাই জিগ্যেস্ কোরলেন, তোরা অমন পারিস! উত্তরে, মাসির কাছে, মুখে রাজাউজীর হত্যা কোরে থাকাই আমার স্বভাবের এ্যাকটা বিশেষ অভ্যাস। কাজেই মাসি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন কোরলেন, তোর বৌ আছে?

আমাকে বোল্‌তেই হোলো, এ্যাতোদিন ধোরে সে যোগ্যতাও কি হয়নি, মনে করো।

কথাটা মাসি ত্যামোন বিশ্বাস কোরতে পারলেন না। একটু দোমে গিয়ে বোল্‌লেন, যাঃ, সব মিথ্যে !

আমি তৎক্ষণাৎ ভীষণ শপথ গ্রহণ কোরতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হোয়ে উঠ্‌লুম। ধমকের স্বরে মাসি বোল্‌লেন, তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিব্যি কোরতে পারিস? আমি সহাস্যে বোল্‌লুম, সেটুকু মুরোদ আছে বৈকি।

তৎক্ষণাৎ ট্যাঁক্ থেকে এ্যাকটা পয়সা নিয়ে হাতের তেলোয় রাখ্‌লুম এবং তার ওপোর একটু কলের জল দিলুম।

মাসি একটু উদ্বিগ্নভাবে বোল্‌লেন, তুলসী আর নিতে হবে না, তুই ওম্‌নি বল দিকি, দেখি সত্যিমিথ্যে এ্যাক্‌বার।

বোল্‌লুম, গঙ্গার জল টালার ট্যাঙ্কে উঠে পরিষ্কার হোয়ে কলে আস্‌চে। কাজেই এও গঙ্গাজল।

কথাটা শুনেই মাসি চোম্‌কে উঠ্‌লেন। বোধ হয় ওঁর ধারণা ছিলো যে, আমার দিব্যি করবার সাহস হোচ্চে এই কারণে যে, অন্তত গঙ্গাজলটা হাতের কাছে পাওয়া যাবে না। তুলসীটা তো নিতেই দিলেন না। কাজেই যখন শুন্‌লেন, কলের জল গঙ্গারই তখন, স্পষ্টো দেখ্‌লুম মনে মনে মাসি ভয় পেলেন। কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বোল্‌লেন বল্ তিন্‌বার, আমার বৌ আছে, আমার বৌ আছে, আমার বৌ আছে।

আমি বোল্‌লুম, ছেলের মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে দিব্যি

কোর্‌লে সে ছেলে বাঁচেনা জানো তো! আমি তাই এ্যাকহাতে পয়সা-গঙ্গাজল অন্য হাতে নিজের মাথা ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌চি। অর্থাৎ মিথ্যে হোলে নিজেই মোর্‌বো।

মাসি তৎক্ষণাৎ অনুচ্চস্বরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, হে মধুসূদন ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ওরা অবোধ, ওরা তোমার কিছু জানে না, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।

এই হোলো সূত্রপাত। কথাটা মাসি ঠিক যে বিশ্বাস কোরতে পারলেন তাও নয়, কারণ, আমার দাদা তখনো অবিবাহিত অথচ তাঁর বিয়ের বয়েস তিনি অতিক্রম করেন নি। তা ছাড়া গোপনে যে আমার বিয়ে সম্ভব, এ্যামোন কথা মনেও স্থান দেওয়া কঠিন। অথচ সত্যিই যখন শপথ কোরলুম, কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা তখন মাসির পক্ষে কঠিনতর হোয়ে উঠ্‌লো। এই রকম এ্যাকটা মনোভাবে চঞ্চল হোয়ে এ বিষয়ের যথার্থ সন্ধান পাবার জন্যে মাসি যে-পথ অবলম্বন কোর্‌লেন, তাতেই হোলো এ-ব্যাপারের বহু-প্রচার।

তিনি যাকে-তাকে ধোরে জিগ্যেস্ কোরতে লাগ্‌লেন, হ্যাঁ গো, ওর নাকি ভেব্‌লুর মা আছে?

এম্‌নি কোরে জিগ্যেস্ করবার মধ্যে প্রথম দু-জন পোড়লো, ধীরেন্দু, বীরেশ। এদের উনি জিগ্যেস্ কোরলেন, হ্যাঁ ভাই, ওর ভ্যাব্‌লার মা আছে?

কথাটায় ওরা না-কোরতে পার্‌লে না।

ওরা বোল্‌লে, আমরা তো দেখেচি।

একথা ওরা বোলেছিলো বানিয়ে নয়। সত্যিই ওরা

দেখেছিলো। তবে সে-দ্যাখা বাইরে নয়, চোখ দিয়ে নয়, নিজেদের অন্তরের সমস্ত বাসনা দিয়ে, নিজেদের বুকের ভেতোরেই ওরা ভেব্‌লুর মাকে খুঁজে পেয়েছিলো।—একথা বুঝেছিলুম এই দেখে যে, ওদের কিছুই শিখিয়ে দিতে হয় নি, অথচ এ্যামোন সুন্দর কোরে বোল্‌লে য্যানো আমারই না-বলা কথা সব।

কিন্তু, মাসি হতাশ হোলেন, মুখ ভার কোরলেন। ক্রমে দিন যেতে লাগ্‌লো, তবু ওঁর সন্দেহ ঘুচ্‌লো না। শেষে উনি আমায় প্রশ্ন আরম্ভ কোরলেন।—ভেব্‌লুর মার নাম কি? তাদের বাড়ী কোথায়? তারা কি জাত? কোথায় বিয়ে হোলো? কে দাঁড়িয়ে বিয়ে দিলে? প্রভৃতি।

যথাসাধ্য উত্তর দিলুম। তাদের বাড়ী এই সহরেই, এ্যাক নির্জ্জন কোণে, জাত খুব ভালো, বিয়ে এ্যাখনো হয় নি; কিন্তু নাম বোল্‌লুম না।

মাসি বোল্‌লেন, বিয়ে হয়নি যদি, তা হোলে বৌ হোলো কি কোরে? কাজেই বোল্‌তে হোলো, আমাদের দু-জনের বিয়ে হোয়ে গেচে, বাইরের লোকে তা জানে না।

মাসি গম্ভীরভাবে জিগ্যেস্ কোরলেন, গান্ধর্ব্ব, না রাক্ষস মতে?

বোল্‌লুম মাসি ঠিকই ধোরেচো। কিন্তু সে মেয়ে ভালো, তার পানে এ্যাকবার চাইলেই খুসি হোয়ে যাবে, একথা বোলে রাখ্‌চি কিন্তু।

তৎক্ষণাৎ ধোরে বোস্‌লেন, নিয়ে এসো তা হোলে, বৌ দেখবো।

বোল্লুম, মাসি তা হয় না। নিজে এ্যাখনো পয়সা উপার্জ্জন কোরতে পারি নি। অন্য কারুর স্কন্ধে তাদের চাপাতে পারবো না, কারণ এ-বিষয়ের কেউ কিছু জানে না। তা ছাড়া দাদার এখনো বিয়ে হয় নি, তাদের আসাটা কি ভালো ছ্যাখাবে। শেষ কথা, মার কাছে এ সংবাদ এ্যাকটা বড়ো আঘাত হোয়ে উপস্থিত হবে।

মাসি বোল্লেন, তা-হোলে আমাকে নিয়ে চল্, আমি দেখ্বো ক্যামোন তোর ভেব্লু।

বোল্লুম, মুস্কিলে ফেল্লে মাসি, এ্যাতোদিন বিয়ে হোয়েচে, এ-পক্ষ থেকে কেউ তা জানে না, এই তারা জানে। আজ হঠাৎ তুমি গিয়ে পোঁড়্লে তারা কি মনে কোরবে বলো দেখি! তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের এই গোপন কথাটা আগে খুব প্রচার হোয়ে পোড়ুক এবং একথা তারাও জানুক, তখন গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া তারাও খবরটা গোপনে রাখ্তে চায়। কারণ, তোমাদের মতন কোরে বিয়ে আমাদের প্রকাশ্যে হয় নি। মেয়েরও তাতে মত ছিলো না। অথচ সন্তান হোয়েচে—এইটেই তার বাপ মার কাছে লজ্জার বিষয় হোয়ে আছে।

মাসি রেগে কাঁই হোয়ে বোল্লেন, চোল্লুম তোর মার কাছে বোল্তে।

দৃঢ়স্বরে বোল্লুম, খবদ্দার মাসি, মার বুক ধড়্ফড়ানির অসুখ, তার ওপোর যদি তুমি এ-খবর দাও তা-হোলে মাকে বাঁচানো শক্ত হবে। কিন্তু পুলিশ তোমাকে তার জন্যে দায়ি

কোরবে। পারবে তো কাঠ্‌গড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে, দ্যাখো! তারপর জেলে ঘানি টানা, এ্যাতো সহ্য হবে তো! আমার সঙ্গে লাগ্‌লে তোমাকে সহজে ছাড়্‌বো না ঠিক জেনো।

মাসি পুলিশ আর জেলের কথা শুনে রীতিমত দোমে গ্যালো। দিনকতক চুপ্‌চাপ্ কাট্‌লো। যাই আসি, মাসি কথাই কয় না। যাও বা দু-এ্যাকটা সে সব নিতান্তই বাজে।

এ্যাকদিন সকালে, মুড়ি আর নারকেল-কুরো দিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বসালেন। বোল্‌লেন, হ্যাঁরে, ভেব্‌লুর বয়েস কতো?

বোল্‌লুম, তা প্রায় বছর তিনেক হবে। খুব কথা শিখেচে। দুষ্টু-ও হোয়েচে তেম্‌নি। কারুক্কে মানে না, কিছু শোনে না। কেবোল আমার কাছেই ঠাণ্ডা।

মাসি বোল্‌লেন, তুই প্রায়ই যাস বুঝি।

বোল্‌লুম, তা মাসি কি কোরি, ছেলেটা বড্ডো কষ্টো পায়, আমাকে খোঁজে। তারপর শুনে শুনে শিখেছে, ওর জ্যাঠা-মশাই আছে, মা-মণি আছে, কাকু আছে, পিসি আছে। এদের সব, ও দেখতে চায়।

মাসি বোললেন, তাকে তো আন্‌বিনে, আমাকে তবে নিয়ে চল এ্যাকদিন সন্ধ্যেব্যালা। পথের ধারে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, আর তুই তাকে নিয়ে ব্যাড়াতে বেরোবি।

বোল্‌লুম, মাসি, সে ছেলের কথা তো বোল্‌লুমই। শেষে যদি তোমায় আর না-ছাড়তে চায়, তা হোলেই মুস্কিল কিনা।

চোটে গিয়ে মাসি বোল্‌লেন, যা-যা, আমার সুমুখ থেকে উঠে যা। তোর সমস্তই বানিয়ে বলা। তোর এ্যাকটা কথা-ও আমি বিশ্বাস কোরি না, মিথ্যেবাদী কোথাকার!

তারপর খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ কাট্‌লো। মাসি নীরবে শুপুরি কোচা, পান-সাজা শেষ কোরে ডাল বাছ্‌তে আরম্ভ কোরলে। আমি কাজেই উঠে এলুম।

ধীরেন্দু মাসির মন হাল্কা কোরে দিলে, অনেক কথা বানিয়ে বোল্‌তে গিয়ে। মাসি ওর কাছে সন্ধান কোরতে ও নিঃসঙ্কোচে বোলে গ্যালো, তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দ্যাখা হয়; আমরা এ্যাকসঙ্গে ব্যাড়াতে যাই। এই তো পোরশু, এসেছিলুম ভেব্‌লুর মাকে বায়োস্কোপ দ্যাখাতে।

মাসি সবিস্ময়ে জিগ্যেস্‌ কোরলেন, তোর সঙ্গে এ্যাক্‌লা চোলে এলো? খোকা সঙ্গে এসেছিলো?

ও বোল্‌লে, না, সে আমার কাছে বড়ো এ্যাকটা ঘেঁস্‌তে চায় না। কিন্তু তার মা ভারি ভালো মানুষ: আর যা সুন্দর দেখতে—।

মাসি বোল্‌লেন, এ-খবোর তোদের বন্ধুরা সবাই জানে?

ও বোল্‌লে, নিশ্চয়ই, তারা তো সকোলের আগে জেনেচে।

সেই দিনই মাসি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে দাঁড়াতেই দেখি মাসি য্যানো কি এ্যাকটা বক্তব্য থামিয়ে চুপ হোয়ে গ্যালো। কিন্তু মাসির নজোর আমার জামা-কাপোড়ের ওপোর দেখে মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ কোরলুম। আমাকে ঘরে যেতে বোলে উনি এগোলেন।

মাসিকে ডেকে ধীরেন্দু বোল্লে, ওর ভেবলু ‘ব্যাগুণ’-ভাজা খেতে ভালোবাসে। দেবে নাকি পাঠিয়ে দু-চার খানা।

মাসি কিন্তু এ-রসিকতায় যোগ দিলে না।

ঘরে এসে আমার হাতে কয়েক-আনা পয়সা দিয়ে বোল্লেন, ন্যাবেঞ্চুস্ কিনে নিয়ে যাস।

উপায় ছিলো না, আমাকে হাত বাড়িয়ে নিতে হোলো।

মাসি বোল্লেন, তোর বন্ধুরা যদি সবাই জেনেচে, তবে আমায় মিথ্যে বোল্লি ক্যানো?

বোল্লুম মিথ্যে আমি বোলিনি মাসি, ধীরেন্দু তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরেচে। এইবার মাসির মন টোল্লো। এ্যাতো-দিন পরে মাসি আজ একটুখানি হেসে ফেল্লেন, যানো মুক্তি-স্নানের তৃপ্তি।

পয়সা ফিরিয়ে রেখে বোল্লুম, মাসি আমি তো দিতে পারবোনা। এ-পর্য্যন্ত কেবোল যাই আর আসি। সে কতদিন কতো কি চেয়েচে, কিন্তু পারিনি। আর আজ হঠাৎ গোটা-কতোক চিনির ড্যালা কি কোরে নিয়ে যাবো, বলো। পয়সা এই রোইলো।

আশ্চর্য্য, যে মাসি প্রত্যুত্তর কোরলেন মৃদু একটু হাসি দিয়ে। মাসির হাসি দেখে ভালো লাগ্লো না। মনে হোলো, এ-কথার উত্তরে হাসা যে মাসির পক্ষে বিশেষ শক্ত ব্যাপার!

বোল্লুম, মাসি, সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া তোমার কাছে মিথ্যে হোয়ে গেলেই ছিলো ভালো, কারণ খবরটা

তোমাকে লেগেচে। কিন্তু যা সত্যি তাকে নিয়ে তো মনের সঙ্গে ছলনা করা চলে না। তুমি এ-সব বিশ্বাস না কোরতে পারো তাহোলে অন্তত ভোল্‌বার চেষ্টা কোরো। সেইটিই সুবিধে, কারণ, যে সবকেই এড়িয়ে চোল্‌তে চায়, তার কাছেই সত্য প্রকাশ হোয়ে পড়ে। এড়িয়ে চলা মানেই সংশয়ে সংশয়ে তাকে বাঁচিয়া রাখা। তা তুমি কোরো না মাসি, নিতান্তই কষ্ট পাবে। তাছাড়া সে সব তোমার সইবেও না।

অল্প হেসে মাসি বোল্‌লেন, এ্যাখন তুই যা, আর বক্তৃতা দিতে হবে না, সবই আমি বুঝেচি।

এর পর কিন্তু বিশ্বাসে অবিশ্বাসে রাগে ভালোবাসায় মিশিয়ে মাসি এ্যামোন অভিনব মনোভাবে নোতুন পথ ধোরলেন যে আমাকে সত্যিই মুস্কিলে পোড়তে হোলো। কারুকে বাদ না দিয়ে, কোনো বাধা না রেখে, যখন মাসি জিগ্যেস্ কোরতে লাগ্‌লেন, তোমরা শুনেচো ? ওর ভেব্‌লুর মা আছে !

বাড়ীর সবাই শুন্‌লে। যে সব আত্মীয়েরা দু-এ্যাকদিনের জন্যে ব্যাড়াতে এলো তারা জান্‌লে, পাড়াপড়শীরা দুপুরে এসে শুন্‌লে, বন্ধুরা বাইরের ঘরে পর্দ্দার আড়াল থেকে শুনে হাস্‌লে, মামারা মুখ টিপে হেসে গ্যালো, দাদা শুন্‌লে যে, ভাইপো সবাইকে ছাখবার জন্যে বায়্‌না করে। দাদামশায় জ্যাঠা খুড়ো পিসে মেশো, আমার যে যেখানে গুরুজন ছিলেন, সবাইকার কানে কথাটা তো উঠ্‌লোই, শেষ পর্য্যন্ত বাবার কাছে-ও খবরটা পৌঁছোতে মাসি দেরি কোরলে না। ছোটো ছোটো সব ভাগ্নি-ভাইঝি-মাসি মিলে ভেব্‌লু নামটা শুনে

এমনি হেসে উচ্ছসিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো যে আমাকে লজ্জা দিলে, কিন্তু ভালো ও লাগ্‌লো।

অন্য বর্ষীয়সী মেয়েরা অবিশ্বাসের স্বরে বোল্‌লেন, এ্যাতো বড়ো সাহস তোমার হবে রে হতোভাগা!

বোল্‌লুম, বিয়ে করায় দুঃসাহসিকতা বিন্দুমাত্র নেই। ওটা কোনো অপকর্ম্মও নয় যে হাত কাঁপ্‌বে: বিয়ে পৃথিবীতে সব লোকেই কোরে থাকে এবং প্রকাশ্যেই। এ্যামোন কি দু-তিনটে পর্য্যন্ত। আমি গোপনে কোরেছি বোলেই যদি মনে কোরে থাকো অন্যায় কোরেছি, তাহোলে ভুল হোলো তোমাদের। এ্যামোন অনেক জিনিষ থাকে যা গোপনে কোরলেই আবার পুণ্য। অবশ্য আমার এ ব্যাপার পাপ কি পুণ্য সে কথা থাক। তবে এ নিশ্চয় জেনো, যা কোরেচি তা অন্যায় নয়। তোমরাও গ্রহণ কোরতে না পারো যদি, তারা আমারই রোইলো, সেজন্যে তোমাদের চিন্তিত হোতে হবে না। একথা স্থির জেনো, আমি নিজে হাতে সত্যি বোলে যাকে গ্রহণ কোরেচি, তাকে আমার হাতে রাখ্‌তে তোমরা যদি আমাকে ত্যাগও করো, তা আমি সহ্য কোরবো।

সবাই রীতিমত ভয় পেলে। তৎক্ষণাৎ আর কিছু উত্তর দিতে পারিলে না, এ্যামোন কি ভালো কোরে আমার মুখের দিকে চাইতে পর্য্যন্ত সাহস পেলে না। আমি চোলে এলুম।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখি, কথাটার ব্যাপ্তি এবং গুরুত্ব বেড়েচে। মেয়ে-মহলে আলোচনার আর শেষ নেই। সবাই এসে আমাকে নানা প্রশ্ন সুরু কোরলে।

বোল্লুম, সে সব মাসি জানে।

এই সব ব্যাপারের পর মাসির মুখ আবার শুখিয়ে গ্যালো। ওরা প্রশ্ন কোরতে মুখভার কোরে মাসি বোল্লেন, আমি কিছু জানি না বাপু।

এদিকে, নিজেদের মধ্যে অনেক তর্ক আলোচনা কোরে কিছুই স্থির না কোরতে পেরে, ওরা এই ঠিক কোরলে যে, আমি যা বোলেচি তার সবটা সত্যি নয়, তবে এটুকু নিশ্চয় যে, আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে হোয়েচে। এ-সিদ্ধান্তের পক্ষে ওদের নজির ছিলো যতো সব ভাসুর-পো ছ্যায়োর-পোর দল। তাদের ক্রোধ, উদাসীনতা প্রভৃতি প্রকাশ করাকেই বিবাহ করবার ইচ্ছা জানানো বোলে অনুমান কোরে, সেই অনুযায়ী কাজ কোরতেই তাদের অসুখ চিরকালের জন্যে সেরে গেছে। এই এ্যাকমাত্র বিচার, বুদ্ধি, রায় সম্বল কোরে ওরা আমারও বিচার শেষ কোরলে। উপরন্তু যোগ কোরলে, এখুনি বিয়ে না দিলে, ছেলে যে রকম ক্ষেপেচে, শেষে বিগ্ড়োতেও পারে। এ-বিষয়ের-ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ওদের ছিলো।

কাজেই কথাটা মার কানে উঠ্লো। মা হেসে সব লঘু কোরে দিলেন। কিন্তু আমি স্পস্টো বুঝ্লুম এইটুকু লঘু কোরতে তাঁকে অনেকটা ভার বোইতে হোলো। অর্থাৎ হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলেও ভুল্তে পার্লেন না।

দিন কয়েক এম্নি গ্যালো। তারপর এ্যাকদিন মা আমাকে ডেকে দাদার বিয়ের কথা পাড়্লেন।

আমি বোল্লুম, তা বুঝ্লুম, দাদার বিয়ে সবদিক থেকেই

এ্যাখন হওয়া উচিত, কিন্তু দাদারও তো এ্যাকটা মতামত আছে। তোমাদের যতোই শুভাকাঙ্খা থাক, সে দিক্‌টাকে বাদ দিলে চোল্‌বে না। দাদার মত আগে জিগ্যেস্‌ করো।

দু-চার দিন কাট্‌লো, দাদার মতামত গ্রহণ করার কোনো কথাই শুন্‌লুম না। তারপর এ্যাক্‌দিন বিকেলে, ষ্টোভে লুচি ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে আমার পাতে কয়েক খানা দিয়ে মা বোল্‌লেন, এ সব কি আর আমার করবার বয়েস, আমার বড়ো বৌ-মা মেজো বৌ-মা, দু-টি বোয়ে ঘর-সংসার কোরবে। আমার আর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা নেই। এ্যাখন বোসে বোসে তাদের সেবা নেবার সময়।

বাজে কথায় আমার ত্যামোন আগ্রহ নেই, শুন্‌তেও অপছন্দ কোরি। কাজেই নিছক সংসারি লোকদের সঙ্গে ভালো কোরে আলাপ জমে না। তাই তাদের ধারণা, আমি অহঙ্কেরে কুণো। বাড়ীতে আমার ঠাট্টা হাসি, কিম্বা হাসিমুখ, সে এক দুর্লভ বস্তু। কাজেই তাদের বিশ্বাস, আমি ভারি কড়া, রাশ-ভারি লোক। কথা-কওয়া কি হাসি-ঠাট্টা করাতে নীতিচ্যুতি ঘোট্‌বে, এই অনুমান আমার ওপোরে খাড়া কোরতে ওদের দ্বিধা ছিলো না। কাজেই সম্পূর্ণ নির্ব্বিবাদে লুচির টুক্‌রো মুখে পুরে যাচ্ছিলুম।

আমার এই স্বভাব লক্ষ্য কোরে মা বোল্‌লেন, আজ-কাল্‌কার মেয়েরা বৌ হোয়ে এসে কি আর সেবা যত্ন কোরবে? আমাকেই হয়তো তাঁদের দাসীপনা কোরতে হবে। আর ত্রুটি হোলে ধম্‌কানি, চোখরাঙানি সহ্য কোরতে হবে। তবে

মেজো-বৌমার কাছে আমার সে অপমানের ভয় নেই, তুমি যা ছেলে, ঠিক শাসনে রাখ্‌তে পারবে।

অর্থাৎ, দাদা খুবই ভালো মানুষ। মাটির মতো নরম। যেমনি হাসিখুসি তেমনি খোলাখুলি ভাব। বাড়ীর সঙ্গে য্যানো এ্যাকটা যোগ আছে, এ্যামোন সব তাতে মিল। ভালো মানুষের পক্ষে বৌ শাসন করা সহজ নয়, এই ছিলো বলবার বিষয়। কিন্তু মা সেদিক দিয়েই গ্যালেন না। কল্পিত মেজো-বোয়ের নানারকম কথা কল্পনার প্রশংসা শতমুখী হোয়ে উঠ্‌লো।

ক্যানো যে, তা হঠাৎ বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। কিছুদিন পরের এ্যাকটা ঘটনায় একথা স্পষ্টো হোলো।

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ গায়ে ছোটো এ্যাকটা মাঠ মতো। তার ওপারে, ঠিক মার ঘরের জান্‌লার সুম্‌খো-সুম্‌খি এ্যাক্‌টা ছোট্টো বাড়ীতে নোতুন ভাড়াটে এলো। তাদের সংসার ছোট্টো, কিন্তু তার বাইরেটা খুব বড়ো। জান্‌লা দিয়ে সেই খবরটাই চোখে পোড়লো, যখন দেখ্‌লুম ওদের গানবাজনায় রীতিমত সখ। গৃহস্থ ভদ্রলোকের মেয়েটিকে, মাষ্টার রেখে গান শেখানো হয় বোঝা গ্যালো। বাপের মুখে ডাক শুনে জান্‌লুম, মেয়েটির নাম, লেখা। নামের বাহার শুনে হাসি এলো। কিন্তু তাকে যখন জান্‌লায় দেখ্‌তে পেলুম তখন এই হাসির লজ্জা আমাকে লাগ্‌লো। তার কারণ আছে।

বছর-পোনেরোর তন্বী শ্যামা মেয়ে, মাথায় প্রচুর কালো চুল। মুখখানা য্যানো তীক্ষ্ণতার বিশেষত্বে স্পষ্টো হোয়ে উঠেচে। কালো চোখের দুই তারি চঞ্চল হোয়ে সুদূরের পানে সর্ব্বদাই

য্যানো ভেসে থাকে। জান্‌লার গরাদে দু-হাতে চেপে ধোরে সে যখন এই-দিক্‌কার আকাশের পানে তাকিয়ে রোইলো তখন তাকে আমার কি ভালো যে লাগ্‌লো! তার নাম শুনে হেসেচি মনে কোরো তাই লজ্জা পেলুম। কিন্তু আরো বেশী লজ্জার অপমান আমার কপালে ছিলো। সে যখন তার গান শুন্‌লুম। কি মিষ্টি যে তার গলা তা আর কি বোল্‌বো!

তেম্‌নি অহর্নিশি ঝর্‌ণার মতো তরল গানের ধারায় সমস্ত পাড়াটাকে সচকিত কোরে রাখ্‌লে।

বিকেলের জলযোগটা মার সাম্‌নে বোসে না কোরে, উপায় ছিলো না। তাই মার ঘরেই বোস্‌তে হোতো। সারাদিনে আর মার কাছে আসবার সময় হোয়ে উঠ্‌তো না, এমনি কাজে অকাজে ব্যস্ত হোয়ে কেটে যেতো। বিশেষ কোরে আমার এই ছাড়োছাড়ো ভাবে মা দুক্‌খু পেতেন। কারণ, দাদা, কথায় গল্পে হাসিতে অনেকটা সময় মিলিয়ে মাকে খুসী কোরে রাখতেন বোলে। বৈকালিক জলযোগের সময়ে কখনো কখনো সে-ব্যথার কথা মা প্রকাশ কোরতেন। কিন্তু উপায় ছিলো না। আমার তখন ঘরের ডাক শোনবার সময় ছিলো না। কারণ, আমার ভেতোর থেকে এ্যাকটা ইসারা তখন অল্পে অল্পে ধুঁইয়ে উঠ্‌চে—সেদিকে এ্যাকান্ত মনোযোগ দিয়ে তাই অপেক্ষা কোরচি। কাজেই আমার বয়োধর্ম্মানুযায়ী এ্যামোন অনেক কিছুতেই মন দিতে পারি নি যার জন্যে ভেতোর-বার থেকে অকালপক্কতা লাভের গঞ্জনা হাসি মুখেই সহ্য কোরতে হোয়েচে।

কিন্তু তপস্যার এই যে এ্যাতবড়ো এ্যাকটা এ্যাক্-মুখীনতা, তাতে উর্ব্বশীর মতো বাধা ঘটালে ঐ ও-বাড়ীর তন্বী শ্যামা মেয়ে লেখা, তার সরল সজীব কণ্ঠ দিয়ে। কাজেই আমার সর্ব্বত্রই এ্যাকটা জট পাকিয়ে গ্যালো। ফল হলো এই যে, আমার ঘরে থাকার সময়ে ও-বাড়ীতে কণ্ঠ-ধ্বনি হোলেই, ভালো কোরে শোন্‌বার চেষ্টায়, মার ঘরের সেই ওবাড়ী-মুখো জান্‌লাটা দখল কোরতে হোতো।

তাতে মার বিস্মিত হবারই কথা। নির্ব্বিবাদে মা দিন কতক আমার এ-পরিবর্ত্তন সহ্য কোরলেন। শেষে এ্যাক্‌দিন বোল্‌লেন, মেয়েটি বেশ গায়, আমার ঘরে ওম্‌নি একটি বৌ এলে এ-নির্ব্বাসিত জীবনের অনেকটা মুক্তি।

মার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনেকদিন্‌কার পুরোনো অসুখ। কাজেই কোথাও যাতায়াত করা কবিরাজের কঠোর নিষেধ বোলে মনে কোর্‌তেন। আত্মীয়-স্বজন যা দু-এ্যাকজন আস্‌তেন তাও কদাচিৎ। কাজেই মাকে দু-এ্যাকখানা বই, দাদার মুখের কথাগল্প হাসি, ঘর সংসারের কর্ম্ম পরিচালনার পরামর্শ এবং চালডাল বাছা প্রভৃতির ওপোর নির্ভর কোরে দিন কাটিয়ে দিতে হোতো। গান শোন্‌বার এ্যাকটা অসাধারণ রুচি তাঁর। দাদা এ-অভাবও অনেক সময়ে পূরণ কোরতেন। এই দিক থেকে ভেবে, মা কথাটার উল্লেখ কোরলেন।

আমার চুপ কোরে থাকা চোল্‌লো না। বোল্‌লুম, মেয়েটি বাস্তবিকই ভালো গায়।

কিছুকাল এম্‌নি চুপ্‌চাপ্ কাট্‌লো। দেখ্‌লুম্, মা সত্যিই

গানে গানে খুসী হোয়েচেন। মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ কোরলুম, মার সে প্রসন্ন মুখ দেখে। আরো কিছুকাল কাট্‌লো। আমারও তেম্‌নি অপরিবর্ত্তনীয় প্রভাবে মার ঘরের জান্‌লা দখল কোরে দিনের পর দিন সঙ্গীত শ্রবণ চোল্‌লো। এই অবসরে মা আমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা কোর্‌তেন, কিন্তু কোনোদিন বাধা পেলেন না। আত্মবিস্মৃত ভাবে বহু আলোচনাই কোরে গেছি। পরে লক্ষ্য কোরে বুঝ্‌লুম, আমার এ-পরিবর্ত্তনের জন্যে মা কৃতজ্ঞ নয়নে ও-বাড়ীর মেয়েটির প্রতি অনেকবার দৃষ্টিপাত কোরেচেন। কথাটা মনে হোয়ে লজ্জা পেলুম। কিন্তু এ বিষয়ের অচিন্ত্য ব্যাপার ঘোট্‌লো পরে।

এ্যাক আত্মীয়া অকস্মাৎ জিগ্যেস্‌ কোরলেন, লেখাকে তোর মনে ধোরেচে ?

কথাটায় আমার বুকের ভেতোরটা ধক্‌ কোরে উঠ্‌লো।

একটু চুপ কোরে থেকে বোল্‌লুম, কোনো মেয়েকে খারাপ লাগ্‌বার মতো স্পর্দ্ধা আমার নেই। বাঙালীমেয়ের মনের প্রতি আমার যথেস্ট ভালোবাসাই আছে। যার পানেই চোখ পড়ে মনও তার দিকে নুয়ে আসে, এ কথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আত্মীয়াটি কি বুঝ্‌লেন ভগবান জানেন। কিন্তু কথা ক-টা উচ্চারণ কোরে ভারি তৃপ্তি বোধ হোলো। নিজের মনের এ উদারতাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না কোরে পার্‌লুম না।

আমাকে উপলক্ষ কোরে যে ভেতোরে ভেতোরে এ্যাক্‌টা ষড়যন্ত্র গ্যোড়ে উঠেচে, একথা সেদিন মার ঘরে মেয়েদের বৈঠক্‌

দেখে অনুমান কোরলুম। আত্মীয়াটির সেদিনকার প্রশ্ন জিগ্যেস্ মনে পোড়লো, বুঝ্লুম, আমাকে কেউ ভোলেনি। এইসব পরমাত্মীয়েরা যে অনুগ্রহ কোরে হতভাগ্যকে মনে রেখেচেন, একথা মনে কোরে চিন্তিত হোতে হোলো। কারণ, তাঁদের অঘটন-ঘটন পটুত্বে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিলো। কিছু-যে এ্যাকটা তারা কোরবেই; তা স্পষ্টো বুঝ্লুম। অথচ সে সব বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ কোরে প্রশ্ন করা, তর্ক করা, ঝগড়া করা, আমার প্রবৃত্তিতে আসে না। কাজেই আমার ব্রহ্মঅস্ত্র প্রস্তুত কোরতে হোলো।

অকারণেই হঠাৎ নিদারুণ গম্ভীর হোয়ে উঠ্লুম। এর যথেষ্ট ফলও ফোল্লো। অর্থাৎ লঘুচিত্ত নিয়ে কেউ আর ঘেঁস্তে সাহস কোর্লে না। খাবার কথা জিগ্যেস্ কোর্তে য্যামোন ভাবে স্বীকৃতি জানালুম, কোনো এ্যাকটা সরস রসিকতার প্রত্যুত্তরে-ও ঠিক তেম্নি ভাবে মত দিলুম। কাজেই রসিকতাকে ফাঁস্তে হোলো। কারণ, এ্যাক্‌তরফা হোলে কিছুই চলেনা। এম্নি কোরে যখন নিষ্করুণ গাম্ভীর্য্যে অকারণেই স্থির হোয়ে যেতুম তখন ওরা আমাকে ভয় কোরে চোলতো, যদিও বয়েসে আমি বহু ছোটোই ছিলুম। আমার এই স্থৈর্য্যের প্রত্যুত্তর যোগাতে পার্তো না যে... শুধু ভয় কোরে চোল্‌তো মাত্র—ওদের এ দুর্ব্বলতায় মনে মনে দুক্‌খ পেতুম। এদিক থেকে আমার ওপোর ওদের এ্যাক্‌টা রূঢ় ধারণাই ছিলো। আমি নিতান্তই কঠিন, শুষ্ক, অনুভূতি-হীন, অর্থাৎ সংসারের কিছুতেই আমার বুকে দাগ, কাট্‌তে

পারে না, এই ছিলো ওদের বিশ্বাস। ওদের এ বিশ্বাসে আমি কোনোদিন ঘা দিই নি। কিন্তু নিদারুণ হোয়ে উঠ্‌তো ওদের সে মনোভাব যখন কোনো প্রশ্নে, ঠিক পূর্ব্বের মতোই হাসিমুখে উত্তর কোরতুম। ওরা এ-হাসিতে কোনো তল পেতো না, প্রশ্রয় পেতো না। কিন্তু অকারণ-ভীতিটাও অনেকটা লঘু হোয়ে যেতো। ওরা যদি আমাকে পুরোপুরি ভয় কোরে চোল্‌তে পারতো, তাতে ওদের স্বস্তি বোধ হোতো। কারণ, কোনো স্পষ্টো এ্যাকটা মনোবৃত্তিকে বোঝা যায় সহজে এবং তা নিয়ে অনুরাগ বিরাগ সবই চালানো চলে। কিন্তু স্পষ্টো কোরে আমার বিরুদ্ধে ওদের বলবার মতো কিছুই জড়ো হোলে না। এইতেই ওদের সবচেয়ে দুক্‌খ-ভোগ যে, ও-মনোবৃত্তিটার ধরা-ছোঁয়া পর্য্যন্ত পাচ্চে না। আমার এই খানেই সবচেয়ে জয় যে, নিজেকে সামান্য কয়েকটা প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ কোরে ফেলিনি। কাজেই আমার দিক যতো সবল হোতো ওরা ততোই অস্থির হোয়ে উঠ্‌তো।

আমার এই রকম চুপ্‌চাপ্‌ভাব দেখে সবাই য্যানো নিজেদের মধ্যে সঙ্কুচিত হোয়ে রোইলো। সেইটেই আমার ভারি ভালো লাগ্‌লো।

এ্যাকদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে দেখি, অভ্যাস মতো ওবাড়ীর মেয়েটি জান্‌লার গরাদে চেপে এই দিক্‌কার আকাশ-পানে চেয়ে আছে। সূর্য্য তখন আকাশ থেকে বিদায় নিয়েচেন, রক্তাম্বরের অঞ্চল-প্রান্ত তখনো পশ্চিমের আকাশে লুঠিয়ে রোয়েছে। সে রঙ বাতাসে বাতাসে প্রতিফলিত হোয়ে

পৃথিবীর অনেকটা উজ্জ্বল কোরে তুলেচে। রঙের সেই বিচিত্র প্রতিফলন আমি দেখ্‌ছিলুম, ও-বাড়ীর ঐ মেয়েটির মুখে। হঠাৎ আমার পানে তার নজোর পোড়তে সে জান্‌লার পর্দ্দা টেনে দিয়ে সোরে গ্যালো। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার বিস্মিত হবার কারণ ছিলো। ওর যে রূপের গর্ব্ব ছিলো না, তাইতেই ওর সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেয়েছিলো। কাজেই ওর পানে কেউ চেয়ে থাক্‌লে তাতে লজ্জা পাবার ওর কিছু ছিলো না। এই ছিলো আমার এ্যাকান্ত বিশ্বাস। কিন্তু তাতে ঘা পোড়্‌লো। স্পষ্টোই বুঝ্‌লুম, ও আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েচে,—কোনো মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকাটা অন্তত সভ্যতা নয়!

এতে আমার রাগ-ও হোলো হাসি-ও এলো। কিন্তু উপকার হোলো। ও আসা থেকে যে জট আমার ভেতোরে ক্রমেই পাকিয়ে তুলেছিলো, এ্যাক পর্দ্দা টানায় সেই সমস্ত জড়তা নির্জ্জট হোয়ে, বুকের ভেতোরে এ্যাকটা প্রসন্ন-হাসি হাস্‌লে। আমার ভেতোরকার প্রতিজ্ঞা আবার সচেতন হোয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু সে আমাকে এই স্খলনের জন্যে বিন্দুমাত্র দোষী কোরলে না, কাজ পোড়ে আছে বোলে অনুযোগ জানালে না। বরঞ্চ এইটুকু সাহসও দিলে যে, ও যা হোলো তা মন্দ নয়, মনের বাঁধুনি শক্ত হোলো, কাজ এগোবে এইবার। এই কারণেই আমার মনের সঙ্গে আমার সত্যিকার এ্যাক্‌টা যোগ আছে, উভয়েই তাতে খুসী হোই, এ্যাক্ হোই।

পরের দিন লক্ষ্য কোরে দেখি, ওবাড়ীর মেয়েটির দৃষ্টি

আকাশ থেকে নেমে এ-বাড়ার বাইরের দিক্কার দেয়াল ও জান্‌লায় অপেক্ষা কোর্‌চে। উঠে এসে জান্‌লার কাছে দাঁড়ালুম। চোখ মিল্‌লো। কিন্তু আজ ও সোরে গ্যালো না, চোখ নামিয়ে নিলে শুধু। পরমুহূর্ত্তে যেই আবার চোখে চোখে মিল্‌লো, তৎক্ষণাৎ আমি দিলুম জান্‌লাটা বেশ কোরে চেপে বন্ধ কোরে। এই রাগ আমার সেদিন মনে এসেছিলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উৎসুক হোয়ে পাশের জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, মেয়েটি সেই বন্ধ-জান্‌লার ওপোরেই চেয়ে আছে। হয়তো আশা কোর্‌চে, এখুনি খুল্‌বো। কিন্তু সেদিন আর তা হোলো না।

পরের দিন বিকেলে জলযোগ কোরতে বোসে দেখি, সেই পর্দ্দার তলায় ওবাড়ীর মেয়েটি ব্যস্ত হোয়ে উঠেচে। ওর পড়বার টেবিল ওই জান্‌লার কাছে এনে পেতেচে। বইগুলো ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখ্‌চে। শেষে দেখি, জান্‌লা থেকে পর্দ্দাটা খুলে ফেল্‌লে। এ-পরিবর্ত্তনটা আমাকে বিস্মিত কোরলে।

হঠাৎ মা বোল্‌লেন, ওবাড়ীর বোয়ের সঙ্গে জান্‌লা থেকে আলাপ হোলো। মেয়েটির মাকে বোল্‌লুম, আপনার মেয়েটিকে দিন না, মেজোবৌ কোরি। ভারি ভালো লোক। তোখুনি বোল্‌লে, সে কি আর আমাদের কপালে হবে দিদি, মেয়ে আমার কালো। —তা আমি ওদের কথা দিয়েচি, তোর দাদার বিয়ে দিয়ে লেখাকে ঘরে আন্‌বো।

লুচির টুক্‌রো গলায় ্যানো পাথর কুচির মতো বিঁধে গ্যালো। বোল্‌লুম, এ্যাকেবারে কথাটা দিয়ে ফেল্‌লে। এ্যাক-

বার জানানোটা কি অন্যায় হোতো! দুক্খীত হোয়ে মা বোল্লেন, ছেলের কাছে কি সেটুকু দাবীও থাক্তে পারে না?

বোল্লুম, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু কথা দিয়েচো তুমি, বিয়ে কোরতে হবে ছেলেকে। কাজেই তার এ্যাকটা মতামত থাকা সম্ভব। কথা দেবার সময়ে নিজের দায়িত্বেই দিয়েচো, পরামর্শের জন্যে কারুক্কে দরকার মনে করোনি, তেম্নি কথা রাখবার সময়ে নিজের দায়িত্বে সেটা রাখ্তে চেষ্টা কোরো, তখন সাহায্যের জন্যে ডাক্লে অন্তত আমাকে যে খুঁজে পাবে না, একথা স্থির।

এ্যাক্টা কিছু-আশা কোরেছিলুম। কিন্তু সে যে এই, একথা মনে ভাব্তেও পারি নি। যাই হোক, অনেক কথাই স্পষ্টো হোলো। লজ্জার প্রথম ঝোঁক্টা সে সাম্লাতে পারেনি তাই পর্দ্দা টেনে দিয়েছিলো। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় যা কোরে ফেলেছিলো তাতে লজ্জা অনেক বেশী হোয়ে ফিরে এলো। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত কোর্লে জান্লার পর্দ্দা ছিঁড়ে ফেলে এবং পড়্বার টেবিল জান্লার তলায় টেনে এনে। মনে মনে ভারি খুসী হোলুম।

এই অব্ধি গ্যালো এ্যাকটা অধ্যায়। দিদি, এটা তোমার বিয়ের পূর্ব্বাহ্ণের কথা। তারপর, বধূরূপে তোমার এ-বাড়ীতে আসবার সময় হোলো। এই উপলক্ষ কোরে মাসি আর এ্যাকবার চেষ্টা কোরলেন।

বোল্লেন, এই বিয়ে বাড়ীতে চুপিচুপি নিয়ে আয় না; শুধু আমি দেখ্বো, আর কারুক্কে বোল্বো না।

মাসিকে হঠিয়ে দিলুম।

তারপর তুমি বৌ হোয়ে এলে। এবং যা যা ঘোটেচে সবই তোমার মনে আছে।

দুই

এইবার এ-ঘটনার এ্যাকেবারে প্রথম থেকে সুরু কোরি, শোনো। অন্তরটা অনেকদিন ধোরে ধুঁইয়ে শেষে যখন জাগ্‌লোই তখন আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা চোল্‌লো না। অহর্নিশি য্যানো উপ্‌ছে পোড়তে লাগ্‌লো। লেখায় পড়ায় ভাবে ভাবনায় উৎসাহে আলোচনায় সর্ব্বাস্তির এ্যাকটা ব্যাপক জাগরণ আমাতে প্রকাশ পেলো।

এই পথেই এলো মেয়েদের প্রতি প্রবল এ্যাকটা আকর্ষণ। মন এ্যাকেবারে কাঙাল হোয়ে উঠ্‌লো, কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় কোরতে। কিন্তু সেটা সহজ নয়। আর কঠিন বোলেই এই-দিকের আগ্রহটা এই সময়ে এম্‌নি দুর্দ্দম হোয়ে উঠ্‌লো য্যানো জীবনের সমস্ত আশা উদ্দেশ্য আকাঙ্খা কর্ম্ম এই-এ্যাকমাত্র ইচ্ছায়, নিগূঢ় ভাবে মনোনিবেশ কোরেচে। আর কিছু য্যানো সে চায় না ভাবে না, এমনি তীব্র এ্যাকমুখীনতা।

অথচ পথে ঘাটে জান্‌লায় মেয়ে দেখে দেখে তখন এ্যাকটা শ্রান্তি এসে গেচে। তাদের পানে তখন আর অমোন অসহায় ভাবে চেয়ে থাকবার প্রবৃত্তি ছিলো না। মনে হোতো অগ্রসর হোতে পারি যদি তবেই, নইলে অনর্থক দৃষ্টিপাত করায় কোনো লাভ নেই। তারপর চোখের ওপোর দেখ্‌লুম, দু-একটি বন্ধু কোন্ এ্যাক অজ্ঞাত কলানৈপুণ্যে মেয়েদের সঙ্গে রীতিমত আলাপ জোমিয়ে

ফেল্‌লে। দেখে, আমার সর্ব্বশরীর বিষের জ্বালায় জ্বোলে উঠ্‌লো। আক্রোশটা মেয়েদের ওপোরে যতোটা, নিজের ওপোরে তার চেয়ে কম নয়। এইদিক থেকে যে, আমার কি এ্যামোন যোগ্যোতাও নেই যে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় কোরতে পারি! তারা পারে, অথচ আমি পারি না যে, এই কথাই নিজেকে দগ্ধ কোরতে লাগ্‌লো। পরিণামে এলো তাদের ক্ষমতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দ্যাখ্‌বার অবসর। এর ফলে যা হাতে রোইলো তাতে নিজে সন্তুষ্ট হোলুম, কিন্তু খুসী হোতে পারলুম না। অর্থাৎ তারা যে ভাবে আত্মবিক্রয় কোরে মেয়েদের পানে অগ্রসর হয় দেখ্‌লুম, তা আমার প্রবৃত্তি দিয়ে কুলিয়ে উঠ্‌লো না, এই কারণেই সন্তুষ্টি; অথচ আমার ঈপ্সিতের কোনো কিনারা যে কোরতে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত, এইতেই নিজের ওপোর বিরূপ ভাবে আন্‌লে।

কিন্তু আবশ্যক যেখানে বড়ো বেশী, আত্মিক প্রবচন সেখানে ক্ষীণ, একথা সাধারণ মানুষের পক্ষে খাটে। তাছাড়া, অন্তর্দৃষ্টির গভীরতর এ্যাকটা অন্তস্থিত লক্ষ্য যদি তাতে বর্ত্তমান থাকে, তাহোলে তার গতি দ্বি-গুণ বেগে অগ্রসর হয়। তখন পাপ পুণ্য দুটোই তার কাছে সরস বোধ হয়।

আমি স্থির কোরলুম, এ আমার চাইই, তা সে, যে উপায়েই হোক্।

কিন্তু প্রথমেই নিদারুণ এ্যাকটা ঘা খেতে হোলো। যখন শুনলুম, ইংরিজি প্রবচনে নাকি বলে, যদি মেয়েটিকে পেতে চাও, তার ভাইকে দিয়ে সুরু করো।

কথাটা আমাতে সোইলো না। কাজেই দিন কয়েক মুষ্‌ড়ে কাট্‌লো। শেষে আরম্ভ কোরলুম, খোঁজ নিতে, যেখানে যতো দূর-নিকট আত্মীয়-স্বজন ছিলো। যে সব জ্ঞাত-কুটুম্বের সঙ্গে লেন্‌দেন্‌ প্রায় বন্ধ হোয়ে এসেছিলো, সেগুলোকে আবার খুঁচিয়ে জাগালুম। পরিচিতের মধ্যে অত্যধিক প্রাচীনভাবাপন্ন এবং অতি-আধুনিক পরিবারও ছিলো। এ্যাক সংসারে প্রবেশ কোরতে হোলো, দরজা ঠেলে পর্দ্দা সরিয়ে, প্রশ্ন বাঁচিয়ে অগ্রসর হোতে হয়। অন্য জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে অলজ্জভাবে এবং তারপর চোলতে থাকে বাধাহীন আলাপ আলোচনা। যেটা প্রথম পক্ষে বিস্ময় ও গ্লানির বস্তু।

পর্দ্দা ঠেলে ভেতোরে প্রবেশ কোরলুম যার জন্যে, সেই পেলে সবচেয়ে লজ্জা। তাই তাকে দৌড়ে পালাতেই হোলো। তারপর যারা এলো, তারা খোঁজ কোরলে—কার কোথায় বিয়ে হোয়েচে? কার ক-টি ছেলেমেয়ে? কে কে মারা গেচে? কে পয়সা রোজ্‌গার কোর্‌চে? আর কে-ই বা ঘরে বোসে খাচ্চে? প্রভৃতি। কিন্তু এ-সবের জন্যে আমার আবির্ভাব সেখানে হয় নি। যাকে আমার দরকার ছিলো তাকে আর খুঁজে পাওয়া গ্যালো না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কোরেচি আলাপ কোরবোই। কাজেই তার সন্ধান কোরতে হোলো। প্রশ্নকারিনীরা আমাদের শৈশবের আলাপ স্মরণ কোরিয়ে দিয়ে এই কথা জানালেন যে, উপস্থিত উভয়েরই বয়েস বেড়েচে।

এ-কথাটা আমাকে নোতুন কোরে জানাবার দরকার ছিলো না, কারণ, ভুলি নি। ওদের এ অসভ্যতায় দুক্খীত হোলুম। কাজেই সক্রোধে সেখান থেকে বিদায় নিতে হোলো। কিন্তু অন্যত্র যেতে প্রথমটা বোকা না বোনে উপায় ছিলো না। হাত ধোরে ডেকে ঘরে বসানোর সম্ভাষণ, গায়ে গা রেখে আত্মীয়তার আদর, নিতান্ত বাড়াবাড়ি বোলে মনে হোলো। মুখে কিছু বলাও চোল্‌লো না। অথচ লাগ্‌লোও মন্দ নয়।

এই পথে ক্রমে জাগ্‌লো এ্যাকটা নোতুন প্রবৃত্তি। যা আমি এখান থেকে আশাও কোরি নি। এই নোতুনে আমাকে বেশ খানিকটা বিমূঢ় কোরে ফেল্‌লে। উন্মাদনার প্রথম ঝোঁক্‌টা কাট্‌তে দেখি, এ পথের শেষের দিকটা সুবিধার নয়। সে বল আমাতে ছিলো না। কাজেই শঙ্কিত এবং দুক্‌খীত ভাবে ওদিকে ঢিলে দেবার চেষ্টা কোরলুম। স্পষ্টোই বুঝ্‌লুম, আমি যা চাই, তার ওপোর উপ্‌রীর চেষ্টা চোল্‌বে না।

ঘরোয়া কি এ্যাকটা উৎসব উপলক্ষে ওর প্রায় আট দশটি সখির সঙ্গে পরিচয় ঘোট্‌লো। এই আমার দরকার ছিলো। কাজেই মনে মনে উচ্ছসিত হোয়ে উঠ্‌লুম।

কিন্তু যতেই তাদের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম মন ও ক্রমশই য্যানো ফিরে আসতে চাইতে লাগ্‌লো। কারণ যে আশা কোরে, যে আকাঙ্খা নিয়ে ওদের পানে ঝুঁকেছিলুম তা মিল্‌লো না। ওদের নিতান্ত লঘুতা আমাকে পীড়া দিলে। ওদের তোষামোদ কোরতে হয় নইলে সখ্যলাভ হয় না, এ আমার ভালো লাগ্‌লো না। ওদের লেখা কবিতা পোড়ে

ভালো বোল্‌তেই হোতো, কেশ-প্রসাধন, বস্ত্র-সম্মেলন দিয়ে ইঙ্গিত কোরতেই হোতো যে, তুমি সুন্দর। এ না-পারলে, চোলে আস্‌বার পথ উন্মুক্ত ছিলোই। অথচ এই সব প্রবঞ্চনা আমাকে দিয়ে কিছুতেই সম্ভব হোলো না। উপরন্তু চোলে আসবার জোর ও ছিলো না। কারণ আমার দরকার, আমার চাই যে।

তাদের আকৃষ্ট করবার মতো কোনো গুণই আমাতে ছিল না। এ্যামোন কি চেহারাটা পর্য্যন্ত ভালো নয়। কাজেই, দু-পক্ষে যেখানে টান নেই সেখানে কিছুই বিন্দুমাত্র-ও অগ্রসর হয় না। আমাকেও তাই, এম্‌নি এ্যাকটা অবস্থায় এসে ঠেক্‌তে হোলো, থামো-থামো হোতে হোলো। আমি তো ওদের মনস্তুষ্টি কোরতে পারলুম না। তাছাড়া ওরা আমার কাছ থেকে যা আশা কোরেছিলো তাও পেলে না। এতে এই প্রমানিত হোলো যে আমার কার্পণ্য আমার প্রাপ্তির বাধা ঘোটিয়েচে। আমার মধ্যে কার্পণ্য লোপ পায়নি, তোষা-মোদের প্রবৃত্তি যতো অল্পই হোক, ছিলো ; কিন্তু আমি তার যথাযোগ্য ব্যবহার হোতে দিইনি। তাই ভাবলুম, সেটুকু প্রবৃত্তিকে ভেতোরে জিইয়ে না রেখে খরচ কোরে ফ্যালাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে জোর পেলুম। দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের তুষ্টি সাধনের চেষ্টা কোরতে লাগ্‌লুম।

এ পরিবর্ত্তনটা ওদের কাছে খুব ফলপ্রদ প্রতিপন্ন হোলো। ওরা দেখ্‌লুম আমোদ পেলে। কায়দার ওপোর এ্যকটু ঘেঁস-ও যে না-দিলে এ্যামোন নয়। আমার সঙ্গে মিশ্‌তে এসে ওদের

ভাব-ভঙ্গিতে এ্যামোন করুণার ভাব ফুটে উঠ্‌লো য্যানো, এই মেশবার ব্যাকুলতার মধ্যে আমার বিশেষ এ্যাকটা কাতরতা প্রকাশ পেয়েচে। আমি ওসব দিকে মন দেবো না মনস্থ কোরলুম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হোলো যে মন সে কথা মেনে নিতে পারেনি। আমার এই কাতরতায় ওরা মাঝে মাঝে সচেষ্ট হোয়ে আমার দিকে মন দেবার চেষ্টা কোরেচে, কিন্তু তা ক্ষণিক। শেষ অব্‌ধি আমার এই দুক্‌খ যে ওরা আমাকে জান্‌লেও না, এ্যামোন কি সবচেয়ে সহজ যে ভুল বোঝাটা, তাও পার্‌লে না।

তাই অহর্নিশি ওদের ফুল উপহার দিয়ে, ওদের নামে কবিতা লিখে, তর্ক আলোচনায় মতানুবর্ত্তিতা কোরে-ও দেখলুম ওদের মনে বিশেষ দাগ টানতে পারিনি। তখনই তোষামোদের মূর্ত্তিটা য্যানো স্বশরীরে আমার সুমুখে উপস্থিত হোলো। এ্যাতোদিন ঐ জিনিষটাকে দূর থেকে শুধু ঘৃণাই কোরে এসেচি, কিন্তু এ্যাখন য্যানো ওর সঙ্গে অকস্মাৎ মুখোমুখি এ্যাকটা পরিচয় ঘোটে গ্যালো। প্রতিকার্য্য সুরু হোলো অন্তর্দাহ দিয়ে। তার তাপ আমাকেও লাগ্‌লো, কারণ সে দাহকার্য্য আমারই ভেতোরে।

ওদের সঙ্গে মেল্‌বার পেছোনে এ্যামোন কোনো উদ্দেশ্য ছিলোনা যে, কোনো একটিকে আমার নিজের-কোরে পাবো। এ আমি চাইনি। আমার আকাঙ্খা ছিলো ওদের সবাইকে পাবো, বন্ধুর মতো, সঙ্গীর মতো। ওদের আমি বাঁধ্‌তে চাইনি, ওদেরই স্বাধীনতার অবকাশের মধ্যে আমি পেতে

চেয়েছিলুম। তা হোলো না। কোনো গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পানে ওদের যে টান্‌তে পারলুম না। এর দুক্‌খ লাগ্‌লো, মনে মনে তীব্র এ্যাকটা আক্রোশের ভাব জাগিয়ে।

ওদের সঙ্গে এই যে উড়ো-উড়ো ব্যবহার কোরতুম অথচ মেল্‌বার নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ পেতো, এ ওদের ভালো লাগেনি। তাই ওরা আমাকে প্রশ্রয় দেওয়া সংক্ষেপ কোরে আন্‌লে। কিন্তু ওদের মধ্যে এ্যাকজন মেয়ে ছিলো সে য্যানো জোর কোরে অপরের মনে গ্রথিত হোয়ে থাক্‌বে, সে আপনি মন থেকে যায়, য্যানো কিছুতেই ভোলা যাবে না, মুছবে না মনে থেকে। সে এ্যাকটা বিশেষ ঘোরের মধ্যে দিয়ে আমার চোখে লেগে গিয়েছিলো।

ঐ যে তোষামোদের অন্তর্দাহ সেটা বাইরে প্রকাশ পেলে আক্রোশের রূপ নিয়ে। ওদের লঘুতা ব্যর্থ কোরে দিতে পারিনি, ওদের কাছ থেকে কিছুই পাইনি, তাই। এবং এই মনোবৃত্তি প্রকাশের বাহন হোলো আমার দিকে ঝোঁকা ঐ মেয়েটি। এই কারণে যে, বস্তুতই মেয়েটির অনেকগুলি গুণ ছিলো। সে আমাকে ভেবেছিলো। যা আর কেউ করেনি। এই কারণেই তার প্রতি আমার বন্ধুতাকে গঠন নিতে দিইনি।

তোষামোদ করবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হোলো ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র কোরে, অপ্রিয় সত্য বাক্যবাণে। অন্য সবাইকার দোষত্রুটি তার এ্যাকলার ঘাড়ে নির্বিবাদে চাপিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। নিজের এবং অপরের অন্যায়কে আপনার

কাঁধে নেবার ক্ষমতা তার অদ্ভুত, দেখ্‌লুম। কারণ, যতোই আক্রোশে আমি তাকে আক্রমণ সুরু কোরলুম, ততোই স্থির ভাবে, প্রতিবাদ না কোরে, সমস্তই স্বীকার কোরে নিয়ে, উপরন্তু আমারই স্বপক্ষে, আমার চেয়েও জোরালো কোরে সে বোলতে লাগ্‌লো। প্রথমটায় আমাকে তাই একটু ঘাব্‌ড়াতে হোলো। যে আমারই স্বপক্ষে, বোল্‌চে তাকেই যে ক্যানো আবার আক্রমণ কোরচি, এ কথা ওরা সবাই তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা কোরলে না। শুধু বিস্মিত হোলো। ওদের এই বিস্মিত হওয়াটা এ্যামোন এ্যাকটা আবহাওয়ার রচনা কোরলে যে আমাকে লজ্জা পেতে হোলো। কারণ সবাইকে বাদ দিয়ে ওকেই এ্যামোন সব কঠিন কথা শুনিয়ে দেওয়াতে, এই কথাই প্রকাশ পেলো যে, ওর ওপোর আমার নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ দাবি জন্মেচে।

কথাগুলো সবাইকে উদ্দেশ কোরে বোলেছিলুম যে, এ বুঝতে কারুর দেরি হয়নি। অথচ ক্ষমা চাইবার ব্যালা যখন শুধু ওরই কাছে মাথা নীচু কোরলুম, তখন আর এ্যাকবার ওরা বিস্মিত হোলো। এবং মনে মনে রুষ্ট হোলো এই মনে কোরে যে, যে-প্রার্থনায় সকোলকারই দাবী সেটা এ্যাকজন পেলে ক্যানো!

মেয়েটির সবকিছুকেই নিজের মধ্যে গ্রহণ কোরতে পারাটা আমার বিশেষ ভালো লেগেছিলো। তাই তাকে নিশ্চিন্ত হোয়ে যতো কঠিন আঘাত সব পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে যে এ্যাকটা দাবির ভাব আছে, এই কথা ধরা পোড়তেই আমি

ওর কাছে মার্জ্জনা চেয়েছিলুম, শক্তকথা প্রয়োগের জন্যে ক্ষমা চাইনি। কিন্তু একথা ওরা কেউ বুঝ্‌লে না। ওরা অনুমান কোরে নিলে, মেয়েটির সঙ্গে আড়ালে আমার কোনো কথা-বার্ত্তা হোয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমার বাক্যবাণগুলো ওরা ঠিক সহ্য কোরে নিতে পার্‌লে না। অর্থাৎ আমার আত্মীয়াটির বাড়ীতে এই যে মিলন-কেন্দ্র, তা অল্পে অল্পে ভেঙ্গে গ্যালো অর্থাৎ যাকে উপলক্ষ কোরে এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া তারই কাজকর্ম্ম হঠাৎ বাইরে এমনি বেড়ে উঠ্‌লো যে আমার গতায়াত সম্পূর্ণ কারণ-হীন প্রতিপন্ন হোয়ে উঠ্‌লো।

যেই বাইরের সব গোলোযোগ কেটে গ্যালো তোখুনি দেখ্‌লুম বুকের ভেতোরে এ্যাকখানা মুখ ভারি স্পষ্টো হোয়ে জেগে উঠেচে। একটু বিস্মিত হোলুম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত মনের কূল ছাপিয়ে পুলকের বান ডাক্‌তে বুঝ্‌লুম, যতোই তাকে কঠিন কথায় আবৃত কোরেছি ততোই তার সঙ্গে অলক্ষ্যে মনে মনে ঘনিষ্ঠ হোয়েচি। হঠাৎ য্যানো ক্ষেপে উঠ্‌বো, এমনি আনন্দের এ্যাকটা বেগ বুকের মধ্যে ঢেউ তুলে আছ্‌ড়ে পোড়তে লাগ্‌লো। কি কোরবো ভেবে উঠ্‌তে পারলুম না। স্পষ্টোই বুঝ্‌লুম, মেয়েটির সঙ্গে অন্তত আর এ্যাকবার-ও দ্যাখা হওয়া চাই। কিন্তু এবারে সাক্ষাৎ ঘোট্‌লে অতো বাদবিতণ্ডার পরে, কি অপরিসীম লজ্জায় যে দু-জনে মুখোমুখি হোয়ে নুয়ে পোড়বো, এই ছবি চোখের ওপোর দেখে আহ্লাদে গদগদ হোয়ে চুপ, মুক হোয়ে গেলুম। স্থির কোরলুম, তবুও এ্যাকবার দ্যাখা করাই চাই।

কিন্তু তার সঙ্গে ছাখা করবার জন্যে আত্মীয়া মেয়েটির কাছে সে কথা কি কোরে যে বোল্‌বো, এই ভেবে নিজের মনের কাছে বিশেষ লজ্জায় পোড়ে গেলুম। কয়েকদিন ধোরে যাবো-কি যাবো-না, এই নিয়ে মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হোয়ে অবশেষে এ্যাকদিন সেখানে গিয়ে হাজির হোলুম। কিন্তু কথাটা যে কি কোরে উত্থাপন কোরবো তা আর কিছুতেই মাথায় এলো না। আত্মীয়া মেয়েটিও দেখ্‌লুম, কোনোক্রমে এড়িয়ে সোরে পোড়লো। কাজেই হতাশ হোয়ে ফিরতে হোলো।

মনের মধ্যে ক্ষণিক রঙ ও রেখায় সেই মুখ্‌খানি বারেবারে উঁকি দিতে লাগ্‌লো। আর তার নামটা মনে পোড়লো। গভীর রাতের নির্জ্জন স্তব্ধতায় বোসে, ধীরে ধীরে এ্যাকবার উচ্চারণ কোরলুম, মঞ্জরী!

গ

তিন

এম্‌নি ভাবে আমার আক্রোশ প্রকাশের পথটা রুদ্ধ হোতে প্রথমটা কিছু ক্ষুব্ধই হোতে হোলো। কিন্তু সে মনোভাব মনে বেঁচে রোইলো। ওরা আমার হাত ফোস্কে পালালো যে, তার শোধ তুল্‌লুম পথে চোলে ব্যাড়ানো অপরিচিতা মেয়েদের ওপোর। এইবার যে আবার মেয়েদের দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম তাতে মনে হোলো ওদের বিন্দুমাত্র ভেতোর নেই, সবটুকুই বাইরে। ওদের চলা বলা ভাব ভঙ্গি, কিছুতেই আর লালিত্য সুষমা স্বাস্থ্য খুঁজে পেলুম না। আমার সর্ব্বান্তকরণ ওদের ওপোর বিরূপ হোয়ে উঠ্‌লো। দিনে দিনে ওদের এই সব দৈন্যের কথা এম্‌নি দৃষ্টিকটু হোয়ে উঠ্‌লো যে ওদের আর সহ্য করা পর্য্যন্ত চোল্‌লো না। হঠাৎ কোনো মেয়ের দিকে নজোর পোড়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে নিতুম। কিন্তু পরে জাগ্‌লো আঘাত দেবার প্রবৃত্তি।

কাজেই যতো পরিচিত যেখানে ছিলো, তাদের সন্ধানে আর এ্যাকবার বাড়ী-বাড়ী ঘুর্‌তে হোলো। প্রথমে গিয়েছিলুম মিত্রতার মন নিয়ে, এবারে উপস্থিত হোলুম গাত্রদাহ সঙ্গে কোরে। কিন্তু সে সব কথা কারুরই ভালো লাগ্‌বার নয়। কাজেই যতো কিছু বলবার, এ্যাকদমে নিঃশেষ কোরে শুনিয়ে দিয়ে চোলে আসতে হোলো। কথাগুলো এম্‌নি

রূঢ় শোনালো যে, যেখান থেকে এ্যাকবার চোলে এলুম সেখানে আর মুখ ছ্যাখাবার উপায় রোইলো না।

কাজেই আমার ঝাল্ ঝাড়্বার উপলক্ষ কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরোলো। কিন্তু আমি তখনো পর্য্যাপ্ত। তাই শেষে, অপরিচিতা মেয়েদের ওপোর এই মনোবৃত্তির খানিকটা এসে অবস্থান পেলে। এ্যামোন অনেক মেয়ে তখন চোখে পোড়্লো, যারা পথ চোল্তে চোল্তে নিজেদের দেহতরঙ্গ লক্ষ্য করে। আর বস্ত্র ও কেশ প্রসাধনের ওপোর ক্ষিপ্র হস্ত পরিচালনা কোরে, এইটুকু চোলে আসার জন্যে যে-পরিমাণ বিশৃঙ্খলা ঘোটেচে তার সংস্কার সাধন কোরে ফ্যালে। এসব পূর্ব্বে-ও বহুবার দেখেচি, কিন্তু এ্যাখন সর্ব্বশরীর য্যানো জ্বোলে গ্যালো। ত্যামোন কোনো চোল্তি মেয়ের কাছাকাছি অগ্রসর হোয়ে মতামত প্রকাশ করাতেই ছিলো আমার স্বস্তি। —এসব নিতান্ত অশোভন; এতে কি সৌন্দর্য্যের কোনো ক্ষতি হোলো বোলে মনে হয়; মেয়েরা যে নিতান্ত ফিক্ল্, এ আমার অবিশ্বাস করবার নয়; এ্যাকটা গম্ভীর মেয়ে, কোনো বিষয়েই সত্যিকার এ্যাকটা সিরিয়াস্নেস্, এ আমি দেখ্লুম না—এই সব মতামত অপরিচিত মেয়েদের কাছে প্রকাশ করায় আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ ছিলো না, ক্যানো যে, তার কারণ আছে। সে দুটি নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা বোল্চি।

দোতলা এ্যাক্টা বাসে উঠে একটি পরিচিতের সঙ্গে হঠাৎ এ্যাক্দিন্ সাক্ষাৎ হোয়ে গ্যালো। আমরা সুমুখের দিকে এ্যাকপাশে আসন পেয়েছিলুম। অন্য পাশের বেঞ্চিতে দেখ্লুম

অতি-আধুনিক দুটি মেয়ে কথায় গল্পে চঞ্চলা। আকৃষ্ট হোয়েছিলুম তাদের সেক্সপীয়র-কলার সার্ট গায়ে দেখে। বিশেষ ইচ্ছে থাকলেও তাদের কথাবার্ত্তায় মন দেওয়া ঘোট্‌লো না, কারণ পরিচিতটির সঙ্গে অনেকদিন পরে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ।

নানাকথার মধ্যে বন্ধুটি বিশেষ কোরে যা বোল্‌লেন তার ভাবার্থ এইভাবে বলা যেতে পারে।—নিজে বিয়ে কোরবেন না, এই ছিলো মন। কিন্তু বাড়ীতে এবং বিশেষ কোরে মা নিতান্তই জোর কোর্‌চেন। তিনি বলেন, পালিয়ে যুদ্ধে গিয়ে আমার বুক ভেঙে দিয়েছিলি, প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেচিস সেই ভাগ্য, তার ওপোর আর এ দুক্‌খু দিস নি। কাজেই, বিয়ে কোরতে মনস্থ কোরেচেন, কিন্তু আমার মতামত না শোনা পর্য্যন্ত শেষ-কথা দিতে পারা যাচ্চে না।

আমাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হবার পর মেয়ে দুটির হাসির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, কথার মধ্যেও তা আমার দৃষ্টি এ্যাড়ায় নি। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মুখে, আমার এই বন্ধুটির বিয়ের ইচ্ছের ওপোর তীব্র মন্তব্যের এ্যাকটা উপহাস শুনে সর্ব্বাঙ্গে আমার অগ্নিদাহ সুরু হোলো।

বন্ধুটি যুদ্ধে তাঁর নাসিকাগ্রভাগটি খুইয়ে এসেচেন। কাজেই কথা বলায় তাঁকে শব্দের কিছু অসুবিধা ভোগ কোরতে হোতো। —এই ছিলো মেয়ে দুটির আলোচনার বস্তু। দুক্‌খে রাগে আমার সর্ব্বশরীর থর্‌থর্ কোরে কাঁপতে লাগ্‌লো।

বন্ধুটি আমার মতামত জিগ্যেস্ কোরে বোল্‌লেন, তা-হোলে, এ-বিষয়ে তুমি কি বলো ?

এই কথা কটি উচ্চারণ কোরতে যেটুকু শব্দের বিকৃতি ঘোট্‌লো, মেয়ে দুটি তাইতেই উচ্ছসিত হোয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে হেসে ফেল্‌লে।

চোখ মুখ দিয়ে আমার তখন আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্চে। বিদ্যুতের তেজে বোল্‌লুম, shut up.

মেয়ে দুটি তৎক্ষণাৎ চুপ হোয়ে গ্যালো।

বন্ধুটি পথের দিক থেকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বিস্মিতভাবে আমাকে প্রশ্ন কোরলেন, তার মানে?

দেখ্‌লুম, মেয়ে দুটির এ-ব্যবহার তার অবগতির মধ্যে পৌঁছোয় নি। কাজেই নিজের ক্রোধ প্রকাশ কোরে, তার চোখের ওপোর সেই সব হীনতার প্রতিধ্বনীতে তাকে পীড়িত করবার কথা মনে ভেবে কুণ্ঠিত হোলুম। অল্প একটু চুপ কোরে থেকে নিজেকে অনেকটা সাম্‌লে নিলুম।

তারপর আস্তে আস্তে বোল্‌তে লাগ্‌লুম, বিয়ে কোরবে ওই তোমার আধুনিক মেয়েদের তো। ওকথা কথা মনে কোরলেও আমার মাথার ভেতোর ক্যামোন য্যানো সব গোলমাল হোয়ে যায়, সত্যি বোল্‌চি। ওদের শস্তামনের কথা তুমি কিছুই জানোনা ভাই। গাড়ী থামার ঝোঁকে সাম্‌লাতে না পারে যদি কারুর মাথা ঠুকে যায়, তাহোলে লক্ষ্য কোরে দেখো মেয়ে-যাত্রীরা মুখ টিপে হাসবার চেষ্টা কোর্‌বে। এটাকে ওরা কৌতুক মনে কোরবে। কখন তাদের সহানুভূতি পাবে জানো? যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে, গাড়ী চাপা পোড়ে মাথাটা রক্তাক্ত হোয়ে গেচে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, নিজেদের গায়ে একটু-

খানি ছড়্ লাগ্লে, সারাদিন সেটা নিয়ে আহা-উহুর আর শেষ থাকে না।

—যে মেয়েদের মন থেকে সহজ-সহানুভূতির আন্তরিকতা, প্রাণস্পর্শী আবেদন দূর হোয়ে যায়, থাকে শুধু শস্তা দরের মোটা দরদ, কিম্বা মৌখিক ভব্যতার, সরী, থ্যাঙ্কস্—তাদের জন্মের আদ্দেক সার্থকতা এই পথেই নিঃশেষ হয়। সেই সঙ্গে পুরুষদের তারা অনেকটা ক্ষয় কোরে ফ্যালে, পঙ্গু কোরে ফ্যালে, সে দেশ হয় নিতান্ত হতভাগ্য।

বন্ধু বোল্লেন, কিন্তু ভালো মেয়েও আছে।

এবারকার বিকৃতস্বরে মেয়ে-দুটির আর কোনো ভাবান্তর লক্ষিত হোলো না। তারা পাথরের মূর্ত্তির মতো চুপ কোরে পথের দিকে চেয়ে রোইলো। সেই যে আমার এ্যাকটা তাড়না শুনে ওরা চুপ কোরেছিলো, এপর্য্যন্ত আর নিজেদের মধ্যেও কোনো কথাবার্ত্তা হয় নি। এবং ওদের ভাব দেখে মনে হোলো, আমার কথাগুলো ওদের রীতিমত ঘা দিয়েচে। এতে আমি আন্তরিক খুসী এবং উচ্ছসিত হোয়ে উঠ্লুম।

বন্ধুটির কথার উত্তরে তাই বোললুম, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু চোখে পড়ে না, এই যা। খুঁজে যাদের পাবে, তারা তোমার চোখের জল ঝরাবে: ভেবে দ্যাখো, তুমি-যে দেশের জন্যে যুদ্ধে গিয়ে নাকের আগাটি হারিয়ে এসেচো, তাতে কোন্ মেয়েটার কি? যা গেচে, তোমারই গেচে। তার দুক্খ তোমার মাকে বেজেচে। তুমি যুদ্ধের সেনা, যখন বর সেজে যাবে, মেয়েরা ঠাট্টা কোরতে ছাড়বেনা, কোনেবৌ মুখ ফিরিয়ে

নেবে। তুমি যুদ্ধে আত্মদান কোরতে গিয়েছিলে কিনা, এ তাদের জানবার দরকার নেই, বর তুমি, তোমায় চায়-ও তাই সুন্দর দেখ্‌তে। বুঝ্‌লে, ওরা দেবীর জাত,—মানুষের এসব অসামঞ্জস্য ওদের সহ্য হবে ক্যানো।

বন্ধুটি আমার এ্যাকখানা হাত চেপে ধোরে দুঃখীত ভাবে বোললেন, ঐ জন্যেই তো ভাই, বিয়ে কোরবো না স্থির কোরেছিলুম।

কথাটা য্যানো আমার বুকে গিয়ে বিঁধে গ্যালো। মর্ম্মাহত হোয়ে চুপ কোরে রোইলুম। দেখ্‌লুম, মেয়ে-দুটির মুখ পাথরের মতো কালো হোয়ে গেচে। মেয়ে-দুটিকে শিক্ষা দেবো, এই উত্তেজনায়, যে-কথাটা কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবার নয়, সেইটেই হঠাৎ তীরের মতন বেরিয়ে পোড়লো। তার বেদনা আমার বুকের ভেতোরে হুহু কোরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

অপর ঘটনাটি একটি বিয়ে বাড়ীর। বিয়ে আমারই এ্যাক আত্মীয়ের। রাত তখন প্রায় বারোটা। এ্যাকটানা পরিশ্রমের পর তখন সবেমাত্র এ্যাকগেলাশ দৈ সংগ্রহ কোরে নিয়ে দালানের এক কোণে দাঁড়িয়েচি। ফর্‌মাজ হোলো, আমার কলেজে পড়া আত্মীয়াটির সখিগুলিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌বার। কোনো প্রতিবাদ না কোরে গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বাইরে গাড়ীর কাছে উপস্থিত হোলুম। জান্‌তুম, ওসব কথায় মাথা ঘামানো নিরর্থক। কারণ, কাজের বাড়ীতে যারা খাটে, তাদের এঁটো পাত পরিষ্কার করা থেকে জলগ্রহণ না-করা পর্য্যন্ত সবই কোরতে হয়। ওদের ঠিকানাগুলো

হাতে পেয়ে দেখ্‌লুম, শ্যামবাজার থেকে সুরু কোরে কালীঘাট পর্য্যন্ত লম্বা পাড়ি।

শর্ম্মিষ্ঠা বিদায় দিতে ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের রাস্তা অব্‌ধি এলো। সব মেয়েগুলি গাড়ীতে উঠ্‌লো, কেবোল এ্যাক-জন শর্ম্মিষ্ঠাকে ধোরে টানাটানি। প্রথমটায় আমি ওদিকে মন দিই নি। কিন্তু ওদের কথাবার্ত্তাগুলো ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌লো।

মেয়েটি বোল্‌লে, ওরা তো সব কোল্‌কাতার মধ্যেই নেবে যাবে, আমাকে কালীঘাট পর্য্যন্ত এ্যাতোরাতে এ্যাক্‌লা যেতে হবে, তুই সঙ্গে চল।

শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে দেখিয়ে বোল্‌লে, এ্যাক্‌লা কিরে, দাদা যাচ্চেন তো।

মেয়েটি বোল্‌লে, তা হোক, তুই-ও চল।

ভয়ঙ্কর রাগ হোলে দেখেচি, আমার হাত পা থর্‌থর্ কোরে কাঁপ্‌তে থাকে। মুখ দিয়ে কিছু বেরোয় না। দৈ তখনো খাওয়া শেষ হয়নি, আদ্দেকটা বাকি ছিলো। খালি গেলাশ ছুঁড়ে ফ্যালার মতন কোরে, সেটা ধীরে ধীরে নিক্ষেপ কোরলুম। আমার রাগটা ওরা কেউ ধোরতে পারলে না।

তারপর মেয়েটির পানে ফিরে, যথাসাধ্য চেষ্টায় গলা কেঁপে-যাওয়া রোধ কোরে বোল্‌লুম, আপনি তো নিতান্ত স্বার্থপর দেখ্‌চি! নিজে আমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে শর্মিকে ঠেলে দিচ্চেন। আপনার মতন ওর-ও ভয় থাক্‌তে পারে তো। বিশেষ কোরে যখন এ্যাতোটা রাস্তা; এই

গভীর রাতে আমারই সঙ্গে ওকে ফিরে আস্‌তে হবে। শমিকে যদি এ্যাকান্তই আপনি সঙ্গে নিতে চান, তাহোলে বরঞ্চ এ্যাক কাজ কোরি, ওর মাকে-ও ডেকে আনি, কি বলেন? তিনিও সঙ্গে চোলুন, নইলে শমির যাওয়া সম্ভব কি! কিন্তু কথা হোচ্চে, শমির মা চোলুন, আর মাসিই চোলুন, তাতেও সুবিধে হবে কি! আমরা বাঘ ভাল্লুকের জাত কিনা! আপনাকে এ্যাকলা অসহায় পেলে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে দিতে পারি, খেয়ে ফেল্‌তেও পারি, ক্যামোন? শমির মা-মাসিরই বা এদিক থেকে ভরষা কি! কারণ বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব এ নয় যে, মানুষ বেছে বেছে খাবে।

—আশ্চর্য্য আমি বোস্‌বো সোফারের পাশে, কারণ পেছোনে জায়গা নেই, আর আপনি থাক্‌বেন পেছোনে, তবু-ও যাবার সাহস হোচ্চে না। আর যদি কোনো বর্ষীয়সী মহিলা এই সঙ্গে থাকতেন। তাহোলে আমার গায়ে গা ঘেঁসিয়ে বোসে যেতে বোধ হয় আপত্তি ছিলো না।—ছেলেমেয়েদের মিশ্র-অভিনয়ে আপনি এ্যাকাধিকবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হোয়েচেন। আমি দেখেচি, তখন ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশাতে-ও বিন্দুমাত্র বাধা বোধ হয় নি। এ্যামোন কি উইংসের আড়ালে অন্যের অধর-ওষ্ঠের সংযোগে পর্য্যন্ত, ক্যামোন? একথা সত্যি কি না! আপনি স্পষ্টোই বুঝেচেন যে, যতোকিছু করবার, পাঁচজনের চোখের ওপোরেই হওয়া ভালো। কারণ, আড়ালে কিছু চেষ্টা কোর্‌তে গেলে সাম্‌লাতে পারবেন না। তাই কোনো বর্ষীয়সীকে কিম্বা কোনো

অনুষ্ঠানকে সুমুখে রেখে আপনি যে-সব কাজ সহজেই সম্পাদন কোরতে পারেন, অলক্ষ্যে গেলে তাতেই আপনার বুক কাঁপে। আপনি ভালো কোরেই জানেন যে আড়ালে গিয়ে পোড়লে প্রতিরোধ করবার তেজ আপনার থেকে লোপ পায়। অথচ এ-ক্ষেত্রে অপরকে বিশ্বাস করবার মতো ভদ্রতাও আপনাতে নেই।

—শর্মিষ্ঠা, পারো তো আর কারুর সঙ্গে ওঁকে পাঠিও। নোইলে রাতটা এই খানেই কোথাও কাটাবার বন্দোবস্তো কোরে দাও, উনি আজকে বড়ো ভয় পেয়েছেন দেখ্‌চি। আমি এঁদের নিয়ে চোল্‌লুম।

সৌজন্যের কথা আমি তখন বিস্মৃত হোয়েছিলুম। কারণ, মেয়েদের এ-আচরণ নিদারুণ হোয়ে আমার বুকে বিঁধ্‌তো। মানুষের জীবনে এ্যাকটা স্তর থাকেই যখন মেয়েরাই তাদের এ্যাকমাত্র নির্ভরস্থল, এই বিশ্বাসেই আমি পীড়া পেয়েছি। এই ভেবে যে, সেই এ্যাকান্ত নিশ্চয়-নির্ভরতার প্রত্যুত্তরে কী নিদারুণ ঠকামোই যে আসে, তা দু-পক্ষের কেউই অধিকাংশ সময়ে জান্‌তে পারেনা। এই কারণেই, পরস্পরের মধ্যে সত্যিকার পরিচয় ঘটে না, মিলন ঘটে না। তাই তাদের উভয়ের কাছাকাছি থাকার দিনগুলি কলুষিত হোয়ে ওঠে, তাদেরই অজ্ঞাত বৈষয়িকতায়, অগভীর মনোবৃত্তিতে। তাই যখন তারা এ্যাকবার বিচ্ছিন্ন হয়, আর তাদের মিলনের উপায় থাকে না।

মতামত প্রকাশে, চোখের ওপোর দেখ্‌লুম, তারা লজ্জা

পেয়েচে, বিস্মিত হোয়েচে, ভয় পেয়েচে। এতে আমার সাহস বাড়লো, খুসী হোলুম। কিন্তু চৈতন্যও য্যানো সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলুম। মনে হোলো, এ-ব্যবহারে মেয়েদের শুধু আঘাতই দেওয়া হবে, সংস্কার হবে না। এবং ইপ্সিত-যে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়, তাও ঘোট্‌বে না।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহটা তখন কোমে গেচে। নিরপেক্ষভাবে আলাপ করা আমাদের সমাজে এ্যাখনো সহজ হয়নি, এ কথায় রাগ হোতো। এর থেকে মেয়েরা এবং তাদের অভিভাবকরাও বাদ পোড়্‌তো না। কারণ, তাদের ধারণা পুরুষের সঙ্গে কথালাপ কোরলেই মেয়েদের চরিত্র থাকে না। অথচ যে-সব মেয়ের নিদর্শন চোখের ওপোর দেখ্‌লুম তাতে আর কারুর কাছে এগিয়ে যাবার ইচ্ছে রোইলো না।

কিন্তু ক্রমেই বুঝ্‌লুম্‌ মেয়েদের সঙ্গে এ্যাকটা সংযোগ থাকাই চাই। নোইলে অভাব মেটে না, সর্ব্বান্তকরণ হাঁহাঁ কোরতে থাকে। অনেক ভেবে চিন্তে স্থির কোরলুম, যে-মেয়ের সঙ্গে আলাপ কোর্‌বো তাকে চোখে ছাখবার আবশ্যক নেই। আমি চাই মনের এ্যাকটা সংযোগ ; সেটা ভালোভাবেই চোল্‌বে পত্রচলাচলের ভেতোর দিয়ে। ভেবে দেখ্‌লুম, এ প্রণালীর সখ্যের মধ্যে যতো ক্রটিই থাক, তাতে আঘাত কোরবে না। কারণ যে মানুষটা চোখের স্বমুখে মুখ ভ্যাঙচায় তাকে খুব ভালো লাগে না। যে হেতু, তার মুখভঙ্গি তখন সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই মুখ-ভঙ্গীটুকু যদি লিপিবদ্ধ কোরতে পারা যায়, তখন তার মধ্যে এ্যাকটা রসসৃষ্টি হয়, যথার্থ রূপকারের পরিচয় তখনই মেলে। এই ছিলো আমার পত্র-সখি সম্পর্কের দর্শন।

এ আবিষ্কারে নিজেই অত্যন্ত খুসী হোয়ে উঠ্‌লুম। এই মনে কোরে যে, এ্যাকটা অভাব মেটাতে পারলুম, যা সবাইকার সর্ব্বকালের। দু-একটি বন্ধুকে একথা জানালুম। তারা কবিত্বের দিকটা দেখে আশ্চর্য্য হোলো। উপদেশ দিলে আমাকে কবিতা পোড়তে এবং লেখ্‌বার চেষ্টা কোরতে। কোনো মেয়ের সঙ্গে যে এদিক থেকে মনের বিনিময় হোতে পারে, একথা ওরা বিশ্বাস কোরতে পারলে না। বিস্ময়ের সুরে ওরা বারবার এই কথাই বোল্‌তে লাগলো যে, এ আবার কিরকম প্রেম, যে পরস্পরের মধ্যে কখনো সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হবে না!

এসব কথা ওদের বুঝ্‌তে পারবার নয়। কারণ, প্রেম বোল্‌তে মোটা এ্যাকটা আসন ওদের ভেতোরে থাকে স্থূলের, এই খানেই আমার সঙ্গে অমিল হোলো। এই খানেই আমি নিজেকে খুঁজে পেলুম। তার খুসী-ও আমাকে লাগ্‌লো। আমি সঠিক ভাবে জান্‌তে চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লুম, এ-রকম সখ্যসূত্রে সম্মত হবার মতো মেয়ে আমাদের দেশে আছে কিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, আছেই। কারণ, বন্ধুভাবে পত্র-চলাচলের মধ্যে বাধা থাকবার ফাঁক কোথাও ছিলো না।

কিন্তু বন্ধু বোল্‌লে, আমি স্বীকার কোরি ত্যামোন মেয়ে আছেই, এবং অনেক, এ্যামোন কি সবাই। কিন্তু এ্যাকটা দিক তুমি ভাবোনি। বরঞ্চ পরস্পরের মুখোমুখি মিলনে কেউ বাধা দেবে না। কারণ, এ্যাকদিকে অভিভাবকের থাকে স্বার্থ, যাতে কন্যাটিকে মিলিয়ে দিতে পারে, এই চেষ্টা।

অপর দিকে থাকে এই সান্ত্বনা যে, মেয়ের যদি তাকে ভালো না লাগে তাহোলে সোরে আসাটা সহজ। অর্থাৎ এই যাচাই করবার, নির্ব্বাচন করবার সুযোগ সুবিধা, ঐ মুখোমুখি আনা-গোনাতেই সম্ভব। কিন্তু তোমার পত্রলেখায় গোলোযোগ এই খানেই যে, তাতে তোমার রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থবল প্রভৃতি কিছুরই পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ কোনো কুমারী মেয়ে যে তার মন এ্যামোন অজ্ঞাত ব্যক্তির দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, এ্যামোন তো মনে হয় না। কারণ তাকেও এ্যাকদিন স্বামীগৃহে যেতে হবে। যার পক্ষে এ আলাপ গভীর অন্তরায়।

একথায় দুক্‌খু পেলুম।

বোল্‌লুম, স্ত্রীর যদি কোনো পুরুষ বন্ধু থাকে, সেটুকুও স্বীকার করবার মতো উদারতা কি স্বামীর থাক্‌বে না, বলো।

তাতেও বন্ধু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বোল্‌লে, চেষ্টা কোরে ছাখো। কিন্তু এ-অনুদারতার কথা বিশ্বাস কোরতে তোমার প্রবৃত্তি হোচ্চে না এই কারণে যে, পুরুষের ওপোর তোমার স্বাভাবিক এ্যাক্‌টা শ্রদ্ধার ভাব আছে, মেয়েদের ওপোর বিশেষ কোরে সেইটেরই অভাব। এটা তোমার অন্যতম ভুল বিশ্বাস। পুরুষদের অতো বেশী কোরে শ্রদ্ধা করবারও নেই, মেয়েদের অতোখানি অশ্রদ্ধার-ও দরকার নেই। ভালো কোরে এ্যাক্‌-বার সন্ধান কোরে দেখো যে, যে-মেয়ের সঙ্গে আলাপ কোরতে গিয়ে দুক্‌খু পেয়েচো, তাতে তোমার নিজের সঙ্কীর্ণতার, অভাবের, ত্রুটির কতোখানি অংশ ছিলো।

এ-কথাটা আমার ভেতোরে গিয়ে পৌঁছোলো। যতোই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, দেখি কথাটা মিথ্যে নয়। আমরা যে অমোন হ্যাঙলার মতো চেয়ে থাকি তাতেই ওদের সন্ত্রস্থ কোরে তোলে। মানুষ চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লেই তখন তার এ্যাকটা অবলম্বনের আবশ্যক হয় এ-কথা গভীর ভাবে বুঝ্‌লুম। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আমাদের ভালোলাগা-ই যে, ওদের কেশবেশ বিন্যাসে উত্তেজিত করে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রোইলো না। এবং এই ভিক্ষুকের চাওয়াতেই ওদের মনে অহঙ্কারের এ্যাকটা ভাব জাগিয়েচে। নিজেদের ভালো লাগে বোলে ওরা ভূষণ পারে না। ওদের চেষ্টা, অপরের চোখ ধাঁধাবে কি কোরে। কাজেই বস্ত্র-অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ওদের নিজেদের রূপকে মধুরতর কোরে তোলে না। ওরা ভাবে চমক্ লাগানোর কথা। তাই যেটা ওদের সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে থাকে সে ভূষণ নয়, অহঙ্কার। এতে ওরা ত্রুটি খুঁজে পায় না। কারণ জন্মাগত অভ্যাস। অন্য সব সহজ ব্যাপারের মতো এটাও ওরা জানে যে, ঘরের বার হোলেই পুরুষের কাঙাল-দৃষ্টি পাতা আছে। কাজেই সাজ পোষাক একটু না-কোরলেই চলেনা। মুখে দৃপ্ততার এ্যাকটা ভাব আপনিই জাগে।* এ-পথে মেয়েদের পরিচালিত করবার পুরো হাত আমাদেরই, বুঝ্‌লুম। এবং তাদের এ-গ্লানি থেকে মুক্তি দেবো, এই কোরলুম প্রতিজ্ঞা! অর্থাৎ মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করা আমার জীবন অধ্যায় থেকে উঠে গ্যালো বোল্‌লেই হয়। কিন্তু যেখানে দৃষ্টিকে সবেগে আকর্ষণ কোরে

নিয়ে যেতো, এ্যামোন ধারা কোনো জম্‌কালোর উত্তর বার হোতো উচ্চরবের হাস্যে, তার বহু কষ্টের গুছোনো সজ্জাকে লাঞ্ছিত কোরে। এর ফলাফলের ওপোর আমার বিশ্বাস ছিলো। এই জানতুম যে, কোনো বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ কোরে উপহাস এলে তার ফল তীব্রতর হয় সেই অনুষ্ঠাতার পরে। কাজেই যে মুহূর্ত্তে এম্‌নি কোনো অগভীর মেয়েকে দেখে সহাস্যে প্রতিবাদ কোরেচি, তৎক্ষণাৎ তার ফল-ও হাতে হাতে পেয়েচি—সে মেয়ে বিস্ময়ে ফিরে চেয়েচে। এইখানেই তার পরাজয়, তার দর্প লাঞ্ছিত এবং আমি আনন্দিত এই মনে কোরে যে, অন্তত এ্যাক্‌জন মেয়েও জানুক, সব পুরুষ সমান নয়। তার সুমুখে, তারই রূপের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে পারে নিঃশঙ্কোচে নিশ্চিন্তে, এ্যামোন ছেলেও আছে। এতে অপর পক্ষের কতটুকু উপকার অপকার হেয়েচে তা কোনো দিন জান্‌তে পাই নি, কারণ তারা অপরিচিতা পথিকার দল। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-টুকু লক্ষ্য কোরেচি যে, তাদের মুখ লজ্জায় বিবর্ণ হোয়ে গেচে বারংবার। কিন্তু প্রচুর লাভ হোলো আমার। কারণ, মেয়েদের যে আবশ্যক হোলে আমিও উপেক্ষা কোরতে পারি, এতে অননুভূত এ্যাক্‌টা বল বোধ কোরলুম। তাই মনে হোলো, এইবার মেয়েদের যথার্থ ভালোবাস্‌তে পার্‌বো।

বন্ধুর কথাই সত্যি হোলো। পাত্রসখিরূপে কোনো কুমারী মেয়েকে পেলুম না। কাজেই তার ঊর্দ্ধস্তরের পানে অগ্রসর হোতে হোলো। অর্থাৎ কোনো রুচি-সম্পন্না

বিবাহিতা মেয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হোলুম। হঠাৎ সেরকম এ্যাকটা সুবিধেও হোলো।

দাদার এ্যাক্ বন্ধু বিয়ে কোরবো-না কোরবো-না কোরে শেষে হঠাৎ এ্যাক্‌দিন চুপিচুপি ওকাজ শেষ কোরলেন। এঁর বাড়ী আসাম অঞ্চলে। তাই সে বিবাহে যোগদান করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কন্যাটি ভালোই, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-টি পাশও কোরেছেন, শুন্‌লুম। এই সম্পর্কটা হস্তগত করবার বাসনা হোলো। ভদ্রলোক বিবাহের সংবাদটা আমাকে দিতে ভুলেছিলেন, এর লজ্জা, আমি অবসর পেলেই দিতুম। তিনিও অস্বীকার কোরতেন না। বোল্‌তেন, ভবিষ্যতে পুরিয়ে দেবো।

কথাটা এ্যাক্‌দিন তাঁকে সাহস কোরে বোলে ফেল্‌লুম। উনি প্রথমটায় আশ্চর্য্য হোলেন, কিন্তু পরক্ষণেই খুসী হোয়ে বোল্‌লেন, সেই ভালো, তা হোলে তোমার এ্যাক্‌টা ঋণ পরিশোধ করা হয়।

আমি আনন্দিত হোলুম্।

তিনি নানাভাবে প্রশ্ন কোর্‌তে লাগ্‌লেন যে, মৌখিক আলাপ করবার আগ্রহ আমার আছে কিনা! এবং যদি থাকে, তিনি সুবিধে কোরে দিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী কোনো কার্য্যোপলক্ষে তখন কোলকাতায় অবস্থান কোর্‌চেন।

এ প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান কোরলুম্।

তাতে উনি আমার প্রতি কিছু আকৃষ্ট হোয়ে পোড়্‌লেন। এবং এ-বিষয়ের সমস্ত মতামত ও চিন্তাধারা সাগ্রহে শুনে

নিলেন। শেষে সম্মত হোলেন, পত্র-পরিচয় ঘটিয়ে দিতে। এইসব কথাবার্ত্তা কোইতে কোইতে আমরা এলুম, দাদার আর-একটি বন্ধুর বাসায়। সেদিন ছিলো রবিবার। কাজেই বাইরের ঘর পরিচিত-জনায় পূর্ণ।

আমার এই পত্র-সখির প্রস্তাবটা ভদ্রলোক সবাইকার সাম্‌নে নিজেই পাড়্‌লেন। অন্য আলোচনা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হোয়ে গ্যালো। আলোচনার চক্রে পোড়্‌লো, আমার সূক্ষ্ম ইচ্ছা। সবাই উৎফুল্ল হোলেন, অবশেষে। আমার কবিত্বের দিক্‌টা তাঁরা তারিফ্‌ কোর্‌লেন। আমি এইভেবে আশ্চর্য্য হোলুম যে, এর মধ্যে কবিত্বটা কোন্‌খানে! এটা যে পুরো-পুরি এ্যাক্‌টা অভাব, এ্যাক্‌টা আবশ্যক, এই কথাই ছিলো মনে।

ওঁদের মধ্যে এ্যাক্‌জন বোল্‌লেন, ইচ্ছাটা সংস্কৃত হোয়ে হোয়ে সূক্ষ্মতর হোলে, অনেকের কাছে সেটা তখন নিছক্ পাগ্‌লামী বোলে মনে হোতে পারে। তুমি যাদের কাছে তোমার এ-মনের পরিচয় দিয়েচো, সৌভাগ্য তোমার যে, তাঁরা তোমাকে ঠিক্‌ভাবে গ্রহণ কোরতে পেরেচেন। তাঁদের কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ-মতবাদের অধিক প্রচার যদি তোমারই মুখ দিয়ে হয়, স্থির জেনো, তোমার ভাগ্যে প্রহার আছে।

কথাগুলো ভালোই লাগ্‌লো।

ওসব কথা আর চোল্‌তে পেলো না কারণ, সকোলে আমার পক্ষ নিয়ে সেই বন্ধুটিকে নানা বাক্যজালে ব্যস্ত কোরে তুল্‌লেন। তাঁরা এ্যামোন সব প্রশ্ন জিগ্যেস্‌ কোর্‌তে লাগ্‌-

লেন যাতে আমারও আপত্তি ছিলো। কিন্তু বুঝ্লুম, এ-গুলো তাঁদের পরীক্ষা চোল্‌চে। কারণ, সম্ভবত কোনো দুর্ব্বলতার সন্ধান তাঁরা জান্‌তেন, যেটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। তাই আমার আপত্তি থাক্‌লেও নীরব হোতে হোলো।

দেখ্‌লুম, তিনি ক্রমশই ধরা পোড়্‌চেন। অর্থাৎ তাঁর ভেতোরকার দৈন্য প্রকাশ পেলো। ওঁদের তর্কচক্রের নিষ্পেষণে ভদ্রলোক শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার কোরলেন যে, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পত্র-পরিচয় ঘোটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু উভয়-পক্ষের প্রতিলিপিই প্রথমে তাঁর হস্তগত হওয়া চাই।

ওঁরা সবাই উচ্চাঙ্গের হাসি হাস্‌লেন। সভা ভাঙলো সজোরে আমাকে ঘা দিয়ে। পত্র তিনি দেখুন, তাতে আমার আপত্তি ছিলো না, কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণতায় আমাকে বিঁধ্‌লো। এ-দিকটাও আমার এম্‌নি ব্যথা পেয়ে বিফল হোলো।

এম্‌নি এ্যাক্‌টা পরিবর্ত্তনে নিশ্চুপ হোয়ে যখন ঢুক্‌খীত, চিন্তিত আছি তখন আর এ্যাক্‌ ব্যাপার ঘোট্‌লো। হঠাৎ কতক্‌গুলি মেয়ে দেখ্‌লুম, যাতে লজ্জা পেতে হোলো। এরা বয়েসে বড়ো, তেইশ পঁচিশের দল। গম্ভীর ধীর, অসন-বসনের দিকে প্রকাশ্যে তারা কোনো খেয়াল রাখে না।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এদের সঙ্গে আলাপ হোলো, অমিয়াদি কয়েকদিনের জন্যে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে আসাতে। দিদির প্রত্যাবর্ত্তনে, ওরা দিদির বাড়ীতেই আসর জোমিয়ে তুল্‌লে। এই-সূত্রেই ওদের সঙ্গে আলাপ।

উপর্য্যুপরি তিনচার দিনই লক্ষ্য কোরে কোরে দেখ্‌লুম, পুরোনো সালের সেই এ্যাকই ঈ-আই-রেলের টাইম্‌টেব্‌ল্‌, সেই পুরোনো ভারতবর্ষ, বার্ণাড্‌ শ'র সেই ম্যান্‌-এ্যাণ্ড-সুপারম্যান্‌, এবং রাজহাঁস আঁকা সেই এ্যাক্‌ই এক্‌সারসাইজ্‌বুক খানা,—হাতে কোরে ওরা দিনে দু-তিনবার আস্‌বে আর যাবে।

কথাটা দিদিকে এ্যাক্‌দিন চুপিচুপি জিগ্যেস্‌ কোর্‌লুম।

সন্ত্রস্থভাবে দিদি বোল্‌লেন, চুপচুপ্‌, একথা শুন্‌লে ওরা আঘাত পাবে হয়তো।

আমি কিন্তু সহজে ছাড়্‌লুম না। জিগ্যেস্‌ কোরলুম, আচ্ছা দিদি, ওরা কি সকোলেই বিধবা?

দিদি মুস্কিলে পোড়ে বোল্‌লেন, নারে, ওদের কারুরই বিয়ে হয় নি!

ফের জিগ্যেস্ কোরলুম, তবে মাথায় কাপোড় ক্যানো ?

ভীতভাবে দিদি বোল্‌লেন, কি জানি ভাই, বুঝি না ওদের, তুই কিন্তু লক্ষ্মীটি, ও সব কথা য্যানো ফস্ কোরে বোলে ফেলিস্ নি। আমি তাহোলে মহা-অপ্রস্তুতে পোড়ে যাবো।

ওঁদের মধ্যে এ্যাক্‌জনের নাম, কবিতা। ইনিই দেখ্‌লুম, সবচেয়ে স্মার্ট। টেবিলে চা এসে গ্যালো তবু হুঁস নেই, ম্যান্-এ্যাণ্ড-সুপারম্যান্ খুলে তন্ময় হোয়ে পোড়্‌চেন। চা ঠাণ্ডা হোয়ে যায় দেখে, এ্যাক্‌জন বইখানা ফস্ কোরে টেনে নিলেন।

কবিতা বিরক্তির সুরে বোল্‌লেন, ছিঃ। সাধে কি পৃথিবীর লোকে তোমাদের—

ছবি বোল্‌লেন, ও সব লোকের কথা ছেড়ে দাও। বরঞ্চ মেয়েদের গয়না পরার বিষয়ে আমি কি বোলি তাই শোনো।

কবিতা বোল্‌লেন, থাম্ থাম্। যতো পুরোনো পচা কথা বোল্‌বি তো! বোল্‌বি, তার চেয়ে সোনার তাল গলায় ঝুলিয়ে রাখুক। এ-কথা আজ পর্য্যন্ত তুই অন্তত দুশো-বার বোলেচিস।

ছবি তার উত্তর দিলেন, আর তুই তো—

হঠাৎ আমার দিকে নজোর পোড়্‌তে, বাকী কথাগুলো আর উচ্চারিত হোলো না। আমি দিদির পাশে এ্যাক্ কোণে চুপ্‌চাপ্ বোসেছিলুম।

তারপর যাবার সময়ে, যে যার টাইম্‌টেব্‌ল্, বইখাতা প্রভৃতি হাতে নিয়ে, সেই হাত-খানা বাঁ দিকের বুকের কাছে চেপে ধোরে, মাথায় ঈষৎ ঘোম্‌টা টেনে বিদায় নিলেন। তারপর দিদি আর আমি, সে কতো হাস্‌বো!

এদের সঙ্গে মেশ্‌বার একান্ত এ্যাক্‌টা ঝোঁক্‌ প্রথম্‌টায় হোয়েছিলো। কিন্তু ক্রমশই ক্যামোনধারা ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। দিদি থাক্‌তে তবু ওদের সঙ্গে মেলামেশা ছিলো, কিন্তু দিদি লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার পর, আমার ও-দিকটা সম্পূর্ণই বন্ধ হোয়ে গ্যালো। তবুও কয়েকদিন পর্য্যন্ত ওদের কথা খুবই স্পষ্টো হোয়ে মনে রোইলো।

এম্‌নি সময়ে এ্যাক্‌দিন পথে দেখি, ওরা সেই ক-জনেই দল বেঁধে আস্‌চে। কাছাকাছি হোতে লক্ষ্য কোরলুম, ওদের প্রত্যেকের হাতে সেই অপরূপ প্রতীক, এবং মাথায় ঈষৎ ঘোম্‌টা। সুম্‌খোসুম্‌খি পোড়ে গিয়ে পাশ-কাটানো সম্ভব নয়, তাই নমস্কার জানাতে হোলো। ভেবেছিলুম, এইতেই শেষ হবে, কিন্তু অন্যরকম ঘোট্‌লো। অর্থাৎ ওরা দাঁড়িয়ে পোড়ে প্রতীক-শুদ্ধ হাত ক-খানি তুলে প্রতি-নমস্কার জানালে।

কবিতা বোল্‌লেন, আজ আমাদের আলোচনী সভার দিন। আপনাকে বিশেষ অভ্যাগত হোতে অনুরোধ কোর্‌চি। না গেলে বুঝ্‌বো আমাদের ওপোর আপনার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

এর পর বিশেষ আর কিছু বল্‌বার ছিলো না। কিন্তু যেটুকু বল্‌বার চেষ্টা কোরলুম, তা ওরা শুন্‌তে চাইলে না। এম্‌নি ঝড়ের বেগে আপত্তি তুলে, ঠিকানা জানিয়ে, নমস্কার কোরে, চোল্‌তে সুরু কোরে দিলে।

সন্ধ্যার সময়ে ঠিকানা খুঁজে উপস্থিত হওয়া গ্যালো। ওরা রীতিমত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কোর্‌লে। যথাসময়ে রীতিমত চা

পানের পর লেখাপাঠ ও বক্তৃতা সুরু হোলো। সকোলকার রচনা-পাঠ ও বক্তৃতার মধ্যেই দেখ্‌লুম, অল্‌ ওভার এ উয়োম্যান্‌, এই কথার অন্যপ্রকার অর্থে ওরা অনুপ্রাণিত হোয়ে গেচে।

কিন্তু সেটুকু সংশোধন করবার জন্যে সেই বোল্‌লুম, স্ত্রীই সকল অনর্থের মূল, ও-কথাটায় তাই বোঝায়—মেয়েদের না হোলে জগৎ অচল হোতো, এ-কথার গর্ব্ব ওইতে লাগিয়ে নিয়ে ভোগ করাটা সঙ্গত হবে কি!

তৎক্ষণাৎ ওরা গ্যালো ক্ষেপে। কিন্তু ওদের সে ক্ষ্যাপামি থামাতে গিয়ে যখন বোল্‌লুম, স্ত্রী বাদ দিলে জগৎ অচল হোতো যে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাক্‌বার নয়, কিন্তু পুরুষকে বাদ দিলেই কি জগৎ বিন্দুমাত্র সচল থাক্‌তো? এ-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তখন ওরা চুপ কোরলো বটে, কিন্তু আমাকে মনে মনে ক্ষমা কোরতে পারলে না।

ওরা ধীরভাবে বুঝে দেখ্‌তে চাইলে না যে, ও-কথা নিয়ে তর্ক করা চলে না। পরাজিত হোলো যে, শুধু এই কথাই মনে রাখ্‌লে। এবং এই আক্রোশে অন্ধ হোয়ে সমগ্র পুরুষকে যতো গালাগাল দিলে, মেয়েদের-ও তার চেয়ে কম নয়। এই-দিক থেকে যে, মেয়েরা ভালোমানুষী কোরে দিনেদিনে নিজেদের ওপোরে অত্যাচার বেড়ে চোল্‌তে দিচ্চে।

এ-সবের উত্তরে আমি শুধু এইমাত্র বোল্‌লুম যে, আমাকে আপনারা নিমন্ত্রণ কোরে এনেচেন, যদি রূঢ় কিছু বোলে থাকি মার্জ্জনা কোর্‌বেন। আপনারা যে অকারণে ক্রোধ প্রকাশ কোর্‌চেন, তাতে আমাকে জ্বালানোর চেয়ে নিজেরাই শতগুণে

জ্বলে উঠেচেন। ক্রোধটা মানুষের মধ্যে থাকেই। আবশ্যক হোলে তাকে ব্যবহারও কোর্‌তে হয়। কিন্তু নিজেকে খেলো না কোরে।

এর পর ওরা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে হঠাৎ চুপ হোয়ে গ্যালো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই দেখ্‌লুম যে, ওরা আমাকে ক্ষমা কোরতে পারে নি। ওদের ভাবে বুঝ্‌লুম যে, আমার মতে ওদের মত মিল্‌তো হয়তো, কিন্তু হারিয়ে দেবার দরকারটা ছিলো কি ?—এম্‌নিধারাঁভাব। কিন্তু এরও পরে ওরা নানা রকম কঠিন টিপ্পুনির ভেতোর দিয়ে নিতান্ত নিরপেক্ষভাবে কিছু বল্‌বার জন্যে আমাকে অনুরোধ কোর্‌লে।

আমার ইতঃস্তত দেখে ওরা ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌লো।

বোল্‌লে, আপনি নিঃসঙ্কোচে বোলে যান। তাতে আমরা খুসী হবো।

কঠিনসত্য কতোখানি প্রীতিকর হোয়ে থাকে তা আমার অজানা ছিলো না। সেই আশঙ্কায় তখনো মনে মনে এ্যাক্‌টা কিন্তু-ভাব রোয়ে গ্যালো। এবং বোল্‌বো-না বোল্‌বো-না কোরে, শেষ পর্য্যন্ত ওদের উৎসাহে ও আশ্বাসে আরম্ভ কোরতেই হোলো।

বোল্‌লুম, একথা শুধু ভাবা বা আলোচনা করায় বিন্দুমাত্র ফল নেই যে, পৃথিবীর মঙ্গল হোক। কারণ সমগ্র মঙ্গলকে পেতে হোলে, নিজেরাই মঙ্গলময় হোয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে সে বাসনাকে সঞ্চারমান কোরে তুল্‌তে হবে। এ-বিষয়ে আমাদের মতেদ্বৈধ হবে না, আশা কোরি। কিন্তু এখানে দেখি, সে

প্রগতি নেই। আলোচনা কোরে যদি নিজের চিন্তার উপাদান না পাওয়া গ্যালো, যদি নিজের ভাবধারা দৃঢ় কিম্বা পরিবর্ত্তিত না হোলো, তাহোলে আলোচনায় লাভ !

—আপনারা সকলেই ক্ষমতাপন্না। আমার চেয়ে যে অনেক বিষয়েই বড়ো, সে কথা অস্বীকার কোরতে পারবো না। কিন্তু অনুগ্রহ কোরে একটিমাত্র কথা আমাকে বুঝিয়ে দিন, আপনারা যে এই পুরোনো ভারতবর্ষ, রেলের টাইম্‌টেব্‌ল্‌ প্রভৃতি দিনের পর দিন হাতে কোরে নিয়ে ঘুরে ব্যাড়াচ্চেন, ক্যানো ? ঐ-রকম এ্যাক্‌টা-কিছু হাতে না নিয়ে পথে বেরোলে কি সম্ভ্রমে ঘা লাগে !

—একথা নিশ্চয়ই জান্‌বেন, যে হাতে যে-কোনো বস্তুই নিয়ে ঘুরে ব্যাড়ান্‌, তাতে-কোরে পথের লোকের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র বেশী সম্ভ্রম পাবার আশা নেই। কারণ পথের লোকের ঘর-সংসার আছে, দুঃখ-দারিদ্র আছে। তা ছাড়া প্রতি মানুষই অল্পবিস্তর সেল্‌ফ্‌কন্‌সাস্‌। কি পুরুষ কি স্ত্রী, প্রত্যেকেই নিজের এই দুর্ব্বলতা নিয়ে, বিপদে পোড়ে পথ চোল্‌তে থাকে। কাজেই তাদের এই সব সাম্‌লে উঠে আপনাদের হাতের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব না-হয়ে ওঠাই স্বভাবিক।

ওদের মধ্যে যারা অকারণেই বইগুলোর পাতা ওল্‌টাচ্ছিলো, তারা এই সব কথা শুনে হাতগুলো গুটিয়ে নিলে। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে সকোলেই নতমুখী হোয়ে বোসে রোইলো। দেখ্‌লুম, ওঁরা আমাকে যে-আশ্বাস দিয়েছিলো যে, খুসী হবে,

কথাগুলো উচ্চারিত হবার পর, সেভাবের আর বিন্দুমাত্র-ও আভাষ কারুর মুখে মিল্‌লো না। বরঞ্চ কয়েকটা ভ্রুকুটি স্পষ্টো হোয়ে উঠ্‌লো।

তা সত্ত্বেও আবার সুরু কোঁরলুম, তারপর মনে কোরুন, আপনাদের এই ঈষৎ ঘোম্‌টা টানার কথা। এ-কথা যতোই মনে ভেবে দেখেছি, ততোই বিস্ময়বোধ না কোরে পারি নি। কারণ, বিশেষ কোরে জানি যে, আপনারা সকোলেই কুমারী। নিতান্ত সশ্রদ্ধভাবেই জিগ্যেস্‌ কোরচি, এ ক্যানো? কুমারী হোয়ে আপনারা বৈধব্যের বেশটাকে আমোল দিয়েচেন ক্যানো?

স্বল্প একটুখানি হাসি কবিতার ঠোঁটের এ্যাক্‌কোণে জ্বোলে উঠ্‌লো।

তৎক্ষণাৎ বোল্‌লেন, এ্যাক্‌-জাতের পুরুষ আছে, যাদের আমরা ঘৃণা কোরি। তাদের দৃষ্টিবাণ সহ্য করা আমাদের পক্ষে শক্ত হোয়ে পড়ে, তাই—

কথাটা এ্যামোনভাবে আমার দিকে লক্ষ্য কোরে বলা হোলো যে, অন্য সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌লো, কথাটা শেষ হোতে পেলো না। এবং ওরা হাসিটাকে টেনে টেনে নিজেদের পক্ষের মস্ত এ্যাক্‌টা জয়কে ভোগ কোর্‌তে লাগ্‌লো।

আমি অল্প এক্‌টুখানি চুপ কোরে থেকে তারপর বোল্‌তে লাগ্‌লুম, ঘোম্‌টা না দেওয়া-ও অনেক কুমারী মেয়েকে দেখেচি, এ্যাক্‌জাতের লোকেরা যে তাদের চেয়ে আপনাদের বেশী কোরে ছাখে, এ্যামোন তো মনে হয় না।

কবিতা বোল্‌লেন, তাদের মনের সেন্‌সিটিভ্‌নেস্‌ টুকু নষ্ট হোয়ে গেচে, তাথেকে, এই প্রমাণ হয়। আমাদের সেই-টুকই এ্যাখনোও বর্ত্তমান আছে। এই জন্যেই ওই পশুদৃষ্টিকে সহ্য কোরতে পারি না।

বোললুম, তাদের সে চেতনা কি সত্যিই লোপ পেয়েচে? না, তাদের জীবনে বিয়ে হওয়ার আশা তারা রাখে, যেটা আপনাদের যে-কারণেই হোক নষ্ট হোয়েচে। বেশী বয়েস পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকার লজ্জাটাই কি আপনাদের সবচেয়ে বড়ো-কোরে মনে হয় না? অন্যায় অস্বাভাবিক কতকগুলো দাবী মনে মনে পোষণ কোরে রেখে বিয়েটাকে যে, জোর করে পিছিয়ে রেখেচেন, তাইতেই না আপনাদের এই কিন্তু-বোধের অতিরিক্ততা। এইতেই আপনারা অন্যের দৃষ্টিকে আজ বিপরীত অর্থে গ্রহণ কোরতে-ও প্রবৃত্ত। কোথায় নিজেদের এনে ফেলেচেন, জগতের এ্যাক্‌টা-দিকের মায়ায়, এ-কথা ভেবে দেখ্‌বেন।

রাগের মাথায় কথাগুলো উচ্চারণ কোরে ফেলে নিতান্ত দুক্‌খু বোধ হোলো। দেখ্‌লুম, ওদের মুখ্‌গুলো ফ্যাকাশে হোয়ে গেচে। আমার সর্ব্বান্তকরণ ব্যেপে নিঃশব্দ এ্যাক্‌টা রব উঠ্‌লো, ছি-ছি ছি-ছি।

কয়েক্‌টা মুহূর্ত্ত নিস্পন্দভাবে কাট্‌লো।

তারপর বোল্‌লুম, আপনারা আমাকে মার্জ্জনা কোর্‌বেন। এ-আমার স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, এ-কথা বিশ্বাস কোরুন।

ওরা য্যামোন বসেছিলো, তেম্‌নিভাবে চুপ কোরে

রোইলো। ক্ষুদ্র একটি নমস্কারান্তে আমি নীরবে বেরিয়ে এলুম।

এর পরও নিমন্ত্রণ মিলেচে, চায়ের পেয়ালাকে উপলক্ষ কোরে। কিন্তু এ-সঙ্ঘ বেশী দিন চালাতে পারা আমার চোল্‌লো না। কারণ, অতি অল্পদিনের মধ্যেই চোখে পোড়্‌লো, তারা সরল নয়, গম্ভীর। গভীর চিন্তা তাদের ছিলোনা যে, তাদের গাম্ভীর্য্য স্থায়ি হবে। নিজেদের গম্ভীরতাকে ওরা কোন-ক্রমে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌তো। যেটা, বাইরের সামান্য ঘা খেয়ে খস্‌বার মতো হোলেই, ওরা সযত্ন-বিন্যাসে সুরুচির ঠেকো দিয়ে দাঁড় কোরিয়ে দিতো।

তা-ছাড়া আরো এ্যাকটা বিষয় দেখ্‌লুম যাতে ওদের অনেকখানি ক্ষতি কোরেচে। ওরা যে আস্‌পাশের অন্য মেয়ে-দের চেয়ে বড়ো,—গাম্ভীর্য্যে, ইংরিজি বই পড়ায়, আচারে, ব্যবহারে, স্বল্প অলঙ্কার পরায়—এরির এ্যাক্‌টা মিথ্যে-গর্ব্ব ছিলো। এই ভাব্‌তো যে, আস্‌পাশের থেকে ওরা উন্নত বড়ো। এই মিথ্যা-অহঙ্কারের ছাপ্‌ ওদের গাম্ভীর্য্যের মুখ্‌পাত হোয়ে থাক্‌তো।

কাজেই প্রথম দিন থেকেই ওদের এই সব নানারকম ছদ্ম, উচ্চস্তরের হাব্‌ভাবে চিন্তিত হোয়েচি। এ-আঘাত-ও আমাকে বিশেষ কোরে লাগ্‌লো। কাজেই দুক্‌খীতভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হোয়ে উপায় রোইলো না।

ছয়

—প্রক্ষিপ্তাংশ—

দিদি, এইবার তোমাকে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এ্যাক্‌টা কথা শুন্‌তে হবে। এ্যাতোক্ষণ যে-বিষয় নিয়ে কথকতা কোরে আস্‌চি তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। শুধু পথচলার জন্যে যা প্রয়োজন, তা দিয়ে জীবনের ফাঁকগুলো নিত্যই ভোরে উঠ্‌তে থাকে, কিন্তু উদ্‌বৃত্ত যা, সেইটুকুই সত্যিকারের লাভ। প্রাত্যহিক জীবনে অভাব অভিযোগ প্রচুর থাকেই এবং সেগুলো নিতান্তই এ্যাক্‌টানা হোয়ে চোল্‌তে থাকে। এর মধ্যে এক্‌টুখানি ফাঁক, এক্‌টু ছুটি পাওয়া-যে জীবনের কতোখানি, তা বল্‌বার নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই অংশটুকুও আমার এই এ্যাক্‌ঘেয়ে বোলে চলার মধ্যে বিন্দুমাত্র হাঁফ্‌ ছাড়া বোলে জেনো।

কবিতাদের সঙ্গ ছেড়ে চোলে আস্‌বার পর কিছুকাল কেটে গেচে। মনে মনে ক্রমশই নিদারুণ পীড়া অনুভব কোরতে লাগ্‌লুম এই ভেবে যে, যতোখানি বেগ নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে, বাসনা নিয়ে, কল্পনা নিয়ে, কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অগ্রসর হোয়েছিলুম, পুরোপুরি ঠিক ততোখানি প্রতিঘাতই পেলুম। গভীর এ্যাক্‌টা দুক্‌খু বোধ হোলো এই মনে কোরে যে, অমোন সোনার মেয়েদের এ কী হোলো।

তখন কোল্‌কাতায় চারিদিকে সার্কাস, আর কার্ণিভ্যাল্‌ নামে জুয়ার আড্ডাগুলি চোল্‌চে পরিপূর্ণ বেগে। এ্যাক্‌দিন কয় বন্ধুতে মিলে এম্‌নি, অনিচ্ছুকভাবে সহরের এ্যাক্‌প্রান্তে দুর্ব্বল একটি কার্ণিভ্যালে প্রবেশ কোরলুম। সবই জুয়ার আড্ডা, শুধু এ্যাক কোণে, মসৃণ তক্তার ঢালু একটা মাচা। পাশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পিছ্‌লে নেবে-পড়াই হোলো এর আনন্দ। প্রতি জুয়ার আড্ডায় একটি কোরে ফিরিঙ্গি-মেয়ে বোসিয়ে রেখেচে। তাদের কাজ জুয়াড়ি ডাকা। চেঁচিয়ে নয়, রূপ দেখিয়ে।

চারিদিকে এম্‌নি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এ্যাক্‌কোণে এসে রীতিমত বিস্মিত হোতে হোলো। ফিরিঙ্গির একটি মেয়ে, আশ্চর্য্য তার লালিত্য। কালো মুখখানা অবিকল অত্যন্ত-বাঙালী ঘরের মতো ঢল্‌ঢলে লাবণ্যে পরিপূর্ণ।

জুয়ার আড্ডায় বোসেও সে লোক ডাক্‌চে না, কিছুই নয়। গালে হাত রেখে ঢালু মসৃণ তক্তা-বেয়ে নেমে-পড়ার পানে

চেয়ে আছে। তার মুখ্‌খানা বারেবারে দেখে এই মনে হোলো, ও নিতান্তই আমাদের আপ্‌নার।

বন্ধুটি পরিচয় করবার জন্যে অগ্রসর হোলো।

বোল্‌লে, তুমি যদি বলো, তাহোলে আমরা জুয়া খেল্‌তে প্রস্তুত আছি, এ্যাখন বলো, খেল্‌বো কিনা?

মেয়েটি নিতান্তই বিস্মিত হোয়ে অল্পক্ষণ থেমে রোইলো।

তারপর ধীরে ধীরে বোল্‌লে, আমি তোমাদের জুয়া খেল্‌তে পরামর্শ দেবো না। তোমরা স্বেচ্ছায় পারো খ্যালো।

বন্ধুটি বোল্‌লে, তোমার পক্ষে জুয়াড়ি ফিরিয়ে দেওয়া কি উচিত!

মেয়েটি মৃদুস্বরে বোল্‌লে, আমি ভারি অপয়া। তোম্‌রা নিজেদের দায়িত্বে খেল্‌তে পারো। মুখখানা ক্যামোন বিষণ্ণ কোরে চুপ্‌ কোরে গ্যালো।

বন্ধুটি বোল্‌লে, আমাদের খ্যাল্‌বার জন্যে তোমাকে অনুমতি দিতেই হবে, আর নইলে তার কারণ বোল্‌তে হবে। যাতে আমরা স্পষ্টোই বুঝতে পারি যে, জুয়া খ্যালা অন্যায়। নোইলে শুধু, খেলো-না, বোল্‌লে মনে জোর পাই না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ চুপ কোরে কি ভাব্‌লে।

তারপ্পর দূরের এ্যাক্‌টা স্টল দেখিয়ে বোল্‌লে, ঐ আমার স্বামী।

দেখ্‌লুম, তুলনায় মেয়েটির চেয়ে সে যথেষ্ট ফর্‌সাই।

বন্ধু বোল্‌লে, আপত্তি না থাক্‌লে, তোমার নামটি শোনাও।

আনত চোখে, ম্লান এ্যাক্টা হাসিতে বোল্‌লে, বোর্জ্জুয়াস।

তারপর একটু থেমে থেমে, আমাদের চোখের দিকে একটু চেয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বোল্‌তে সুরু কোর্‌লে, আমি আর আমার স্বামী দার্জ্জিলিঙে এ্যাক্ চা-বাগানে কাজ কোরতুম। সেখানে আমাদের একটি সন্তান হয়। কি সুন্দর ছোট্টোটি!

মুখখানা আমাদের পানে তুল্‌তে দেখ্‌লুম, ঝক্‌ঝক্ কোরে কি য্যানো এ্যাক্‌টা চোখের ভেতোর জ্বোলে উঠ্‌লো।

পরমুহূর্ত্তেই মুখ নাবিয়ে বোল্‌লে, সেটি আমাদের ছেড়ে গেচে।

স্বরের মধ্যে নিদারুণ এ্যাক্‌টা দৃঢ়তা বোধ হোলো।

বোল্‌তে লাগ্‌লো, তারপর কতোদিন কেটে গেচে, আর মা হোতে পার্‌লুম না।—এই আমার স্বামীর রাগ। তার পরে চা বাগানের কাজ গ্যালো। সেই থেকে স্বামী আমার ওপোর হতশ্রদ্ধ হোয়ে পোড়েচে। তার ধারণা, আমি নিতান্তই অপয়া। নোইলে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না, অন্নের সংস্থান ফোস্‌কে যায়। তখন থেকে স্বামীর আদেশ, ভোরে উঠেই আমি য্যানো ঘরের বার না-হোই, আমার মুখ দেখ্‌লে ওর দিন ভাল যাবে না, এই বিশ্বাস। কাজেই ঘুম ভেঙে ব্যালা আট্‌টার আগে ঘরের দরজা খোলার আমার উপায় নেই। সত্যিই আমি অপয়া! স্বামী আমার কাছ থেকে বেশী কিছু চায় নি, একটিমাত্র সন্তান, তাও আমার ভাগ্যে নেই। সকালে যে স্বামী আমার মুখ ছ্যাখে না, তাতে আমার দুক্‌খু নেই। আজ যে, এই ঘটলে এনে বোসিয়ে দিয়ে বোলেচে, রোজ্‌গার

কোর্‌তে হবে, এতেও আমার দুক্‌খু নেই। সত্যিই আমি নারীত্বের দাবী কোর্‌তে পারি না। আমার স্বামীর কোনো দোষ নেই।

আমরা চকিতের মতন পরস্পরে চোখ মিলিয়ে চুপ কোরে রোইলুম। মেয়েটির মুখ্‌খানি গভীর বেদনায় য্যানো ঢল্‌ঢল্‌ কোর্‌তে লাগ্‌লো।

সে বোল্‌লে, তার চেয়ে তোমরা ঐ মসৃণ তক্তা থেকে স্লাইড্‌ করো, দেখ্‌তে আমার ভারি ভালো লাগে।

মেয়েটির বয়েস তেইশ-চোব্বিশ। কিন্তু ছোটো মেয়ের মতো এম্‌নি এ্যাক্‌টা নিরভিমান দাবির, আদরের সুরে কথাগুলি উচ্চারণ কোর্‌লে যে, সমস্তটাই গভীর ভাবে আমাদের লাগ্‌লো। ওর বলার এ্যামোন অপূর্ব্ব এ্যাকটা আন্তরিকতা প্রকাশ পেলো য্যানো অমান্য করবার আর বিন্দুমাত্র উপায় নেই, ওজুহাত নেই, আছে শুধু প্রবল ভাবের এ্যাক্‌টা সঞ্চরমান বেগ।

আমরা পিছ্‌লে এসে পোড়লুম রাশিকৃত খড়ের মধ্যে। প্রায় ওরা সুমুখেই। সে ওর কি হাসি! মেয়ের মুখের অমোন মিষ্টি হাসি আর কখনো শুনিনি। তেম্‌নি সুশ্রী সুন্দর দাঁতগুলি। সেই হাসিতে আমরা অভিভূত হোলুম। য্যানো বুকজোড়া এ্যাক্‌টা প্রাণের যোগ তাতে।

এই দেখে আমরা আবার পিছ্‌লে নাব্‌লুম। দু-হাতের আঙুলে আঙুল জোড়িয়ে ধোরে, ঘাড়টুকু সুমুখে পেছনে হেলিয়ে, কলহাস্যে সে পুরোপুরি উপভোগ কোর্‌লে।

হাস্‌তে অনেক্‌কেই দেখেচি, তাদের হাসি, হয় ঠোঁটে ফুটে ওঠে, নয় চোখে। কিন্তু বোর্জ্জুয়াসের মুখে দেখ্‌লুম হাসির পরিপূর্ণতা। ওর চোখ মুখ ঠোঁট দাঁত, সবই য্যানো ওর মনের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে এ্যাকযোগে হাস্‌তে থাকে। এম্‌নি এ্যাকটা সজীব সরসতা। অর্থাৎ হাসির সময়ে যদি ওর সমগ্রকে আয়ত্ত কোর্‌তে নাও পারা যায়, শুধু চোখ কি শুধু মুখের দিকে নজোর থাকে, তাহোলেও বোর্জ্জুয়াসের হাসির সম্পূর্ণতাকে বোধ কোরে পেতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না।

দ্বিতীয়বার স্লাইড্ কোরে খড় ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাসিমুখে আনন্দকে দেখ্‌তে পেতে গিয়ে নিদারুণ রূঢ় এ্যাক্‌টা আঘাত পেলুম। ওর স্বামী এসে কনুইয়ের এ্যাক্‌টা ধাক্কায় মেয়েটিকে নিজের কাজে মনোযোগ কোর্‌তে পরামর্শ দিয়ে চোলে গ্যালো।

ফিরে মেয়েটির কাছে আর যেতে সাহস হোলো না। আমাদের জন্যে সে অপমানিত হবে, একথা ভালো লাগ্‌লোনা।

তবু-ও ও আমাদের ডাক্‌লে।

বোল্‌লে, তোমাদের ভারি ভালো লাগ্‌চে, য্যানো কতোদিনের পুরানো প্রিয়তম বন্ধুদের অনেক দুক্‌খু-বিপদের পর হঠাৎ ফিরে পেয়েচি। তোম্‌রা আমার সঙ্গে একটু গল্পো করো যদি, তাহোলে এই প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে এ্যাক্‌টা সঞ্চয়ের উপাদান খুঁজে পাই।

এর পর আর আমাদের ফিরে যাবার উপায় ছিলো না। আবিষ্টের মতো সকোলেই তার কাছে দাঁড়িয়ে চুপ কোরে

রোইলুম। ও আবার সেই পুরানো-স্মৃতি উদ্ধার কোরে গল্পো বোল্‌তে লাগ্‌লো।

—মাঠে ফুট্‌বল-ম্যাচ্‌ দেখে ফের্‌বার্‌ পথে ঝমাঝম্‌ বিষ্টি। এ্যাক্‌ সাহেব নিজের ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে আমাকে বাড়ীতে পোঁছে দিলে। সেই হোলো তার সঙ্গে আলাপের সূত্র। এর বছর-দুই পরে বিয়ে হয়। সাহেবটি খাঁটি বিলিতি। এই মুখ্‌-খানাই নাকি সাহেবের ভারি ভালো লেগে গিয়েছিলো, তাই অন্য ভালো মেয়ে ছেড়েও এই হতভাগিনীকে সে আগ্রহ কোরেই বধূরূপে বরণ কোরে নিলে। তারপর যখন দার্জ্জিলিঙে কাজ পেয়ে স্বামী চোলে গ্যালো, কোল্‌কাতায় এ্যাক্‌লা সে কি কষ্টের দিনগুলোই গিয়েচে! তারপরে দিন এলো, যখন দু-জনেই দার্জ্জিলিঙে। তারপর পুত্র সম্ভাবনা! কি কল্পনার আনন্দের দিন সে সব! সন্তান জন্মালো, সে-ও এ্যাক্‌ অপূর্ব্ব আনন্দ। কিন্তু এর পরেই এগিয়ে এলো বিশ্বব্যাপী দুক্‌খ। তার আর তল নেই।

সেই এ্যাক্‌ই কথায় কথা এসে পোঁছোলো দেখে, ও তৎক্ষণাৎ কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে। বোল্‌লে, ছ্যাখো, দার্জ্জিলিঙে থাক্‌তে আমি গায়ে পোড়ে পথের লোকের সঙ্গে আলাপ কোর্‌তুম। এই বিপদ ঘট্‌বার পর, ক্যানো কে জানো, এম্‌নি এ্যাক্‌টা প্রবৃত্তি জেগেছিলো। তা কতো লোকের সঙ্গেই আলাপ হোলো যে, তার ঠিক্‌-ঠিকানা নেই। সকোলকেই জিগ্যেস্‌ কোর্‌তুম, বাছাটি আমার রোইলো না ক্যানো, বোল্‌তে পারো? কতো লোকে কতো কি বোল্‌তো।

কিন্তু ছাখো, বাঙালীর মতো এ্যামোন দরদী-বন্ধু আর পেলুম না। প্রভৃতি।

এর পর থেকে প্রতিদিনই আমরা এ্যাক্‌বার কোরে এসে বোর্জ্জুয়াসের সঙ্গে গল্পো কোরে আর স্লাইড্ কোরে ওর মুখের হাসি দেখে যেতুম। দিন তিনেক এম্‌নি চোলেছিলো। তার-পরে দিনকয়েক আমরা আর কেউই ওদিকে যেতে পারিনি, নানা কাজে। পরে গিয়ে দেখি জুয়ার আড্ডাটি উঠে গেচে।

মেয়েটির আর কোনো খোঁজ এ-পর্য্যন্ত পাইনি। তার পরেও বহুদিন কেটে গেচে। কিন্তু তার ঢল্‌ঢলে শ্যাম্‌লা মুখখানি এ্যাখনো স্পষ্টোই আমার চিত্তপটে আঁকা রোয়েচে। সে হাসি জীবনে ভোল্‌বার নয়। চিরদিনই সে মনের এ্যাক্‌টা কোণে প্রদীপ-শিখার মতো জেগে থাক্‌বে, এই আমার বিশ্বাস। অমোন সহজ সরল মেয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। তার দুক্‌খের অনুভূতিতে, আনন্দের পরিপূর্ণতায় আমার মন য্যানো বিক্রীত হোয়ে গেচে!

সাত

এ্যাক্‌দিন সন্ধ্যার পর ভবানীপুরের এ্যাক্‌টা পথ দিয়ে যাচ্চি, বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা কোর্‌তে। হঠাৎ ঘড়িটার পানে নজোর পোড়্‌তে দেখি, অত্যন্ত সকাল-সকাল উপস্থিত হোয়ে পোড়েচি। তাই কাছাকাছি এ্যাক্‌টা পার্কে ঢুকে পোড়্‌লুম। এ্যাক্‌কোণে অন্ধকার মতো এ্যাক্‌খানা বেঞ্চে আশ্রয় নিয়ে এ্যাক্‌টা চুরুট ধরালুম।

বিয়ে বাড়িতে আগে থাক্‌তে গিয়ে অপেক্ষা কর্‌বার ইচ্ছে ছিলো না। কারণ, আত্মীয়ের বাড়ী। বার-মহল থেকে অন্দর পর্য্যন্ত সকোলকার সঙ্গেই অল্প-বিস্তর আলাপ। এবং এই কাজের উপলক্ষে অন্দর-বার এ্যাকাকার হোয়ে থাকে। কাজেই সেখানে উপস্থিত হোয়ে নেহাৎ আলাধা হোয়ে থাকা শক্ত। অথচ মেয়েদের ন্যাকান্যাকা অর্থহীন লঘু কথাবলী, চপল নিরর্থক ভঙ্গিমা, আমাকে তীরের মতো বিঁধ্‌তে থাকে। তার ওপোর প্রাচীনে আধুনিকে, দিশি ও বিলিতি, সভ্য অসভ্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ, বস্ত্র অলঙ্কারের সমন্বয়ে খিচুড়ির মতো ওদের এম্‌নি অদ্ভুত ঠ্যাকে! কি উৎকট্‌ এ্যাক্‌টা অস্বস্তি বোধ হয় যে তা আর কি বোল্‌বো! ওরা য্যানো কিছুই নয়, অথচ সবই, এম্‌নিধারা ভাব।

এই সব ভাব্‌চি এ্যামোন সময়ে আমার সুমুখের পথ দিয়ে এ্যাক্‌দল তরুণী এগিয়ে এলো। এবং সেই ঝাঁকের মধ্যে থেকে এক্‌টি মেয়ে হঠাৎ ছিট্‌কে এসে আমার এ্যাক্‌লার দখলের বেঞ্চিখানার দূরবর্ত্তী কোণে আশ্রয় নিলে।

সঙ্গীদের বোল্‌লে, তোরা ভাই ঘোর, আমি আর পার্‌চি না। ততক্ষণ এক্‌টু জিরিয়ে নিই। তোরা এ্যাক্‌টা পাক দিয়ে এসেই আমাকে পাবি।

ওরা সবাই আমার দিকে এক্‌টু লক্ষ্য কোরে কলহাস্য ও কথালাপের আবেগে অগ্রসর হোলো।

বিস্মিতনেত্রে আমি এ্যাক্‌বার ফিরে দেখ্‌লুম মেয়েটির দিকে। চোখে চোখে মিল্‌লো। মুখ নাবিয়ে চুরুটে মনোনিবেশ কোর্‌লুম। তরুণী-দলটি ক্রমশই দূরে দূরে চোলে যেতে লাগ্‌লো। এম্‌নি সময়ে অকস্মাৎ মেয়েটি আমার দিকে ঘেঁসে এসে বোস্‌লো। আমি মনে মনে শঙ্কিত হোয়ে ফিরে চাইলুম।

মেয়েটি স্পষ্টোই বোল্‌লে, ভয় পেয়েচেন? আমি বেশীক্ষণ বোস্‌বো না। ওদের সঙ্গে আজ অনেক হেঁটেচি, পা ব্যথা কোর্‌ছিলো কিনা, তাই এক্‌টু বোসে পোড়্‌লুম। আপনার দিকে হঠাৎ ঘেঁসে এলুম ক্যানো? তাতে অন্য লোকের সন্দেহের কারণ হবে না। এ্যাখন যদি কেউ ছ্যাখে, ভাব্‌বে, আমরা পরিচিত। আর দূরে দূরে থাক্‌লে কতো যা-তা ভাব্‌তো বোলুন দেখি!

আমি নীরবে জড়োসড়ো হোয়ে বোস্‌লুম।

পরক্ষণেই মেয়েটি বোল্‌লে, চুরুটের গন্ধটা ভারি কড়া।

সতৃষ্ণনয়নে অভুক্তাংশটুকুর পানে চেয়ে তাকে দূরে নিক্ষেপ কোর্‌তে হোলো।

মেয়েটি বোল্‌লে, থ্যাঙ্কস্‌। চুরুটের গন্ধে আমার আবার মাথা ধোরে যায়। আপ্‌নাকে কষ্টো দিলুম বোধ হয়।

বোল্‌লুম, নাঃ। এ আর এ্যামোন কি!

মেয়েটি হঠাৎ বস্ত্রের অন্তরাল থেকে, সম্ভবত সোনার, এ্যাক্‌টা সিগারেটের পাত্‌লা বাক্স খুলে আমার দিকে এগিয়ে ধোরে বোল্‌লে, ইফ্‌ য়ু ডোন্‌ মাইন্‌।

বোল্‌লুম, মার্জ্জনা কোর্‌বেন, আমি সিগারেট খেতে অভ্যস্ত নোই।

বাঙালীর মেয়ে যে এ্যাতো সহজে এবং অগ্রসর হোয়ে আলাপ কোর্‌তে পারে, এ আমার কল্পনার-ও অতীত ছিলো। মনে মনে বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ কোর্‌লুম। অথচ নিজের তরফ্‌ থেকে সচেষ্টভাবে আলাপটাকে এগিয়ে নেবার খুব এ্যাক্‌টা আগ্রহ ছিলো না। ভাবলুম, গোড়া থেকেই দৈবক্রমে স্বুরু হোয়েচে, কাজেই শেষের ভারও-দৈবের। অর্থাৎ তারপর যা হবার হোক্‌, আমি বাধা-ও দেবো না, অস্বীকার-ও কোর্‌বো না। এই মনোভাবে, দূরের এ্যাক্‌টা কৃষ্ণচূড়ার ডালের নাচনের পানে চেয়ে চুপ কোরে বোসে রোইলুম!

অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি উঠে পোড়্‌লো।

বোল্‌লে, কিছু মনে কোর্‌বেন না, আপ্‌নার সলিটারি রেসর্টে বাধা হোয়েচি।

বোল্‌লুম, নাঃ। এতে আর মনে কর্‌বার কি আছে!

মেয়েটি ধীরে ধীরে সুমুখের মাঠের ওপোর দিয়ে রীতিমত ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে চোলে যেতে লাগ্‌লো। এ্যাতোক্ষণ মেয়েটির প্রতি বিশেষ কোনো টান জাগেনি। কিন্তু যেই সে উঠে চোল্‌তে সুরু কোর্‌লে ওম্‌নি বুকের ভেতোরটায় এ্যাক্‌ ঝলক্‌ রক্ত কোথা থেকে য্যানো ঝাঁপ খেয়ে লাফিয়ে পোড়্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে স্বতপ্রবৃত্তভাবে মন মনে মনে উচ্চারণ কোর্‌লে, যা যা, চোলে গ্যালো!

আর এ্যাক্‌টা চুরুট ধরাতে গিয়ে দেশ্‌লাইয়ের আলোতে পায়ের কাছে দেখ্‌লুম, এ্যাক্‌খানা রুমাল। চুরুট ধরানো হোলো না। রুমালখানা তুলে নিয়ে দেখি এ্যাক্‌কোণে লেখা রোয়েচে, "তনিমা"।

উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লুম, তনিমা।

গলাটা অবিশ্বাস্য রকম কেঁপে গিয়ে ডাক্‌টা নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেক্‌লো।

বোল্‌লুম, রুমালখানা কি আপনার?

তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে সে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। কাছে এসে সুমুখের দিকে একটু ঝুঁকে পোড়ে বোল্‌লে, দেখি।

রুমালখানা আমার হাত থেকে না নিয়েই, দেহটা ঈষৎ ঋজু কোরে, দু-হাতের কব্জির কাছ্‌টা বেঁকিয়ে কাঁধের-সমান উচুঁতে তুলে ধোরে, টেনে টেনে বোল্‌লে, উঃ। আপনি আজ আমার কি উপকারই যে কোরলেন! ওখানা আমার এ্যাক্‌ ডেড্‌-ফ্রেণ্ডের উপহার, অত্যন্ত ফেভারিট্‌।

তারপর রুমালখানা, আলাধা-করা দুটি আঙুলের আগা

দিয়ে সন্তর্পণে টেনে নিয়ে বোল্‌লে, ওঃ। আপনি আজ কি জেনরসিটির—দয়া কোরে যদি একটু অপেক্ষা করেন, ওদের ডেকে আনি। একটু বিশেষ দরকার আছে।

কারণ বুঝ্‌লুম না, কিন্তু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম।

মেয়েটি দ্রুতপদে ফিরে গিয়ে তরুণীর দলটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। সকোলে মিলে হঠাৎ আমাকে রীতিমত আক্রমণ সুরু কোরে দিলে।

বোল্‌লে আপ্‌নি আজ তনির যে উপকার কোরেচেন তা ভোল্‌বার নয়। আমরা সেটা কম্‌মেমোরেট্‌ কোর্‌তে চাই, আপনি রাজি হোলেই।

বোল্‌লুম, উপকার আর এ্যামোন কি কোরেচি! তাছাড়া, উপকারটা তো আর কীর্ত্তি নয় যে তাকে স্মরণীয় কোরে তুল্‌তে হবে।

ওরা সমস্বরে বোল্‌লে, ওইটুকুই যে তনির পক্ষে কতো-বড়ো তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। এ্যাখন কাল যদি আপনি আমাদের বাড়ী না যান, মা-বাবা শুন্‌লে ভয়ঙ্কর রাগ কোরবেন। আমরা অফেন্স্‌ নেবো।

নিরুপায়ভাবে বোল্‌লুম, আপনাদের বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে যান, চেষ্টা কোরবো।

ওরা ঠিকানা বোল্‌লে। এবং এই বলে অনুযোগ-ও কোর্‌লে, চেষ্টা কথাটা বড়োই ভেগ্‌ হোচ্চে। মোট্‌কথা পাঁচটা থেকে ছ-টা পর্য্যন্ত আমরা চায়ের টেবিলে অপেক্ষা কোর্‌বো।

কিছুদিন আগে হোলে এ-রকম ঘটনাকে মাথায় কোরে নিতুম। আজ শুধু এ্যাক্‌টা ক্ষীণ আগ্রহ অনুভব কোরলুম, সেটা বিন্দুমাত্র গভীর মনের নয়।

পরদিন যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া গ্যালো। সকোলেই উপস্থিত ছিলেন। বিলিতি কায়দায় রীতিমত অভ্যর্থনা কোরলেন। হঠাৎ দেয়ালে বন্ধুবর বিনয়ের এ্যাক্‌খানা ছবি দেখে মনে মনে আশ্চর্য্য বোধ কোরলুম। কথাটা চেপে গেলুম। নানারকম ভাসাভাসা কথার মধ্যে চা-পান শেষ হোলো। মেয়েগুলি জানালে, বায়োস্কোপ যাবার প্রোগ্রাম আছে! তারা পোষাক বদ্‌লাতে গ্যালো। রোইলেন মেয়েদের মা। তিনি এই অবসরে আমার সঙ্গে পরিচয় সুরু কোরলেন। আমার বিদ্যে কাজকর্ম্ম, অর্থবল, জ্ঞাত-গোষ্ঠি বিষয়-আশয় প্রভৃতি সমস্তই এ্যাকে এ্যাকে জেনে নিলেন। মেয়েরা প্রস্তুত হোয়ে ফিরে আস্‌তে উঠ্‌তে হোলো। বায়োস্কোপ থেকে ওদের মা বাদ পোড়লেন। এ্যাকসঙ্গে বোসে তাও দ্যাখা শেষ হোলো। মোটামুটি লাগ্‌ছিলো মন্দ নয়! নিজের দিক থেকে উৎসাহ ব্যয় কোরে এই ধরণের কিছু-এ্যাক্‌টা করবার প্রবৃত্তি অনেকদিন পূর্ব্বে ছিলো। তাই অপর পক্ষের এই টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া মনে মনে খারাপ লাগ্‌লো না।

পথে বেরিয়ে তনিমা বোল্‌লে, আমাদের এই এ্যাক্‌সিডেণ্ট্যাল্‌ পরিচয়টা কি আপনি স্থায়ি কোর্‌তে ইচ্ছে করেন না!

বোল্‌লুম, তা ক্যানো, আকস্মিকই হোক, আর সুচেষ্টিতই হোক, আলাপ যতো বেশী-মানুষের সঙ্গে থাকে ততোই ভালো।

তনিমা বোল্‌লে, তাহোলে আপনি কাইণ্ড্‌লি, সোম বুধ আর শুক্কুর, এই তিন দিনই নিশ্চয় আসবেন। অন্যদিনগুলো আমি একটু বিজি থাকি। আপনি না এলে,—আপনার ঠিকানাটা বোলুন তো। চিঠি লিখ্‌বো তাহোলে।

আমি সন্ত্রস্থভাবে তাড়াতাড়ি বোল্‌লুম, চিঠি লেখ্‌বার দরকার হবে না বোধ হয়। সময় পেলেই আমি চোলে আস্‌বো।

তনিমাদের বাড়ীতে বিনয়ের ছবি দেখে ধোঁকা লেগে গিয়েছিলো। তাই ব্যাপারটা জানবার জন্যে পরের দিন সকালেই বিনয়ের সঙ্গে দ্যাখা কোরতে গেলুম।

ওর ঘরে ঢুকেই চোখে পোড়লো তনিমার ছবিখানা। এটা সম্প্রতি আমদানী হোয়েচে, বুঝ্‌লুম। কাজেই বিন্দুমাত্র আর সন্দেহের কারণ ছিলো না যে, ওদের মধ্যে এ্যাক্‌টা যোগ আছে। তাই সম্পূর্ণ অন্য কথার সূত্রপাত কোরলুম। তাতে কিছুক্ষণ কাট্‌লো। এই সময়ে হঠাৎ মনে হোলো, তনিমার সঙ্গে যোগটা ওর ছিলো, না আছে? এইটুকু জান্‌বার জন্যে কৌশলে নানারকম প্রশ্ন কোরলুম। তাতে এই বুঝ্‌লুম যে, তনিমা আমাকে সপ্তাহের মধ্যে যে ক-টি দিনের কথা-দিয়েচে এবং বাকী দিনগুলো বিশেষ 'বিজি' থাকে বোলেচে—সে সব বিনয়কে নিয়েই।—এ-কথা বিনয়ের মুখ থেকে শুন্‌লুম যে, শনি রবি মঙ্গল বেস্পতি, ও বেজায় ব্যস্ত। কিন্তু সেই ব্যস্ততার কারণ জিগ্যেস্‌ কোরতে হতভাগ্য গ্যালো চোটে। দেখ্‌লুম, কথাটা এখুনি ভাঙতে চায় না। উপরন্তু বুঝ্‌লুম, বেচারি মেয়েটিকে যথার্থ্‌ই ভালোবেসেচে।

তাই ভেবে চিন্তে স্থির কোরলুম, বিনয়ের জন্যেও অন্তত বার কয়েক মেয়েটির কাছে আমার যাতায়াত কর্‌বার দরকার আছে।

বিনয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চোলে আস্‌চি এ্যামোন সময়ে অজয় বিভূতি, সবেগে প্রবেশ কোর্‌লে। আমাকে হাত ধোরে বসালে। সংক্ষেপে বোল্‌লে, দরকার আছে বোসো।

একটু হাঁফ ছেড়ে বোল্‌লে, কাল সন্ধ্যের সময়ে, লেক থেকে বেড়িয়ে দু-জনে ফির্‌চি, আমাদের আগে-আগে কতকগুলি মেয়ে-ও চোল্‌ছিলো। কিছুদূর চল্‌বার পর তারা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বোল্‌লে, আপনারা আমাদের ফলো কোর্‌চেন ! আমরা বিনীতভাবে উত্তর দিলুম, ত্যামোন কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। সে-কথায় কর্ণপাত না কোরে ওরা পথের একটি ভদ্রলোককে ডেকে বিচার প্রার্থনা কোর্‌লে। এ-ক্ষেত্রে সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক, তিনি তাই কোরলেন। অর্থাৎ আমাদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ কোরলেন না, উপরন্তু যথাসাধ্য তিরস্কার বর্ষণ কোরলেন। এই গোলোযোগে পথে যে লোক জোম্‌লো, তারা কোর্‌লে নিদারুণ অপমান। এ্যাখন এর কি প্রতিকার ? বলো।

আমি বোল্‌লুম, প্রতিকার ছাই। তোমাদের কথা জনসাধারণকে বিশ্বাস করানো সহজ হবে না, নিশ্চয় জেনো। কারণ মেয়েরা এ্যাখনো যথেষ্ট স্বাধীনতা পায়নি। কাজেই লোকে স্বভাবতই ওদের দিকে একটু টেনে বিচার কোর্‌তে বোস্‌বে। ওর এ্যাকমাত্র প্রতিকার, শতহাত দূরে থাকা।

বিনয় বোল্‌লে, তোরা কাগজে লেখালিখি কর। ওদের এ অন্যায় কন্‌সাস্‌নেস্‌টা ক্ষুণ্ণ হওয়া দরকার হোয়েচে।

অজয় বিভূতি মেতে উঠ্‌লো।

আমি বোল্‌লুম, তোমাদের ওইখানেই ভুল হোচ্চে। কোনো এ্যাক্‌টা কি দুটো মেয়ে অন্যায় কোরেচে বোলে তোমরা কলম ধোর্‌তে যাচ্চো সমস্ত মেয়েদের বিরুদ্ধে, এ ভালো কথা নয়। ওসব ক্ষমা করাই ভালো। জানোই তো, সব সমাজেই ছ্যাব্‌লা ছোকরার এ্যাক্‌টা দল থাকে। তাদের মানিয়ে নিয়ে চলা শক্ত।—এই ধারণার অনুবর্ত্তি আশঙ্কায় সাধারণত মেয়েরা উদ্বিগ্ন হোয়েই থাকে। কারণ, তারা সমাজের মধ্যে মেশামিশিতে এ্যাখনো সহজ অলজ্জ হোয়ে উঠ্‌তে পারেনি। এই উৎকণ্ঠিত-মন নিয়ে ওরা-যে অনেক সময়ে ভুল বোঝে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা ওদের স্বেচ্ছাকৃত নয়, ভয়ের, ঘোঁটের আশঙ্কায়, তাড়াতাড়ি কোরে-ফ্যালা এ্যাক্‌টা অকাজ মাত্র। তোমরা যে বোল্‌তে চাইচো মেয়েদের মধ্যে-ও ছ্যাব্‌লাপনা আছে, এ আমি বিশ্বাস কোরতে প্রস্তুত নয়। ওদের সে সাহসই নেই। পথে বেরোয় তাই কতো কষ্টেস্হষ্টে আড়ষ্ট হোয়ে, লক্ষ্য করোনি! শুধু এই রকম এ্যাক্‌টা উদাহরণের কথা ভেবে মাথা গরম করায় লাভ নেই। যা হোয়েচে, তা কপালে ছিলো। এই বোলে ক্ষান্ত হোতে হবে।

ওরা এ-সব কথা স্বীকার কোরে নিতে পার্‌লে না। কারণ অপমানের জ্বালা তখনও জ্বলন্ত হোয়ে রোয়েচে। এই সব

নিয়ে কাগজে লেখালিখি কর্‌বার খস্‌ড়া তৈরী কোরতে ওরা রীতিমত বোসে গ্যালো। আমি বিদায় নিলুম।

সবে বাইরের দরজায় পা দিয়েচি, অজয় এসে ফের ভেতোরে টেনে নিয়ে গ্যালো।

বোল্‌লে, বেশ, আর এ্যাক্‌টা কথা শুনে যাও, দেখি তোমার মত বদ্‌লায় কি না।

বিভূতি অজয়কেই বোল্‌তে বোল্‌লে।

অজয় স্থরু কোর্‌লে।

কোলকাতায় দিশি ম্যালা বোসেচে, নিশ্চয়ই জানো। সেখানে ভদ্রমেয়েরা চায়ের দোকান খুলেচে। আমরা দু-জনে মাত্র দু-পেয়ালা চা খেলুম। সঙ্গে মাত্র একটি টাকা। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর-ও দু-পেয়ালার দাম বাদ দিয়ে বাকীটা ফেরত পেলুম না। শেষে জিগ্যেস্‌ কোরতে তাদের এ্যাক্‌জন বোল্‌লেন, যা পাই, সেই আমাদের চায়ের দাম। চোখের স্থমুখে দেখ্‌লুম, আর একটি ভদ্রলোক এ্যাক্‌টা আধুলি দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর হতাশভাবে বেরিয়ে গ্যালেন। মেয়েরা দোকান কোরেচে, কাজেই বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হোলো। আমাদেরও তাই ও-কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না কোরেই বেরিয়ে আস্‌তে হোলো। বাড়ী ফের্‌বার পয়সা পর্য্যন্ত নেই। তারপর সেখান থেকে রমেনের হোষ্টেলে গিয়ে পয়সা নিয়ে তবে বাড়ি ফিরি। এ-রকম অপ্রস্তুতে জীবনে আর কখনো পড়ি-নি। অথচ নেহাৎ বোকার মতন চোলে এলুম যে, এতে নিজেদের ওপোর রাগ হোলো। ভেবে

ত্থাখো কি অন্যায় ব্যাপার! পুরুষের ভদ্রতার এবং তাদের নিজেদের সম্ভ্রমের এ্যাড্ভাণ্টেজ্ নিয়ে এ কি অন্যায়! মনে ভেবে দেখ্লুম এর প্রতিবাদ না কোর্তে পার্লে আর স্বস্তি নেই। তাই ক-দিন কাট্লো মুষ্ড়ে। হঠাৎ এ্যাক্টা মৎলব মাথায় এলো। তাই কাল্কে আমরা দু-জনে আবার গিয়েছিলুম। যথারীতি চা-পানের পর পাঁচটাকার এ্যাক্খানা নোট দিলুম মেয়েটির হাতে। এবং যথারীতি পয়সা ফেরত না-পেয়ে অপেক্ষা কোর্তে লাগ্লুম। আমাদের বোসে থাক্তে দেখে সেই মেয়েটিই কাছে এসে জিগ্যেস্ কোর্লে, আপনাদের আর কিছু চাই? বোল্লুম, ফেরত পয়সাটা। মেয়েটি বোল্লে, সেটা আবার নেবেন? বোলে ঠোঁটের ওপোর খুব কায়দা কোরে একটুখানি হাস্লে। বোললুম, ক্যানো? বাকীটা কি এই হাসিটুকুর? সে কায়দার-হাসি চোক্ষের পলকে আষাঢ়ের কালো মেঘে ঢাকা পোড়ে গ্যালো। অন্য একটি মেয়ে তৎক্ষণাৎ বাকী পয়সা ফেরত দিয়ে গ্যালো। আর আমরা টাকাগুলো সেই পাথরের টেবিলে সশব্দে বাজিয়ে নিতে লাগ্লুম।—বলো কি-রকম ব্যাপার!

বিনয় তো আচ্ছা করে ওদের পিঠ চাপ্ড়ে দিলে। আনন্দের আবেগে বোল্লে, বহুৎ খুব।

আমি এ্যামোনভাবে ছি-ছি কোরে উঠ্লুম যে, ওদের মুখ চুণ হোয়ে গ্যালো। বোললুম, যারা আগে থেকেই লজ্জায় মোরে রোয়েচে তাদের আবার ঐ বজ্রের কঠোর ঘা! ওরা যে সাহস কোরে চায়ের দোকান খুলেচে তাতে উৎসাহদান করা

উচিত ছিল সে ক্ষেত্রে! তাদের সংশোধন করবার ইচ্ছে ছিলো না, লোভ হোয়েছিলো তোমাদের, ফুলকে চোট্‌কে মজা ছ্যাখবার! ওদের বিষয়ে যদি সত্যি চিন্তিত হোতে, তাহোলে অন্তত সহানুভূতিটা থাক্‌তো, অমোন কসাইপনায় প্রবৃত্তি হোতো না। নিশ্চয়েই জেনো, এই যে তাদের ঘা দিয়েচো, তাতে তারা দুক্‌খু পাবে, কিন্তু তোমরা নিজেরা কি পাবে? ভেবেচো? কারুক্কে ঘা দিতে পারায় সফল-হওয়া বিন্দুমাত্র কঠিন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের যে অবনতির স্তরে নামিয়ে রেখে এসেচো তা থেকে উদ্ধার পাওয়া রীতিমত কঠিন হবে। এই এ্যাক্‌টা কথা বোলে রাখলুম, পরে মিলিয়ে দেখো যে, এই ঘটনাটা বিশ্রি এ্যাক্‌টা কলঙ্কের মতো নিজেদের মনকে অহর্নিশিকাল কালো কোরে রেখে দেবে, এবং কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সেইটেই হবে তোমাদের সবচেয়ে নির্ম্মম শাস্তি।

যথাসময়ে গিয়ে তনিমার বাড়ীতে উপস্থিত হোলুম। তখন বাড়ীর সুমুখের লনে ওদের টেনিস খ্যালা চোল্‌চে। ওরা আমার হাতে এ্যাক্‌খানা র‍্যাকেট তুলে দিলে। এ-খেলাটায় আমার একটু-আধটু হাত ছিলো। তার ওপোরে ওরা হাজার হোলেও বাঙালীর মেয়ে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত হেরে ভুত হোয়ে গ্যালো। এতে ওরা লজ্জা পেলে বটে, কিন্তু আমার প্রতি ওদের অনুরক্তিটা স্পষ্টোই লক্ষ্য কোর্‌লুম। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য তাতে জোরালো হোলো। অর্থাৎ মেয়েগুলো আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌তে সুরু কোর্‌লে।

খ্যালা শেষে তনিমা বোল্‌লে, চোলুন ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়্যালের দিকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

অন্য সকোলে আপনিই এই ব্যাড়াতে-যাওয়া থেকে নীরবে খোসে পোড়লো, দেখ্‌লুম।

পথে বেরিয়ে তনিমা বোল্‌লে, কিসে যাবেন বোলুন তো?

আমি ফস্‌ কোরে বোলে ফেল্‌লুম, বাসে।

তনিমা বোল্‌লে, ট্যাক্সিতে চোলুন না।

পকেটে হস্তচালনা কোরে, অর্থবলটা অনুভব কোরে নিয়ে বোল্‌লুম, তাই চোলুন।

তনিমা তৎক্ষণাৎ বোল্‌লে, নাঃ, বাসেই চোলুন, তবে।

বাসে ওঠা হোলো।

বোস্‌তে না বোস্‌তে তনিমা বোল্‌লে, ঈশ্‌, মনে ছিলো না, বাসে চোড়লে আমার আবার মাথা ধোরে যায়।

আমি দড়ি টেনে থামাবার ঘণ্টা বাজাতে উদ্যত হোয়েচি দেখে ও তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বোল্‌লে, তা কি হয়। উঠে পোড়েচি যখন, আর নাবা চলে না। আজ আপনি না এসে বিনয় আসতো যদি। প্রাণখুলে তাহোলে এ্যাক্‌টা জয়রাইড্‌ দেওয়া যেতো। ওর বেবী-অষ্টিনখানা বেশ। আপনার বুঝি গাড়ী নেই?

বোল্‌লুম, না। কিন্তু বিনয়টি কে?

হঠাৎ একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বোল্‌লে, ও আমার একটি আত্মীয়।

জিগ্যেস্‌ কোর্‌লুম, কি রকম আত্মীয়? পাতানো?

স্বর উঁচু কোরে বোল্‌লে, আত্মীয় আবার পাতানো কি !

বোল্‌লুম, না, তাই জিগ্যেস্‌ কোর্‌ছিলুম।

বাস থেকে নাব্‌লুম। তারপর নানা কথায় তুল্‌লুম কবি ও সাহিত্যিক্‌দের কথা। প্রায় আধঘণ্টা ধোরে বক্‌বক্‌ কোরে তনিমা যা বোল্‌লে সংক্ষেপে তাকে এইভাবে বলা যায়।

—ওসব শেলিটেলিতে অতো ভালো লাগ্‌বার কিছু নেই। শ' মনে করে খুব ঘোরালো প্যাঁচালো ধরণের, যা বুঝ্‌তে পারা শক্ত হবে, এম্‌নি লিখ্‌লেই ভালো। তবে ওর মধ্যে এই গুণটা আছে যে মেয়েদের বড়ো কোরেচে। কবি সাহিত্যিক, এ্যাকাধারে সমস্তই আমাদের রবি-ঠাকুর।

কিন্তু যেই জিগ্যেস্‌ কোরলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন্‌টা সবচেয়ে ভালো লাগে, কাব্য না সাহিত্য ?

উত্তর এলো, চয়নিকা খানা সুন্দর হোয়েচে, আর শেষের কবিতা, অপরূপ !

জিগ্যেস্‌ কোর্‌লুম, আর কিছু পড়েন নি বোধ হয়।

ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়ে তনিমা বোল্‌লে, পোড়্‌বো না ক্যানো ? আপনি ইন্‌সাল্ট্‌ কোর্‌চেন আমাকে। লোকে যতো পড়ে সবই কি তার মনে থাকে !

দেখ্‌লুম এ্যাকেবারে মূলে গিয়ে ঘা লোগেচে, তাই গর্জ্জন ! বোল্‌লুম, বিষয়টা আদবে না জান্‌লে, মনে কখনোই থাকে না।

ক্ষিপ্তভাবে বোল্‌লে, তার মানে ?

আমি নিরুত্তর রোইলুম।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ কাট্‌লো।

তারপর আমি বোল্‌লুম, এইবার ফেরা যাক চোলুন। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তাড়াতাড়ি ফির্‌তে হবে।

বোল্‌লে, এবারে কিন্তু আর বাসে চোড়তে পারবো না। বরঞ্চ এ্যাক্‌খানা রিক্‌সা কোরুন।

বোল্‌লুম, কোল্‌কাতা সহরে গরুর গাড়ী চড়্‌বার র‍্যাওয়াজ নেই যে, নোইলে তাই ডাক্‌তুম।

ফোঁস কোরে উঠে তনিমা বোল্‌লে, আপনি আমাকে অপমান কোর্‌লেন।

আমি বোল্‌লুম, সেদিন পার্কে আপনার কাছে এ্যাক্‌টা সিগারেট-কেস্‌ দেখেছিলুম না, সেটা কি আপনার ?

শরীর দুলিয়ে তনিমা বোল্‌লে, না। অপরের। চেয়ে এনিছিলুম।

আমি বোল্‌লুম, আহা চেয়ে আন্‌বেন ক্যানো। আমি বোল্‌চি, সেটা যদি সঙ্গে থাকে তাহোলে ততোক্ষণ বরঞ্চ এ্যাক্‌টা ধরান না।

বোল্‌লে, স্মোক করবার আমার এ্যাখন দরকার হোচ্চে না। একটু হেসে ফেল্‌লুম।

বোল্‌লুম, তাই বোলুন, সেটা সঙ্গে নেই। আমার কাছে চুরুট আছে। তাই না হয় এ্যাক্‌টা চেষ্টা কোরুন।

তনিমা চুপ কোরে রোইলো।

আমি এ্যাক্‌টা চুরুট এগিয়ে দিলুম্‌। সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

বোল্‌লুম, আমায় অপমান কোর্‌লেন।

ও বোল্‌লে, সরী।

আমি চাপা হাসিতে বোল্‌লুম, থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

এ্যাক্‌খানা ট্যাক্সিই ডাক্‌লুম।

ট্যাক্সি আস্‌তে তনিমা বোল্‌লে, এই অপমানের পর আমি ট্যাক্সিতে যেতে প্রস্তুত নোই। বরঞ্চ হেঁটেই যাবো।

বোল্‌লুম, ট্যাক্সি যখন ডেকেচি, ফিরিয়ে দেওয়া তো যেতে পারে না। আপনি যদি যেতে না চান, আমি জোর কোরতে পারি না। আমি তাহোলে উঠ্‌লুম। আপনি হেঁটেই যাবেন এ্যাকান্ত?

গাড়ীর দরজার ওপোর আমার হাতখানা ছুঁয়ে তনিমা হঠাৎ তরল কণ্ঠে বোল্‌লে, আমাকে ঘর থেকে এনে পথে ফেলে রেখে যাবেন?

আমি ওর হাতখানা ধোরে ভেতোর দিকে টান দিয়ে বোল্‌লুম, পথে দাঁড়িয়ে মান-অভিমানের পালা অভিনয় করা খুব রুচি-সঙ্গত হয় না। আপ্‌নার অপমান-বোধ না-থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমার আছে। উঠে আসুন।

গাড়ীতে উঠেই শিখ্‌টাকে হুকুম কোর্‌লে, মিউনিসিপ্‌ল্‌ মার্কেট।

আমি বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন কোরলুম, সেখানে কি বিশেষ দরকার আছে?

কোনো উত্তর এলো না।

বোল্‌লুম, আমার কাছে যথেষ্ট পয়সা নেই। একথা মনে রাখ্‌বেন।

তনিমা সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

বাজারে পৌঁছেই এ্যাকতোড়া ফুল কিন্‌লে। দাম অবশ্য আমাকে দিতে হোলো। তারপর ঢুক্‌লো এ্যাক্‌টা ষ্টলে। চা-কেক্ খেয়ে বেরোলো। ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েই পকেটের ভার কমে এসেছিলো। তাই নিজে অভুক্ত থেকেও তনিমাকে ভোজন করালুম।

ষ্টলের বাইরে এসে বোল্‌লুম, আপনি কি আজ বাড়ী ফির্‌বেন না? রাত হোয়েচে। আমি প্রায় কপর্দ্দকশূন্য হোয়ে পোড়েচি।

দাড়িটা খুব উঁচু কোরে তুলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বোল্‌লে, আমি তার কি জানি!

নিষেধে কাজ হোলো না। ও হঠাৎ রেশমের মোজা কিন্‌তে দোকানে ঢুকে পোড়লো। আমি শূন্যপ্রায় পকেটে হাতগুঁজে বাইরে দাঁড়িয়ে রোইলুম। ওর কাছে যে কিছুই ছিলো না, তা জানতুম। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কোর্‌তে লাগ্‌লুম।

এরও উত্তর সে দিলে। এবং খুব ভালো কোরেই।

মোজাটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দোকানদারটাকে আমার দিকে লেলিয়ে দিলে। সে কাছে এসে সেলাম কোরে দাঁড়ালো। আমি নির্ব্বিবাদে পকেট কুড়িয়ে শেষ-সম্বল মোজা-ওয়ালার হাতে ধোরে দিলুম।

চোল্‌তে চোল্‌তে তনিমা হঠাৎ দেখি, এ্যাক্‌টা চকোলেটের দোকানে ঢুকে পোড়্‌তে চায়।

তার হাতখানা হাতের মধ্যে চেপে ধোরে নিয়ে, এ্যাক্রকম জোর কোরেই পথে এনে উপস্থিত কোর্লুম। এবং শেষ সম্বল চার্টি পয়সা ওর হাতে দিয়ে বোল্লুম, আমার কাছে এইমাত্র বাকি আছে। চকোলেট্ কিন্তে হয়, বাড়ী ফিরতে হয়, যা ইচ্ছে কোরুন।

পয়সা চারটে পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বোল্লে, সে সব আমি জানি না। আমাকে ফেলে এখান থেকে চোলে যান দিকি!

বোল্লুম, আবার হঠাৎ কিছু কেন্বার ঝোঁক্ চাপ্লেই আমাকে বাধ্য হোয়ে ভাগ্তে হবে।

বোল্লে, আমার আর কিছু কেন্বার দরকার নেই। এ্যাখন বাড়ী চোলুন।

কি উপায়ে বাড়ী পোঁছোনো যায়, চুপ করে তাই ভাব্তে লাগ্লুম। ও নিজের মনে বোলে যেতে লাগ্লো, বাসে আমি এতোখানি পথ যেতে পারবো না। ট্যাক্সিতেই যেতে হবে। বাস থেকে নেবে অতোখানি হাঁট্তে পার্বো না।

এইটেই যুক্তিযুক্ত বোলে বোধ হোলো। কারণ বাসে নগদ পয়সা লাগে। ট্যাক্সিতে, বাড়ী পোঁছে গিয়ে দেওয়া চলে।

ট্যাক্সিতেই ওঠা হোলো। ফুল মোজা প্রভৃতি এ্যাক্পাশে রেখে তনিমা হঠাৎ আমার গায়ে গা ঘেঁসিয়ে বোস্লো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় সোরে কোণ চেপে বোস্লুম। আমার সরাটুকু ও স্পষ্টোই বুঝ্লে। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হোয়ে ভালো কোরে সোরে এসে, আমার বাঁ হাতখানার

ওপোর ঘনিষ্ঠভাবে বুক ঘেঁসিয়ে, মুখখানা কাঁধের ওপোর ঠেকিয়ে রাখ্‌লে।

আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে অস্বস্তির এ্যাক্‌টা সিড়্‌সিড়িনি চোলে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো। কাঠের মতো শক্ত হোয়ে কোনক্রমে বোসে রোইলুম। কারণ আশঙ্কা ছিলো যে বাধা দিলে গাড়ীর মধ্যেই কুৎসিৎ কোনো গোলোযোগ ঘোটে যায়।

বাড়ীর কাছে গাড়ী এসে থাম্‌লো। তবুও খেয়াল নেই। তেম্‌নিভাবে গায়ের সঙ্গে নেপ্‌টে লেগে রোইলো।

হাতখানা ধোরে ঠেলে তুলে দিয়ে বোল্‌লুম, নাব্‌তে হবে না।

ছিলেকাটা ধোনুকের মতো সোজা হোয়ে উঠে বোল্‌লে, কি! অভদ্র কোথাকার! আমার গায়ে হাত!

বুক-ফাটা এ্যাক্‌টা দুর্দ্দমনীয় হাসি বার হবার মতো হোলো। কোনক্রমে চেপে গেলুম। তনিমা তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে ট্যাক্সি থেকে নেবে গ্যালো। আমি মোজা ফুল সঙ্গে নিয়ে পেছোনে পেছোনে গেলুম।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপোর সেগুলো রাখ্‌বার জন্যে এগিয়ে গেলুম।

তনিমা ফিরে দীপ্ত কণ্ঠে বোল্‌লে, আবার ঘরে ঢুকেচেন! যান্‌ আপনি! ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েচেন?

উচ্চরবে হেসে উঠে আমি বোল্‌লুম, তা আমি জান্‌তুম। এখান থেকে ট্যাক্সি-ভাড়া পাবার আশায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আসি নি। মোজা আর ফুলগুলো ফেলে আস্‌ছিলেন, তাই।

সবেগে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে মোজা ও ফুলের তোড়াটা ছিনিয়ে নিয়ে জান্‌লা গোলিয়ে টেনিসের লনে ফেলে দিলে। আমি আবার তেম্‌নি কোরে জোরে হেসে উঠ্‌লুম।

বোল্‌লুম, আমি চোলে গেলেই কিন্তু আবার কুড়িয়ে নেবেন। নষ্ট কোরে লাভ নেই। নমস্কার, বিদায়!

সেই ট্যাক্সি চোড়ে বাড়ী এলুম।

পরদিন সকালেই বিনয়ের সঙ্গে ছাখা কোর্‌লুম। এবং প্রচ্ছন্নভাবে বল্‌বার চেষ্টা কোরলুম যে, মেয়েটি ভালো নয়। বিনয়ের ঘরে তনিমার ছবিখানা দেখেই যে এইসব কথা বোল্‌চি, এই ও ভাব্‌লে।

বোল্‌লুম, এ-রকম বাজে লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালে ছুক্‌খু আছে। ইত্যাদি।

বিনয় কিন্তু এ্যামোন এ্যাক্‌টা বেগে তনিমার দিকে এগিয়ে রোয়েচে দেখ্‌লুম যে, শুধু কথা, কিম্বা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তাকে দমানো সম্ভব নয়।

পরিশেষে বোল্‌লুম, তোমার কপালে ছুক্‌খু আছে।

বিনয় তার উত্তরে বোল্‌লে, সেই! নিদারুণ এ্যাক্‌টা ঘা খাওয়াই আমার দরকার হোয়েচে। নোইলে আমার পক্ষে থামা শক্ত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ঘোট্‌লোও তাই। এ্যাক্‌দিন নিতান্ত অসময়ে বিনয় আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। চুল উস্কোখুস্কো। মুখ শুখ্‌নো। হঠাৎ দেখে ভয় হয়! য্যানো অমঙ্গলের দূত।

বাক্যব্যয় না কোরে পকেট থেকে এ্যাক্‌খানা কাগজ বার কোরে আমার সাম্‌নে মেলে ধোর্‌লে। দেখি, সাহেব-দর্জ্জির দোকানের বিল। মোট আড়াইশ' টাকার।

আমি নীরবে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

ও আর এ্যাক্‌খানা টাইপ্‌-করা চিঠি আমার স্বমুখে মেলে ধোর্‌লে।—পূজোর সময়ে পোষাক করানো হোয়েছিলো। তারির মূল্য এই বিগত তিন-চার মাসের মধ্যে না-পাওয়ার শমন এবং সাত দিনের মধ্যে টাকা না-পাওয়া গেলে আদালতের সহায়তা নেওয়া হবে, জানানো হোয়েচে।

আমি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন কোরলুম, মেয়েদের পোষাক দেখ্‌চি!

কঠিন, রুক্ষস্বরে বিনয় বোল্‌লে, আমার ঘরে যে ছবিখানা দেখেছিলি, সেই শয়তানির। তার নাম তনিমা! কাল আমাকে জানিয়ে দিয়েচে যে, অন্য এ্যাক্‌জনের সঙ্গে অনেক্‌দিন ধোরেই আলাপ্‌ চোলে আস্‌ছিলো। সম্প্রতি, ওঁর বাবা-মার ইচ্ছেতেই সেইখানে সমস্ত স্থির হোয়ে গেচে।

আমার বল্‌বার কিছুই ছিলো না। নীরবে আমার ঘোড়িটা, সোনার বোতামগুলো, গোটাদুই আংটি এবং এধার-ওধার খুঁজে কিছু টাকা সংগ্রহ কোরে এনে বিনয়ের সাম্‌নে রাখ্‌লুম।

ও বিস্ময়ে এ্যাকেবারে নির্ব্বাক হোয়ে চুপ্‌ কোরে বোসে রোইলো। বার-কয়েক ইতস্তত কোরে অবশেষে সেগুলো হাতে তুলে নিলে। ধীরে-ধীরে পকেটে পুরে, ও উঠে দাঁড়ালো।

এ্যাক্‌খানা হাত আমার কাঁধের ওপোর রাখ্‌লে। সেখানা থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আমার চোখের দিকে চাইতে দেখ্‌লুম, অস্বাভাবিক এ্যাক্‌টা রক্তিমা, তেজে তীক্ষ্ণ হোয়ে উঠেচে।

বোল্‌লে, হতাশ-প্রেমিক হবার অবসর আমার নেই। কারণ, সে আমাকে কঠোরভাবে বঞ্চনা কোরেচে। হতাশার দুক্‌খের চেয়ে এই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনার বেদনা আরো পীড়াদায়ক। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো দুক্‌খু এই যে, সেই পরিণতি থেকে, নিজেকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার বুকের বোতাম, হাতের আংটি, ট্যাঁকের টাকা খুলে নিয়ে যেতে হোচ্চে। বুঝ্‌লি, ভাই—অন্য সমস্ত ছাপিয়ে এই কথাই শুধু আজ মনে উঁচু হোয়ে উঠেচে।

বিনয় বেরিয়ে গ্যালো, আল্‌গা লম্বা লম্বা পা ফেলে।

কিছুদিন পরে। এ্যাক্‌দিন সন্ধ্যায় এম্‌নি আন্‌মনা ভাবে পথ চোল্‌চি বিনয়ের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে। হঠাৎ সুমুখে দেখি এ্যাক্‌দল মেয়ে এগিয়ে যাচ্চে। তাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে তনিমার কণ্ঠস্বর শুন্‌লুম বোলে মনে হোলো। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলুম। এই সময়ে ঘাড় ফিরিয়ে এ্যাকবার চাইলুম, সত্যিই তনিমা কিনা, তাই দেখ্‌তে।

আমার এই ঘাড় ব্যাঁকানোটুকু ওদের লজ্জা সম্ভ্রম আর কিছু রাখলে না য্যানো। এম্‌নিভাবে বোলে উঠ্‌লো, ব্রুট্‌!

অতঃপর তনিমার স্পষ্টো গলা শুন্‌তে পেলুম, ফ্লগ্‌ করা উচিত।

তৎক্ষণাৎ রাস্তার এ্যাক্‌পাশে দাঁড়িয়ে পোড়্‌লুম।

আমি থাম্‌তে, ওরাও ভয় পেয়ে থেমে গ্যালো। দেখি, কেউ কেউ বস্ত্রের ভেতোর থেকে চামড়ার কোমোরবন্ধ খুলে হাতে নিয়েচে।

আমি ওদের থেমে-পড়া ঝাঁকের দিকে দু-পা এগিয়ে গেলুম। আমাকে এগিয়ে আস্‌তে দেখে ওরা রীতিমত দোমে গ্যালো।

অন্ধকারে সবাইকে ভালোকরে ছাখা যাচ্ছিল না।

বোল্‌লুম, এর মধ্যে তনিমা বোলে কেউ নিশ্চয়ই আছেন। শুন্‌লুম, তিনিই ফ্লগ্‌ কোর্‌তে চাইচেন। আসুন এগিয়ে। ফ্লগ তো তাঁকে কোর্‌তেই হবে। নোইলে পরের পয়সায় পোষাক পরার যে পেত্নীরূপী এ্যারিস্টোক্রাসী, সে বাঁচ্‌বে কি কোরে!

আমাকে চিন্‌তে পেরে তনিমা নরম কণ্ঠস্বরে বোল্‌লে, ওঃ, আপনি!

বোল্‌লুম, ক্যানো বোলুন তো! আমাকে পূর্ব্বাহ্লেই চিন্‌তে পারলে কি, ফ্লগের বদোলে কিস্‌ কোরতেন। আপনার লজ্জিত হোয়ে পড়া দেখে তো সেই রকমই মনে হয়।

ও কি-এ্যাক্‌টা বল্‌বার চেষ্টা কোর্‌তে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বোল্‌লুম, বিনয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি তার সঙ্গে যখন ভালোবাসার অভিনয় কোর্‌তেন, আমাকেও সেই সময়েই গাঁথ্‌বার চেষ্টায় ছিলেন। ভেতোরে ভেতোরে আরো এ্যাক্‌জন ছিলো। সেই বীর যুদ্ধে জয়ী হোয়েচে। এ্যাক্‌সঙ্গে তিন জনের সঙ্গে তাল রাখা! আশ্চর্য্য! আপনার ক্ষমতা আছে!

তাড়াতাড়ি বোল্‌লে, ওহো, বিনয় আবার আপনার বন্ধু! সেকথা তো জান্‌তুম না।

বিরক্তভাবে বোল্‌লুম, জানা থাক্‌লে কি বেচারাকে ধনে-প্রাণে মজানোটা বিন্দুমাত্র কম কোর্‌তেন! সকোলের সুমুখে রূঢ় কথা বল্‌বার জন্যে আমাকে মার্জ্জনা কোরবেন। ওঁরা বোধ হয় গুপ্ত-সংবাদগুলো সব জেনে গ্যালেন! যাক্। পথের লোক্‌কে ধোরে ফ্লগ্ কর্‌বার মতো নারীত্বের তেজ আপনাদের নেই। ওটুকু নিছক মেয়েলিপনা। তা নিয়ে পথে দাঁড়িয়ে ঢলাঢলি কর্‌বার দরকার নেই। সভ্য ভদ্রভাবে পথ চোল্‌তে শিখ্‌বেন। কেউ কেউ সইতেও পারে। কিন্তু সকোলেও-মেয়েলিপনা সোইবে না, বুঝ্‌লেন। নমস্কার!

আট

দিদি, এই গ্যালো তোমার বিয়ের আগেকার ঘটনাবলী। এইবার তোমার বিয়ের অব্যবহিত পরের কথা বলি শোনো।

আমার বন্ধু কনকের সঙ্গে তোমার আলাপ হোয়েচে। মনে আছে তো, ছেলেটা কি ভয়নক লাজুক আর সরল। এইবার যে বিষয়টি তোমাকে বোল্‌বো, সেটা পুরোপুরি ওর কথা। আমার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সংস্রব নেই। শুধু ক্ষণেক্ষণে এসে, ও আমাকে সাক্ষ্য মান্‌তো। এবং কি করা উচিত, এ-বিষয়ে পরামর্শ চাইতো। এই পর্য্যন্ত এ-ঘটনার সঙ্গে আমার যোগ।

বরাবোরই ও মেয়েদের এড়িয়ে চোলেচে। কিন্তু কলেজের শেষ-পড়াটায় ও কিরকম ‍য্যানো নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লে। যারা এড়িয়ে চলার অভ্যাস করে শুধু, তাদের কপালে এই-রকম দুর্ভোগই লেখা থাকে। হোলো কি, ওদের সঙ্গে যে-সব মেয়ে পোড়্‌তো তার মধ্যে এ্যাক্‌জন ছিলো নিতান্তই বিদুষী। সে পরীক্ষায় প্রতিবারেই ছেলেদের মুখ চুন কোরে দিয়ে শীর্ষস্থানটা অধিকার কোরে এসেচে। ছেলেরা না-পেরে রাগের মাথায় বোল্‌তো, তার কারণ সে মেয়ে বোলে, পরীক্ষকরা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে তার বিচার কোর্‌তেন। এবং এইভাবে স্ত্রী-শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়! যাই হোক, এই মেয়েটির প্রতি অনেকগুলি

ছেলে যথার্থই আকৃষ্ট হোয়ে পোড়েছিলো। মেয়েটি বাস্তবিকই গুণসম্পন্না। এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্যে কনক অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠ্‌লো।

কলেজে অন্য ছেলের সাম্‌নে আলাপ কোর্‌তে কনকের লজ্জাবোধ হোতো। তাই কনক তাকে মাঝে মাঝে শুধু দু-চার খানা কোরে বই পোড়্‌তে দিতো। আর বারাণ্ডার কোণে, কিম্বা সিঁড়িতে ওঠা-নাবার সময়ে হঠাৎ দ্যাখা হোলে সংক্ষেপে দু-এ্যাক্‌টা কথা চোল্‌তো।

এইভাবে কিছুকাল চোল্‌লো। তারপর এলো গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ ছুটি। এই উপলক্ষ কোরে মেয়েটি হঠাৎ কয়েকটি ছেলেকে কনকের সঙ্গে, ওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোর্‌লে, ছোটোখাটো এ্যাক্‌টা প্রীতিভোজের নাম কোরে। এই নিমন্ত্রিতের মধ্যে এ্যাক্‌জন ছিলো, সে খুব ভালো সেতার বাজাতে এবং গান গাইতে পারতো। এই ছেলেটির ওপোর মেয়েটির যে এ্যাক্‌টা বিশেষ আকর্ষণ ছিলো, এ-কথা কনক বহুদিন পর্য্যন্ত জান্‌তে-ও পারেনি।

সে যাই হোক। ভোজ শেষ কোরে কনক আমার কাছে নিতান্তই উৎফুল্ল হৃদয়ে উপস্থিত। বোল্‌লে, অমলা সেতার বাজানোর খুব প্রশংসা কোরেচে। আর বোল্‌লে, আমারও সেতার শেখ্‌বার ইচ্ছে। কিন্তু শিখি কার কাছে? অর্থাৎ য্যানো সমীর গিয়ে শেখালেই হয়। কিন্তু মুস্কিল হোচ্চে যে, সে ছেলে নিজেকে ত্যামোন শস্তাই মনে করেনা যে উপযাচক হোয়ে শেখাতে যাবে।

তারপর ছুটির মধ্যেই কনক আর এ্যাক্‌দিন গিয়েছিলো। এই উপলক্ষ কোরে যে, অমলা যদি বাস্তবিকই সেতার শিখ্‌তে চায় তাহোলে সে নিজে সমীরকে বিশেষ কোরে বোল্‌বে।

অমলা ও-কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়্‌লে।

বোল্‌লে, আচ্ছা? সমীরবাবুর অতো চোখ খারাপ্‌ ক্যানো? খুব পড়াশুনো করেন বুঝি!

কনক বোল্‌লে, ওটা ওর ছেলেব্যালা থেকেই। তবে এধারে নানারকম অযত্নে বেড়েচে।

অমলা প্রশ্ন কোর্‌লে, অযত্ন ক্যানো?

কনক বোল্‌লে, মেসে পোড়ে থাকে। খাওয়াদাওয়ার ওর ঠিক্‌ঠিকানা নেই। গানবাজনা কোর্‌চে তো, কোর্‌চেই। আড্ডা দিচ্চে তো দিচ্চে। কবিতা লিখ্‌চে তো লিখ্‌চেই। ব্যালা-দুটো রাত-দুটো, এ খেয়াল ওর নেই।

অমলা বোল্‌লে, তা আপনারা তো বন্ধুবান্ধব রোয়েচেন। এ্যাক্‌টু ছাখাশোনা কোর্‌তে পারেন না?

কনক বোল্‌লে, আমরা রোয়েচি বোলেই ও যখন পথে বেরোয়, দাড়িও কামানো থাকে, কাপোড়ও ফর্সা থাকে। যখন থাকি না, তখন বিরাট এ্যাক্‌টা কিছু কোরে, মুখভার কোরে বোসে থাকে। হয় দরজা বন্ধ কোর্‌তে ভুলে বেরিয়েছিলো। ফিরে এসে ছাখে, আদ্দেক বই চুরি গেচে, ঘড়ি নেই, র‍্যাপার নেই। আর না হয়, সমস্ত মাসের খরচের টাকা পেয়ে বিছানার তলায় গুঁজে রেখেছিলো, খুঁজে পাচ্চে না। এ তো লেগেই আছে।

অমলা বোল্‌লে, অমোন ছেলেকে তার বাপ মা নিজেদের কাছ্‌-ছাড়া করেন ক্যানো! কিম্বা ভালো দেখে এ্যাক্‌টা বিয়ে দিলেই হয়।

কনক বোল্‌লে, সেবারে ওর মা, ওর এই ভোলামনের কথা নিয়ে কতো দুক্‌খু কোর্‌লেন।

অমলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস্‌ কোর্‌তে লাগ্‌লো, সমীরের নানা ছোটোখাটো খবরগুলো পর্য্যন্ত।

এ-সব কিছুক্ষণ চল্‌বার পর পূর্ব্বকথার যোগসূত্র টেনে এনে কনক বোল্‌লে, এই তো ওর অবস্থা। উপরন্তু মুস্কিল এই যে, ও আবার এক্‌টু আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্ন-ঘ্যাঁসা ছেলে। মেসে থেকে, খেয়ে, ওর সেই দিক্‌টা তীব্রতরো হোয়ে উঠেচে। কোনো বন্ধুর বাড়ীতে কোনো ছোটো অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ কোরে নিমন্ত্রণ পেলে, ও কিছুতেই ছাড়্‌বে না। আর মেয়েদের হাতের সামান্য এ্যাক্‌টা তরকারী ও এম্‌নি সহৃদয়তার সঙ্গে খাবে যে বাইরের লোকে মনে কোর্‌বে এ-সব ওর বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমরা ওকে জানি তো!

অমলা ব্যস্তভাবে বোল্‌লে, তা আমি তো রেঁধে দিতে পারি।

উচ্চারণ কোরেই কথার অসামঞ্জস্যটুকু মনে হোতে শুধ্‌রে নেবার চেষ্টায় অমলা বোল্‌লে, এই মনে কোরুন, মেসে গিয়ে মাঝে মাঝে রেঁধে দিয়ে এলুম।

কনক হেসে উঠ্‌লো।

একথাটাও তেমনি অসংলগ্ন হোয়ে পোড়্‌লো দেখে অমলা বোল্‌লে, না হয় আমার বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ কোর্‌বো। রেঁধে

খাওয়াতে আমি ভারি ভালো বাসি। সেই কথাই রোইলো। কি বলেন? সমীর এবং আর যে ক-জন এর আগে এসে-ছিলেন? তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আপনি আস্‌বেন। সেতার শেখার কথাটা সেই সূত্রে পাড়া যাবে। ক্যামোন?

অমলার সঙ্গে কনকের যে সব কথাবার্ত্তা হয়, বিশেষ কোরে সমীর সম্পর্কে, সমীরের কাছে ও তার যথাযথ বর্ণনা কোরে থাকে। তাতে যে, কি ফল হবে, সে-কথা ও এ্যাক্‌দিনের জন্যেও ভাবে নি। অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সরল বিশ্বাসে সমস্তই বোলেচে। এদিকে অমলার মতো কোনো বিদুষী মেয়ে যে, সমীর-সম্বন্ধে এইভাবে ভাব্‌তে ও আলোচনা কোর্‌তে পারে, এ-কথা মনে কোরে সমীর-বেচারির মাথা গ্যালো ঘুরে। কিন্তু বুদ্ধিমান-সে, কনকের সাম্‌নে ও-বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দ্যাখালে না। কারণ, সে জান্‌তো যে এতে কনককে কতোখানি আঘাত দেবে। অন্য বন্ধুরা কনকের আড়ালে সমীরকে এই বোলে ঠাট্টা কোর্‌তে সুরু কোর্‌লে যে, এইবার তাহোলে দু-হাত এ্যাক্‌ হোয়ে যাক্।

সমীর তার উত্তরে জানালে, আমার যতদূর মনে হোয়েচে, ও মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতা পর্য্যন্ত বেশিদিন টিক্‌বে না। বিয়ের কথা তোমরা নিশ্চিন্তে ভুল্‌তে পারো।

নিমন্ত্রণের দিন সকোলে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হোলো। অমলা নিজে পরিবেষণ কোরে খাওয়ালে। তরকারী এনে সমীরকে জানালে, ওর নিজের হাতের রান্না। সমীর বেশী কোরে খেলে সেই তরকারী। এবং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কোর্‌তে

ছাড়্লে না। তারপর গান-বাজ্না কথালাপ হোলো। ওরা সবাই বিদায়-ও নিলে। কিন্তু সেতার শেখাবার কথাটা উল্লেখ কোর্তে অমলা ভুলে গ্যালো।

পথে এসে কনক অপ্রস্তুত-ভাবে সমীরকে বোল্লে, যেটাকে উপলক্ষ কোরে আজকের খাওয়া, সেইটেই হোলো ভুল। অমলা সে কথা তুল্লে না দেখে আমিও চুপ কোরে রোইলুম।

এর পরে কনক আবার যখন গ্যালো, অমলা নিতান্তই কিন্তু-ভাবে বোল্লে, আসল কথাটাই সেদিন ভুল হোয়ে গ্যালো। রান্না থেকে পরিবেষণ, তারপরে আপ্নাদের গান-বাজ্না আর সমীরের গানের মিষ্টি গলা—এ্যাতোতেও কখনো মাথার ঠিক থাকে! আর এ্যাক্টা দিন স্থির কোরুন, আপনারা দু-জনে এসে এখানে বিকেলে চা খেয়ে যাবেন। তখন ধীরে-সুস্থে কথাটা তোলা যেতে পারে।

এরও দিন স্থির হোলো।

এবং চায়ের টেবিলে আলু-নারকেলের ঘুঘ্নি থেকে মাছের বড়া, ডিমের সিঙাড়া, মাংসের কাট্লেট এবং ক্ষীরের লুচি পর্য্যন্ত সবই ক্রমেক্রমে এসে উপস্থিত হোলো। সে-সমস্তই যে অমলা নিজে হাতে তৈরি কোরেচে, সে কথা আপনিই বোল্লে বারেবারে। সমীর খুব প্রশংসা কোর্লে। আসল কথাই বাদ পোড়ে যাচ্চে দেখে, কনক চেষ্টা কোর্লে, বার-কয়েক ধোরে। কিন্তু অমলা তাকে থামিয়ে দিয়ে সমীরের সঙ্গেই সমস্তক্ষণ ধোরে আজে-বাজে কথা কোইলে।

কনককে প্রকাশ্যে অমলা যে মোটেই আমোল দিতে চায়

না, এ-ভাবটা কনকের কাছে ধরা পড়েনি। এবং নিজের উৎসাহে সেটা কনকের সুমুখে স্পষ্টো হোয়ে ওঠে, এই আশঙ্কায় সমীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ্যাক্টাও কথা বোল্‌লে না। কিন্তু এতে ফল হলো অন্য রকম। অমলা ভাব্‌লে, সমীর লোকটা বেজায় দেমাকে। এবং এই কথাই এ্যাক্‌দিন কনকের কাছে প্রকাশ কোরে ফেল্‌লে।

বোল্‌লে, কতো ছেলে আমার সঙ্গে আলাপ কোর্‌তে চায়। আমাকে চিঠিপত্র লিখে থাকে। সমীরের এ্যাতো অহঙ্কার কিসের যে, এ-পর্য্যন্ত নিজে থেকে আমার সঙ্গে আলাপ কোর্‌তে এলেন না! কলেজে যতোটুকু আলাপ, সেই কি সব! আপনাদের কি মনে হয়? তাহোলে নিশ্চয়ই এখানে-ও আস্‌তেন না।

কনক এ-কথাও সমীরকে জানালে, একটু ঢুক্‌খাত ভাবে। এইবার য্যানো ও স্পষ্টোই বুঝ্‌লে যে, ওকে সমীর এবং অমলার মধ্যকার দৌত্যকার্য্যের যন্ত্ররূপে প্রয়োগ করা হোয়েচে। এবং শুধু সেই জন্যেই যতোটুকু কথাবার্ত্তা দরকার, অমলা তা কোয়েচে।

ওদের কলেজ খুলে গ্যালো। এবং শেষ-পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হোতে সকোলেই অল্পবিস্তর ব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌লো। কনকের মন কিন্তু লেখাপড়া থেকে দূরে চোলে গ্যালো। ও ভেবে দেখ্‌লে যে, এ্যাতোদিন অমলার সঙ্গে আলাপ হোয়েচে, তার মধ্যে ভুলেও সে কোনোদিন সমীর ছাড়া অন্য আলোচনা করেনি। কনক মনে মনে ক্ষুণ্ণ হোলো। হঠাৎ ভেবে পেলে

না, কি করা উচিৎ। নিজেকে ফিরিয়ে আনাই এ-ক্ষেত্রে সঙ্গত, বুদ্ধি দিয়ে বুঝ্‌লেও মনকে মানাতে পারলে না। এই দ্বিধার মধ্যে পোড়ে হঠাৎ এ্যাক্‌দিন অমলার এ্যাক্‌টা কথায় কনক বিস্মিত হোলো যতো, আনন্দিত হোলো শতগুণে।

অমলা কলেজেই বোল্‌লে, আপনি য্যানো দিনদিন—। আমাদের বাড়ী আসা কম কোরেচেন। নিশ্চয়ই কিছু—।

কনক সন্ত্রস্তভাবে বোলে উঠ্‌লো, নানা, সে সব কিছু নয়। শরীরটা ক-দিন থেকে—।

অমলা বোল্‌লে, তাহোলে কাল বিকেলে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রোইলো। আপনি না-গেলে কিন্তু আমার চা টেবিলেই ঠাণ্ডা হবে! নিশ্চয়ই যাবেন, ক্যামোন?

এ্যাতো ব্যগ্রভাবে অমলা আর কখনো কনককে নিজের বাড়ীতে ডাকেনি। কনক এ্যাকেবারে বিহ্বল হোয়ে গ্যালো।

কনক যথাসময়ে উপস্থিত হোলো। দেশবিদেশের নানা-রকম সামাজিক গণনৈতিক আলোচনার মধ্যে অমলার হাতে-গড়া চিংড়ির কাট্‌লেট থেকে ছানার জিলিপি পর্য্যন্ত সবই নিঃশেষ হোলো। অতঃপর চা-কেকের পালা।

ছুরিখানা দেখিয়ে, চা ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে অমলা বোল্‌লে, কেক্‌-খানা কাটুন না।

কনক ছুরি তুলে নিয়ে কেকের মধ্যে গুঁজে দিলে। কিন্তু কাট্‌বার জন্যে লম্বা টান্‌ দিয়ে দেখ্‌লে, কেক্‌সুদ্ধু পিরিচের ওপোর পিছ্‌লে আস্‌চে। এই দেখে, অমলা কাঁটা দিয়ে কেক্‌-খানা চেপে ধোর্‌লে। দ্বি-খণ্ডিত কেকের কাঁটায়-আট্‌কানো

অংশটা কনকের পিরিচের ওপোর রেখে অমলা খিল্‌খিল্ কোরে হেসে উঠ্‌লো। কনক বুঝ্‌লে, নিশ্চয়ই কোনো কায়দাদুরস্ততার অভাব ঘোটেচে।

এই মনোভাবেও তাড়াতাড়ি বোল্‌লে, কেক্-কাট্‌বার ঠিক্ পদ্ধতি আমার জানা নেই।

অমলা বোল্‌লে, আপনার কোনো ভুল হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য্য এ্যাক্‌টা কাণ্ড ঘোটে গেচে।

কনক ব্যগ্রভাবে অমলার মুখের দিকে চেয়ে রোইলো।

অমলা মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লে, বিবাহে-সম্মত তরুণ-তরুণী দু-জনে মিলে এই পদ্ধতিতে কেক্ কেটে থাকে।

কনক লজ্জায় এ্যাকেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

অমলা তেম্‌নি কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লে, কি আর কোর্‌বেন বোলুন। এ তো আর আমাদের স্বেচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু দৈবটা কি আশ্চর্য্য, তাই বলুন! মা তো আমায় ব্যতি-ব্যস্ত কোরে তুলেচেন, বিয়ের কথায়। কিন্তু আমি বিয়ে কোর্‌বো, সে রকম ছেলে কোথায় বোলুন!

অমলা আবার তেমনি কোরে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

কনক নিদারুণ লজ্জার ভেতোর দিয়ে কোনক্রমে চা-পান শেষ কোরে এ্যাক্‌রাশ মিথ্যে কথা বোলে ফেল্‌লে।

বোল্‌লে, আজ্‌কে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বায়োস্কোপ যাবার কথা আছে। আমাকে এক্ষুনি উঠ্‌তে হয়।

অমলা বোল্‌লে, এর পরের দিন কিন্তু অতো কড়া এন্‌-গেজ্‌মেণ্ট্‌ কোরে এলে হবে না, যা ভাঙা চোল্‌বে না। বুঝ্‌লেন তো!

কনক নমস্কার কোরে বিদায় নিলে।

কনক লজ্জা পেয়েছিলো। কাজেই কলেজে দিন-কতক এড়িয়ে-এড়িয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লো।

এ্যাক্‌দিন কলেজে, খুব তাড়াতাড়ি কনক সিঁড়ি বেয়ে ওপোরে উঠ্‌চে, অন্য ছেলের কাছে এ্যাক্‌খানা বই ফেলে এসেছিলো। সিঁড়ির এ্যাক্‌টা বাঁকের কাছে এসে ফির্‌তে গিয়েই এ্যাকেবারে ঠিক্‌ অমলার স্নুমুখে পোড়্‌লো। অমলা নেবে আস্‌ছিলো। কনক এ্যাকেবারে দাঁড়িয়ে পোড়্‌লো।

অমলা মৃদু হেসে বোল্‌লে, উঃ। কি জোরে আপনি উঠ্‌ছিলেন। এখুনি আমার সঙ্গে ভীষণ ধাক্কা লেগে যেতো।

কনক রুমাল বার কোরে মুখ পুঁছ্‌লে। মুখখানা লাল হোয়ে উঠ্‌লো।

অমলা বোল্‌লে, আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তো কাল বিকেল ছ-টার সময়ে এ্যাক্‌বার যেতে পার্‌বেন? তাহোলে দু-জনে মিলে এ্যাক্‌টা নোট্‌-তৈরি শেষ কোরে ফেলি। পরীক্ষা তো এলো!

কনক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

কনক এসেচে খবোর পেয়ে অমলা নিজেই তাড়াতাড়ি নীচে নেবে এলো। কনককে সে নিজে রীতিমত অভ্যর্থনা কোরে ওপোরের ঘরে এনে বসালে।

কনক মৃদু হেসে বোল্‌লে, আপনার কানের নীচে অনেকটা স্নো লেগে রোয়েচে।

অমলা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেটা ঘোসে নিয়ে বোল্‌লে, আপনি এসে পোড়্‌লেন যে। তাইতো তাড়াতাড়ি নীচে নেবে গেলুম। আমি কি জানি যে, আপনি এর মধ্যেই আস্‌বেন।

কনক লজ্জায় রক্তবর্ণ হোয়ে তাড়াতাড়ি হাতের ঘোড়িটার পানে চেয়ে সিঁদুর-বর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো।

কনকের লজ্জা-পাওয়াটা লক্ষ্য কোরে অমলা ঠোঁটের মধ্যে-চাপা হাসিতে বোল্‌লে, আপনি যদি ঘোড়ি ধোরে, ঠিক ছ-টার সময় উপস্থিত হোতেন তাতে বুঝ্‌তুম, নেহাৎ দায়ে পোড়ে আপনি নিমন্ত্রণ স্বীকার কোরেচেন। তাহোলে কিন্তু ভারি দুক্‌খু পেতুম।

চা এলো।

অমলা পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বোল্‌লে, চা খেয়ে চোলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। অবশ্য আপ্‌নার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে।

কনক মোটের ওপোর একটু বিভ্রান্ত হোয়ে বোল্‌লে, না-না, আপত্তি আর কি। কিন্তু নোট লেখার—

কথা কেড়ে নিয়ে অমলা বোল্‌লে, সে হবে এ্যাখন।

কিন্তু চা-পান শেষে অমলা বোল্‌লে, চোলুন ওপোরে।

তিনতলায় অমলার ঘরে এসে কনক একটু কিন্তু-ভাবে এ্যাক্‌খানা চেয়ার টেনে নিয়ে অমলার পড়বার টেবিলের কাছে বোস্‌লো।

অমলা কোথা থেকে এ্যাক্‌খানা হাতপাখা এনে, পেছোন থেকে কনককে রীতিমত বাতাস কোর্‌তে লাগ্‌লো। কনক তো লজ্জায় সঙ্কুচিত হোয়ে, কি যে বোল্‌বে ভেবে পেলে না। শুধু একটু বোকা-হাসি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কোর্‌লে।

অমলা তর্জ্জনীর মৃদু এ্যাক্‌টা চাপ পাশের দিক থেকে, কনকের কাঁধে লাগিয়ে দিয়ে বোল্‌লে, ঘরের পাখাটা খারাপ হোয়ে গেচে। তাছাড়া, মা বলেন, মেয়েদের এ-সব শেখা দরকার!

কনক মুখে কিছু বোল্‌তে পার্‌লে না। শুধু সিঁদুরের মতো রক্তবর্ণ হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এটা লক্ষ্য কোরে অমলা বোল্‌লে, আপনি কি কাঁদ্‌ছেন নাকি! ঈষ্‌ ভারি ছেলেমানুষ তো দেখ্‌চি! ফর্সা মুখখানা যে টুক্‌টুকে হোয়ে উঠেচে! আচ্ছা বেশ বেশ, এই নিন্‌ পাখা। আমাকে বাতাস কোরুন, তাহোলেই তো শোধ্‌বোধ্‌?

টেবিলের ওপোরে রাখা, কনকের হাতখানায় অমলা পাখার বাঁট্‌টা গুঁজে দিতে লাগ্‌লো। হঠাৎ অমলা নিজের তর্জ্জনীর অগ্রভাগটুকু্‌তে এ্যামোন অনিচ্ছুকভাবে কনকের আংটি ছুঁলে যে খানিক্‌টা স্পর্শ কনকের আঙুলে লাগ্‌লো।

অমলা বোল্‌লে, আপনারা খুব বড়ো লোক, না?

কনকের তখন উত্তর দেবার শক্তি ছিলো না। পাখা ও আংটির উপলক্ষে যে অমলার হাত ওর সঙ্গে এম্‌নি কোরে মিল্‌তে পারে তাই-ই ও ধারণায় আন্‌তে পার্‌লে না। এবং

এই-হঠাৎ ও স্বল্প-ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে যে বিদ্যুতের-ছুরির মতো তীব্র এ্যাক্‌টা সাড়া-লাগা আছে, যার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্টো ধারণা হয় না, শুধু নোতুন লাগে আর আশ্চর্য্য-ভালো লাগে— এইসব ওকে আচ্ছন্ন কোরে ফেল্‌লে। কনকের এই অভিভূত ভাব্‌টা অমলার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এ্যাড়ালো না।

অমলা বোল্‌লে, আচ্ছা থাক্ থাক্। আপনাকে আর আমায় বাতাস দিতে হবে না। বরঞ্চ আপনার বাড়ীর গল্পো বোলুন।

প্রসঙ্গটা বদ্‌লালো দেখে কনক মনে মনে স্বস্তি বোধ্ কোর্‌লে।

অমলা ওর ড্রেসিং টেবিল থেকে হাতির দাঁতের এ্যাক্‌খানা চিরুনী নিয়ে বাঁধা-চুল আবার খুলে ফেল্‌লে। য্যানো হঠাৎ এ্যাক্ ঝলক্ সুগন্ধ ছাড়া পেলো। তারপর সেই রাশি রাশি কালো চুল, অমলা বাঁ কাঁধের ওপোর দিয়ে হাতে তুলে নিয়ে, কনকের কাছে বোসে আঁচ্‌ড়াতে লাগ্‌লো।

বোল্‌লে, বোলুন না। আপত্তি আছে বুঝি!

কনক এ্যাতোক্ষণ অমলার চুলের দিকে চেয়ে ছিলো।

তাড়াতাড়ি বোলে ফেল্‌লে, আপনার অনেক চুল তো!

গভীর মেঘের মধ্যে হঠাৎ-মুক্তি পাওয়া এ্যাক্-ঝলক্ চাঁদের আলোর মতো সদ্য-খুসীর দীপ্তি, অমলার মুখখানা ভোরে তুল্‌লে।

মুখখানা হাসি-হাসি কোরে অমলা বোল্‌লে, মেয়েদের মাথায় অনেক-চুল আপনাদের ভালো লাগে?

কনক হঠাৎ উচ্ছসিত হোয়ে বোলে উঠ্লো, অতো চুল দেখ্লেই আমার তো দু-হাত দিয়ে ধোর্তে ইচ্ছে করে।

অমলা সকৌতুক-উজ্জ্বল মুখে বোল্লে, সত্যি ?

পরক্ষণেই সেই রাশিকৃত কালো ঘন কেশরাশি যখন দু-হাতে এগিয়ে কনকের গায়ের কাছে এনে অমলা বোল্লে, এই নিন, ধোরুন।

তখন কনক আর এ্যাক্বার রাঙা হোয়ে উঠ্লো।

অমলা বোল্লে, মনে কোরেচেন, শুধু লজ্জা পেয়েই খালাস পাবেন ! তা হবে না। এই নিন্, ধোরুন।

অমলা চুলগুলো কনকের হাতে ঠেকিয়ে রাখ্লে।

বুকের ভেতোরে সহস্র হুড়োহুড়ি সত্ত্বেও অমলার তরফ্ থেকে এ্যাতোখানি জোর আসাতে, বিহ্বলের মতো হোয়ে গিয়ে কনক সেই প্রচুর চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে হাত দু-খানা গুঁজে দিলে।

কিন্তু কনকের হাত গিয়ে ঠেক্লো অমলার আঙুলে। কনক ওর দিকে চাইতে দু-জনকার দৃষ্টি মিলে গ্যালো। কনক হঠাৎ য্যানো অমলার চোখের ভেতোরে ভয়-পাবার মতো কি এ্যাক্টা দেখ্তে পেলে। সেই মুহূর্ত্তেই অমলা অকস্মাৎ এ্যামোন অপরূপ এ্যাক্টা ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে রক্তাভ ঠোঁট্ দু-খানা কনকের ঠোঁটের সাম্নে তুলে ধোর্লে যে, কনক সে-দিকে চেয়ে এ্যাকেবারে পাথর হোয়ে গ্যালো। সমস্ত অনুভূতি ছাপিয়ে অমলার যে উষ্ণ-নিশ্বাসগুলো ওর চিবুকের ওপোর ঘনঘন পোড়ছিলো, শুধু তাই কনকের মনে স্পষ্টো হোয়ে

উঠ্‌লো। কনক দেখলে, অমলার ঠোঁট্‌ দু-খানা খুব ধীরে ধীরে এক্‌টু এক্‌টু কাঁপ্‌ছে। মন্ত্র মুগ্ধের মতো ও অমলার ঠোঁটের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলো। খুব নরম পালকের আগা দিয়ে নিতান্ত এক্‌টুখানি ছোঁয়ার মতন কোরে কনকের ঠোঁট যখন অমলার পরশ পেলে, অকস্মাৎ কনকের অধর-ওষ্ঠে অসহ্য টন্‌টনানির এ্যাক্‌টা ব্যথা উঠ্‌লো। ওর এ্যাতোক্ষণের দুর্দ্দান্ত বুকের ভেতোরটা হঠাৎ চুপ্‌ হোয়ে এলো। ও আর পার্‌লেনা। চোখের নিমেষে মুখ নাবিয়ে নিয়ে হাতের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে। অমলা তৎক্ষণাৎ উঠে ওর ঘরের স্বমুখে খোলা ছাতে বেরিয়ে গ্যালো। এই অবসরে, অমলার কাছ থেকে বিদায় না-নিয়েই কনক চোলে এলো।

অনেক দিন পরে কনক আবার এলো।

অমলা ব্যস্তভাবে কনককে অভ্যর্থনা কোরে বোল্‌লে, আপনি বোস্থন। আমি চা আন্‌তে বোলি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অমলার ছোটোবোন চা কেক্‌, ডিম মাম্‌লেট বিস্কুট্‌ টোষ্ট্‌ জ্যাম্‌ প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হোলো। সঙ্গে সঙ্গে অমলার মা-ও এলেন। তাঁর সঙ্গে কনকের পরিচয় পূর্ব্বেই হোয়েছিলো। তিনি ঢুক্‌তে তাই কনক উঠে দাঁড়িয়ে জোড়-হাতে নমস্কার কোর্‌লে!

অমলার মা বোল্‌লেন, বোসো বোসো। শুনে খুব খুসী হোলুম। সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ কোরি তোমাদের এ-মিলন স্থখের হোক।

কনক বোকার মতন শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কোরে চেয়ে রোইলো।

জানো তো দিদি, সে কি নিদারুণ লাজুক ছেলে। তার ওপোর তারই বিয়ের কথা, বিশেষ কোরে যে-মেয়ের সঙ্গে, সে নিজে এবং তার মা প্রভৃতি মিলে আরম্ভ কোরলে, সহস্র আপত্তি সত্ত্বেও যে হতভাগ্যের বাক্‌রোধ হবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।

তাই, চা-কেক্ প্রভৃতি মুখে তোলা যখন তার পক্ষে কঠিন হোয়ে উঠ্‌লো, অমলার মা সেই সুযোগে আক্ষেপ কোরে বোল্‌লেন, লজ্জা কোর্‌লে চোলবে ক্যানো বাবা। তুমি আমাদের নিকট আত্মীয় হোয়ে উঠ্‌লে। এতে আর লজ্জার কি আছে! অতি পবিত্র বিষয় এ-সব। তুমি খেতে আরম্ভ না-কোর্‌লে আমার কয়েক্‌টা জোরুরি কথার উত্থাপন করা হয় না।

কনক পেয়ালাটা টেনে নিয়ে কোনক্রমে এ্যাক্‌বার মুখ ঠ্যাকালে।

অমলার মা বোল্‌লেন, অমলাকেও মনে কোর্‌চি বিলেত পাঠাবো। তোমরা দু-টিতে সেখানে পড়াশুনো কোর্‌বে। সেই জন্যে পাকা কথাবার্ত্তা আগে থাক্‌তেই স্থির হোয়ে থাকা দরকার। বিলেত থেকে ফিরে এলেই বিয়ে হবে। তোমার দাদা যখন আছেন, এ বিষয়ে তাঁর মতটা এ্যাক্‌বার জানা দরকার। তাঁর ঠিকানাটা কি? ভাব্‌চি চিঠি লিখ্‌বো।

অনেকক্ষণ পরে কনক দাদার ঠিকানা দিলে। অমলার বোন লিখে নিলে। অমলার মা উঠে পোড়্‌লেন।

বোল্‌লেন, আমার সুমুখে তুমি ভারি লজ্জা পাও দেখ্‌চি,

কিছুই খাচ্চো না। আমি চোল্লুম, একটু কাজ আছে। নীলিমা রোইলো, ওর সঙ্গে গল্পো করো।

এ্যাতোবড়ো এ্যাক্টা ব্যাপারের মধ্যে ব্যাচারা সবটুকু এ্যাক্বার ধারণা কর্বার্ সময়-পর্য্যন্ত পেলে না, এম্নি ভাবে সমস্তটা এগিয়ে গ্যালো। আমার কাছে সমস্ত বোলে এ্যামোন অসহায় শিশুর মতন কোরে চেয়ে রোইলো যে সে আর বল্বার নয়।

আমার হাতদুখানা চেপে ধোরে ও বোল্লে, কি কোর্বো বোলে দাও। অমলার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা কোনোদিন মনে ভাব্তেও সাহস হয় নি। লেখাপড়ায় ও বরাবোর ভালো কোরে আস্চে। এদিক থেকে আমি ওর চেয়ে অনেক পিছিয়ে। অমলা সুন্দরী নাই হোক্। সেকথা ছেড়ে দিই। কিন্তু তবু-ও তার আর আমার মধ্যে এই যে বিদ্যার সম্মানের অ-সমানতা, এ অস্বীকার কোরে কি কোরে বিয়ে হয় বলো। তার কাছে সারাজীবন আমি মাথা নীচু কোরে থাক্বো? এ কি যে হোলো!

আমি বোল্লুম, তোর যদি মত না থাকে, স্পষ্টোই গিয়ে বোল্বি। তাতে দ্বিধা-বোধ কর্বার কিছুই নেই।

ও নিতান্ত কাতর ভাবে বোল্লে, তা হয় না ভাই। আস্বার সময়ে অমলার বোন নীলিমা, সেই কথাই স্পষ্টো কোরে জানিয়ে দিলে। যে, ওর দিদির সঙ্গে আমার যেভাবে মেশামিশি হোয়েচে, তাতে নাকি ওদের সমাজে ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্য উপস্থিত হোয়েচে। কাজেই বুঝ্চো, এ বিয়ে না

হোয়ে উপায় নেই। ভেবে ছাখো, এ্যাতোদিন যাতায়াত মেলামেশার পর অমত কোরে এলে, অমলার জীবন কি কলঙ্ক-মাখা হোয়ে থাক্‌বে। সে ভাই, আমি পার্‌বো না তো! আর অমলা যে নির্ব্বিবাদে সে কলঙ্ক-ভার বোইতে রাজি হোয়ে যাবে, তা মনে হয় না। এবং তা থেকে যে আমাকে কোনো মতেই খালাস পেতে দেবেনা, একথা নিশ্চয় জেনো। তাছাড়া আমি যে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েচি। এবং এই আগ্‌বাড়িয়ে যাওয়াটা চিরদিন কিছুতেই শুধু বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বার নয়, একথা আমার বোঝা উচিত ছিলো অনেক আগে। আমি যে মিছক্‌ সখ্যের মন নিয়ে যাতায়াত কোরেচি, একথা অপর পক্ষের বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক। আমি যে শুধু বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা কোর্‌তে চেয়েছিলুম, একথা যখন এ্যাতোদিনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও বোঝাতে পারিনি তখন শেষকালে হঠাৎ ক্ষ্যাপার মতো বড়ো কোরে শুধু এ্যাক্‌টা মূর্খ 'না' বলা, আমাকে দিয়ে অসম্ভব। কাজেই, এ বিয়ে হবেই।

কলেজে পরীক্ষার্থীদের ছুটি হোয়ে গ্যালো। কনক অনেক-দিন আর ওদিকে ঘেঁস্‌লে না। ভাব্‌নার চাপে ওর পড়া-শুনো সব গুলিয়ে গ্যালো। কোনো কিছুতেই আর মনোনিবেশ কোর্‌তে পার্‌লে না। এম্‌নি এ্যাক্‌টা তীব্র রকমের অশান্তি ওর সমস্ত বুক জুড়ে রোইলো।

শীত পোড়ে গেচে তখন। হঠাৎ কনকের দাদা ওর সঙ্গে দ্যাখা কোর্‌লেন।

বোল্‌লেন, মেডিক্যাল কংগ্রেস কোল্‌কাতায় বোসেচে। সেই উপলক্ষে ক-দিনের জন্যে এসেচি। ভালো আছিস তো?

কনক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

বোল্‌লেন, পড়াশুনো কিরকম হোচ্চে? হ্যাঁরে, এ্যাক্‌খানা চিঠি পেলুম। তুই নাকি বিয়ে কোর্‌ছিস? বিশ্বাস হয় না!

কনককে মৌন থাক্‌তে দেখে তিনি বোল্‌লেন, কথাটা তাহোলে মিথ্যে নয়। এবং এ বিয়ে যে ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে হোচ্চে, তাও সত্যি?

কনক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

ওর দাদা বোল্‌লেন, বিয়ে কোরচিস্ তাতে ঘাব্‌ড়াবার কিছু নেই। কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বোল্‌তে পারিস, ব্রাহ্ম ক্যানো? আমাদের সমাজেও আজকাল অনেক লেখাপড়া শেখা ভালো মেয়ের কি অভাব মনে কোরিস যে, তোর কুলোচ্চে না।

এর পরও কনককে নত মস্তকে নীরব থাক্‌তে দেখে দাদা গ্যালেন চোটে। অল্পক্ষণ চুপ কোরে থেকে অবশেষে বোল্‌লেন, ভালোই। বয়েস হোয়েচে। লেখাপড়া শিখ্‌চো, নিজের ভালো মন্দও বোঝ্‌বার ক্ষমতা নিশ্চয়ই হোয়েচে। কিন্তু এ্যাক্‌টা দুকখু যে, বাবা কখনো আহ্নিক না কোরে জলগ্রহণ কোরতেন না। আমি-ও এ্যাতোদিন সেইভাবে চালিয়ে এসেচি। আর তোকে যেতে হোলো অন্য পথে! যাক ওসব কথা। পড়ার খরচ বোলে যে দু-লাখ টাকা আছে,

সেটা তোমার হাতে এসে পড়্‌বার আয়োজন কোরে দেবো। কিন্তু এর পর আর আমার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাক্‌বে না হয়তো।

বোলে, তিনি হন্‌হন্‌ কোরে বেরিয়ে চোলে গ্যালেন।

আমাদের সঙ্গে দ্যাখা হোতেই, হতভাগ্য ছোটো ছেলের মতন ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লো।

বোল্‌লে, দ্যাখ্‌, ছেলেব্যালা থেকেই বাবাকে বিশেষ মনে পড়ে না। দাদাকে যে অত্যন্ত ভয় ভক্তি কোরে আসার অভ্যাস। সে সব কথা, কি কোরে দাদাকে বোলি। সমস্তক্ষণ এ্যাক্‌টাও কথা উচ্চারণ কোর্‌তে পার্‌লুম না। শেষে বোলে গ্যালেন, আর বোধ হয় সম্বন্ধ থাক্‌বে না!

এম্‌নি সময়ে এ্যাকদিন নীলিমার লেখা এ্যাকখানা চিঠি কনক পেলে। তাতে অমলার মা ডেকে পাঠিয়েচেন।

মনে যাই থাক, সেসব চেপে বাইরেকার সংযোগ ঠিক রাখবে। এই ও স্থির কোর্‌লে।

ওখানে গিয়ে উপস্থিত হোতে অমলার মা বোল্‌লেন, তোমার দাদার কাছ থেকে চিঠির জবাব পেয়েছি। তিনি লিখেচেন, উপযুক্ত ভাই। এ বিষয়ে তার নিজেরই মতের মূল্য বেশী বোলে জান্‌বেন। এ্যাখন তোমার কাছ থেকে স্পষ্টো কোরে কথা পেলে সমাজে প্রকাশ কোরে দিতে পারি। নোইলে ঘোঁট্‌টা ক্রমশই ঘন হোয়ে উঠ্‌চে।

কনক অত্যন্ত সহজ ভাবে বোল্‌লে, আমার মত আছে।

এরপর স্বুরু হোলো খাওয়ার ধুম। তার বিন্দুমাত্র-ও

কনকের মুখে রুচ্‌লো না। পরীক্ষার সময় কাছে এলো যে, এই দোহাই দেখিয়ে ও বারেবারে চোলে এলো আর পাশ কাটালো।

সবই ক্রমশই এগিয়ে চোল্‌লো। শুধু এইটেই কনক কিছুতেই স্থির কোর্‌তে পারলে না যে, পরীক্ষা দেবে কিনা। পড়াশুনোর দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার মতো এ্যাক্‌টা দুর্ঘটনা শিগ্‌গিরই ঘোট্‌লো।

পরীক্ষার তখন আর মাত্র মাস দুয়েক বাকী। এ্যাক্‌টা নোটের আশায় কনক গ্যালো অমলার কাছে।

কনককে আস্‌তে দেখে অমলা বোল্‌লে, এই যে আসুন। কথাবার্ত্তা হবার মতো বিশেষ সময় তো এ্যাখন নেই। তারপর আপনার পড়াশুনো ক্যামোন হোচ্চে? পাস কোর্‌তে পার্‌বেন বোলে মনে হয়!

অতঃপর নোট চাইবার পথ আর রোইলো না।

কনক এসে এসব কথাও আমাদের শোনালে।

বোল্‌লে, কতোবড়ো দুক্‌খের জীবন হবে যে, তার নিদর্শন মিল্‌লো এর মধ্যেই।

আমি বোল্‌লুম, তোরই বা অতো ভালোমানুষী কর্‌বার দরকার? এক্‌টু খারাপ যদি এ্যাখনো হোস্‌, তাহোলে মুক্তির আশা আছে। নোইলে সারাজীবন-ব্যাপী এই দুক্‌খের যন্ত্রণা ভোগ!

কনক বোল্‌লে, ও কথা আর বোলিস্‌নি ভাই। সে আমি পার্‌বো না। অন্যায় আর কারুর পক্ষে সহজ হোতে পারে।

কিন্তু আমি ও-দিকে নেই। বরঞ্চ সারাজীবনভোর দুর্ভোগ রোইলো আমার কপালে!

কয়েকদিন পরে এসে বোল্‌লে, পরীক্ষা দেওয়া হোলো না এবার। মন যে গোলোযোগে পোড়েচে, তা থেকে টেনে তুলে পড়ার দিকে লাগাতে পারা আমার কর্ম্ম নয়। গ্যালো এ্যাক্‌টা বছোর! টাকাও নষ্টো হোলো কিছু! কি আর কোর্‌বো!

অমলা অতিরিক্ত ভালোভাবেই পাস কোরে গ্যালো। এবং গেজেট বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের কোন্‌ এ্যাক্‌ সহরে মেয়ে-স্কুলে মোটা মাইনের এ্যাক্‌টা চাকরী পেয়ে চোলে গ্যালো।

অমলার চোলে-যাওয়া উপলক্ষ কোরে পাছে ওরা কনককে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠায়, এই আশঙ্কায় ও কোল্‌কাতা সহর ছেড়ে, কোথায় কোথায় যে পিক্‌নিক্‌ কোরে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো, তা শুধু সেই জানে।

অমলা দূর থেকে কনককে চিঠি লিখ্‌তো নিছক উপদেশ আর তিরস্কার ভোরে। লিখ্‌তো, বেশী আড্ডা দিলে লেখা-পড়া কখনোই হয় না। সবাই কি আর সমীর, যে আড্ডাও দেবে, গানবাজনা কোর্‌বে, কবিতা লিখ্‌বে, আবার পাশ-ও কোর্‌বে। আমার সঙ্গে তুলনা কোরিনি। তবু গেজেট্‌টা খুলে সমীরের পজিসান্‌টা দেখে রাখ্‌বেন। ইত্যাদি, নিষ্করুণ ব্যাপার!

কনকের ভাবগতিক দেখে মনে হোতো, ও জীবনে আর

কখনো লেখাপড়ায় মন লাগাতে পার্‌বে না। বই খুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ্‌চাপ্‌ বোসে থাকে। এ বছোরটাও যাতে ভেস্তে না যায়। এই জন্যে আমরা সবাই মিলে নানারকম উৎসাহের, আনন্দের আয়োজন কোরে রাখ্‌তুম। কিন্তু তার কোনোটাই ওকে বিন্দুমাত্র-ও স্পর্শ কোর্‌লে না। ওর জীবনধারা ক্যামোন য্যানো কোথায় বিস্মৃত ভ্রান্ত হোয়ে এগিয়ে গ্যালো। বছোর ঘুরে আবার পরীক্ষার সময় ঘেঁসে এলো। সেটা য্যানো কনকের খেয়ালের মধ্যেই এলো না। তেম্‌নি কোরে এলিয়ে রোইলো।

গ্রীষ্মের ছুটিতে অমলা কোল্‌কাতায় ফিরে এলো। অনেক ভেবে চিন্তে সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেবোলমাত্র ভদ্রতার কথা ভেবে, কনক অমলার সঙ্গে দ্যাখা কোর্‌তে গ্যালো। গিয়ে শুন্‌লে, মাত্র এ্যাক্‌দিন আগে অমলা দার্জ্জিলিঙে চোলে গেচে। ও মনে মনে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।

দিন সাতেকের মধ্যেই কনক দার্জ্জিলিঙ থেকে অমলার এ্যাক্‌খানা চিঠি পেলে। কোনো সম্বোধন নেই। খামের ওপোর শুধু কনকের নাম লেখা। সেখানা অবিকল এই রকম।

ভেবে দেখ্‌লুম, আমাদের দু-জনের মিলনের পথে বিঘ্ন অনেক। আমার জীবনের গতি কিছুকাল হোলো এ্যাক্‌টা বাঁক্‌ নিয়েচে। তাকে বোধ হয়, আর তার পুরোনো পথে ফেরাতে পার্‌বো না। জীবনের মধ্যে এ্যামোন অনেক সুন্দর জিনিষ চোখে পড়ে যা নিতে নেই। সেই ভেবে মনটাকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌চি।

ভালো কথা, এখানে এসে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোয়েচে। বোল্‌লে বিশ্বাস কোর্‌বে না, তিনি বোধ হয় তোমার চেয়ে-ও সুন্দর। ভদ্রলোক এম্‌-এ. পি-এইচ-ডি। গ্রীষ্মের ছুটিটা এইখানেই যাপন কোরে যাবেন। যদি কখনো সুবিধে হয়, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ কোরিয়ে দেবো—দেখ্‌বে কি চমৎকার লোক। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি, অমলা।

এসব কথা কনকের ভালো বিশ্বাস হোলো না। এ্যাক্‌বার কোরে ও মুক্ত আকাশের দিকে চায়, কিন্তু সেটাকে ঠিক্ বিশ্বাস হয় না। কনক ভাব্‌লে, এ-ও হয়তো অন্য এ্যাক্‌টা কায়্‌দা।

তাই অমলা দার্জ্জিলিঙ থেকে ফিরে আস্‌তে, খবর পেয়েই কনক গ্যাখা কোর্‌তে গ্যালো। এই মনোভাব নিয়ে যে, কথাটা আরো স্পষ্টো কোরে জানা দরকার।

এবার কনক অভ্যর্থনা পেলে নীলিমার কাছ থেকে। তারপর অমলা ওকে গ্যাখা দিলে সুসজ্জিত বেশে।

অমলা বোল্‌লে, আপনি কিছু মনে কোরবেন না। আমি বড়োই ব্যস্ত আছি। এখুনি বেরোতে হবে। বসুন, চা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না কোরেই অমলা তৎক্ষণাৎ চোলে গ্যালো। অমলার এই সন্ত্রস্থ হোয়ে পড়ার ভাবে, সমস্ত সত্যটা য্যানো মূর্ত্তি নিয়ে ওর চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ালো। আসোল কথাটা বুঝ্‌তে আর ওর কোনো সংশয় রোইলো না।

বিয়ের কথা উত্থাপনের দিনেও কনক য্যামোন হঠাৎ বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, এসব কি হোচ্চে ? আজ-ও আবার তাই মনে হোলো। তবে পার্থক্যের মধ্যে, সেদিন্‌কার ঘটনা যতোই স্পষ্টো হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, ততোই নিদারুণ এ্যাক্‌টা বেদনা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উদ্ভূত হোয়ে সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন অভিভূত পরাক্রান্ত কোরে ফেলেছিলো। কিন্তু আজ, সে বোধ্‌টা যতই স্পষ্টোতর হোতে লাগ্‌লো, ততই অস্বাভাবিক এ্যাক্‌টা অস্পাষ্টো আনন্দ, ঠিক তেম্‌নি কোরেই সমস্ত অন্তরাকাশকে আলোড়িত কোরে, য্যানো ভীষণ-ঝড়ের উৎপাত স্বরু কোরে দিলে।

নীলিমা চা নিয়ে এলো।

যথারীতি নমস্কার কোরে বোল্‌লে, দিদির ব্যবহারে আমি বাস্তবিক লজ্জা পেয়েচি।

এর পর কনকের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রোইলো না যে, ও মুক্তি পেয়েচে, নিস্তার পেয়েচে। আনন্দের বেগে অকস্মাৎ কনকের মুখ খুলে গ্যালো।

বোললে, নাঃ। তাতে দুক্‌খীত হবার আর কি আছে! ভালো পেলে, কে আর মন্দের দিকে ঝোঁকে বোলুন। তবে, আমার আশা রোইলো, অমলা এর পর আরো ভালো পাবেন। এবং তাকে নিশ্চয় হাত-ছাড়া কোর্‌বেন না।

নীলিমা লজ্জিত হোয়ে বোল্‌লে, হ্যাঁ, দিদির ঐ ক্যামোন এ্যাক্‌ স্বভাব! কিছুতেই আর মনস্থির কোরে উঠ্‌তে পারে না। ওর কাছে পুরোনোর সম্মান নেই। আমি কিন্তু তা নয়।

যেখানে এ্যাক্‌বার মনস্থির কোরি, অনেক দুক্‌খেও তাথেকে টোলি না। আপ্‌নাকে আর একটু চিনি দেবো ?

বোলে, নীলিমা এ্যাক্ চাম্‌চে চিনি নিয়ে নিতান্ত অকারণে কনকের চা-টাকে মিষ্টি কোরে দিতে লাগ্‌লো।

কনক হঠাৎ বোকা বোনে গিয়ে বোল্‌লে, কি বোল্‌চেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। স্পষ্টো কোরে বোলুন।

নীলিমা নিজের পেয়ালার মধ্যে চাম্‌চেখানা অনাবশ্যকভাবে নাড়্‌তে নাড়্‌তে সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বোল্‌লে, দেখুন, আপনাকে মনে মনে অনেক দিন থেকেই,—শুধু দিদির জন্যেই এ্যাতোদিন কথাটা বল্‌বার সুবিধে পাই নি—।

প্রবল বেগের এ্যাক্‌টা হাসি কোনোক্রমে সাম্‌লে নিয়ে কনক বোল্‌লে, ওঃ, এই। আপ্‌নার দিদি তাহোলে আপ্‌নার জন্যে বিরাট এ্যাক্‌টা ত্যাগই স্বীকার কোরে গেচেন দেখ্‌চি। আচ্ছা, এ্যাক্‌টা কথা আপনাকে বোলি।

—আপনার পরে আর কোনো বোন আপ্‌নার আছেন কি ? যদি থাকেন, তাহোলে বরঞ্চ আমার সঙ্গে এ্যাক্‌টা পাকা বন্দোবস্ত কোরুন। আমি আপনাদের বন্ধকী-স্যুটার হোয়ে থাকি। আমাকে নিয়ে আপনাদের অভিনয় চোলুক্। তাতে আমি রাজি। কিন্তু আপনার সঙ্গে বিয়ের কথায় আমাকে মার্জ্জনা কোর্‌তে হবে।

কনক ফিরে এসে এ্যাক্‌দিস্তে কাগজে সমস্ত ব্যাপার খুলে লিখে, বৌদির নামে রেজেষ্ট্রি পার্শেলে, দাদার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরে পাঠালে। এবং পরীক্ষা-শেষে সে কাশ্মীর

গিয়ে উঠ্‌বে, একথা যথাসাধ্য নিশ্চয় কোরে প্রতিপন্ন কোর্‌লে।

আমাদের নিয়ে, ও হঠাৎ এ্যাতো আনন্দ স্থরু কোরে দিলে যে, নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হোতে লাগ্‌লো। এ্যাতোদিন পরে ওর কথায় হাসিতে নোতুন এ্যাক্‌টা স্বাদ, তৃপ্তি পাওয়া গ্যালো।

আনন্দের এই প্রচুর বেগ্‌টা যখন কাট্‌লো, ও আমাদের বুঝিয়ে বোল্‌লে, আমার পরীক্ষার জন্যে ভেবো না। এইবার সবই সহজ হবে। এ্যাখন ভাই দিন কতক তোমরা আমাকে একটু ছাড়ান দাও। শুধু ঘুমোবো। গত এ্যাক্‌ বছোরের মধ্যে বোধ হয় দু-তিন মাস ঘুমিয়েচি। চুরুটের জোরে রাত-গুলো কেটেচে।

কনক সত্যিই ভয়ঙ্কর ঘুমোতে লাগ্‌লো।

কিন্তু দিদি, ভেবে ছাখো, এসব সত্ত্বেও আমি ওঁদের কাছে কতো ঋণী। এ্যাখন আমার কেবোলই মনে হোচ্চে, তাঁদের সকোলকার সঙ্গে ছ্যাখা কোরে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি। কিন্তু তাঁদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা অপরিচিতা পথিকার দল। আমাকে তাঁরা মানুষ কোরে দিয়েচেন দিদি। তাঁদেরই নিজেদের ভেতোরকার ত্রুটি দিয়ে। যে প্রতিমুহূর্ত্তগুলিতে আমি ওদের সহ্য কোর্‌তে পারিনি, সেই পলেপলে নিজের অজ্ঞাতসারে মহৎ হোয়েচি, শান্ত হোয়েচি। যতোই আমার আক্রোশ প্রকাশ পেয়েচে, ততোই নিজে নিজে ক্ষতবিক্ষত হোয়েচি, নিজের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েচি ; এবং দুক্‌খীত হোয়েচি, খুসী হোয়েচি। এই আমার সবচেয়ে বড়ো পুঁজি হোলো, জীবনের পথ-চলার।

ভেবে ছাখো, যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁদের লজ্জা দিয়েচি, তৎক্ষণাৎ তাঁরা আমাকে নীরবে অগ্রসর কোরে দিয়েচেন, আমার নিজের এই নোতুন বোধের পথ। এই যে তাঁদের দান, সে কথা আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না।

তুমি এই সুদীর্ঘ চিঠি পোড়ে ভাব্‌বে, আমি ক্রমশই মেয়ে-বিদ্বেষী হোয়ে উঠেচি। কিন্তু দিদি, তা নয়। যে মেয়েরা নীরবে, হাত না তুলে, এ্যাতোবড়ো সামগ্রী দিতে পারেন,

যেটাকে শানালে ক্রমেই চক্‌চকে হয়, তীক্ষ্ণ হয়, কিন্তু ক্ষয় হয় না। তাঁদের, আমরা প্রথম-দৃষ্টি দিয়ে, প্রথম-চিন্তা দিয়ে, প্রথম-উত্তেজিত অনুভূতি দিয়ে বিচার কর্‌বার স্পর্দ্ধা প্রকাশ কোর্‌লে, নিজেদের নিতান্তই অবিচার করা হবে, সঙ্কীর্ণ করা হবে। তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে না।

এই সব কথা আমি আজ্‌কে অনুভব কোর্‌চি। কিন্তু যেদিন কোনো মেয়েকে লজ্জা দিয়েচি, তখন বুঝিনি।

মেয়েদের ভালো না-বাসলে আমার চোল্‌বে না। কারণ তারা আমাদের জীবনের অনেকটা। আমাদের বড়ো কর্‌তেও তারা, নীচে নাবাতেও, সেই তারাই। তাদের টানে যখন নীচে নাবি, তখনই তাদের প্রতি হয়, রূঢ় অবিচার। কারণ নিজেদের ভেতোর তখন ভালোবাসার অভাব ঘটে।

তাদের যে অবদান আমাদের উন্নীত করে, সেইখানকার ফলপ্রাপ্তির পরিণামে যে ভালোবাসা, তাই দিয়ে তাদের পানে আমরা তো ফিরে চাই না। এই দুক্‌খ। এই জন্যেই, আমাদের যাঁরা এগিয়ে দিলেন, তাঁদেরই থেমে থাক্‌তে হোলো। তাই আমাদের ভেতোর-বাইরের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেচে। আমাদের উদ্দেশ্য তাই শুধু নিজেদের নিয়ে, সঙ্গটাকে ভুলেচি। এইখানেই রোয়েচে অমর বর পাওয়ার ফাঁক। এইখানেই মৃত্যু আমাদের স্পর্শ কোরে রোয়েচে। তাই আমরা সুমুখের দিকে খুঁড়িয়ে চোলেচি। আমরা সত্যিকার অমর হবো, যখন মেয়েদের যথার্থই ভালোবাস্‌তে পার্‌বো। তাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কোর্‌বো।

কতকগুলো দোষ চোখে পোড়েচে বোলে, পাছে তাদের প্রতি ভালোবাসার হ্রাস হয়—এই আশঙ্কায় গুণের অনুসন্ধান কর্‌বার দর্‌কার নেই। কারণ, আমাদের মাটির আদর্শে, উপযুক্ত কারণ নির্ণয় কোরে পেলে তবে ভালোবাসবো, এ্যামোন কথা বলে না। যার মধ্যে ত্রুটি আছে, তার মুক্তিস্নান হোতে পারে ভালোবাসায়। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ক্ষমা, ত্যাগ।

এই কথাই বলে আমাদের গাছপালা জলমাটি দেশ। এ-কথা অস্বীকার কোরে অন্য যে-দেশের যে-পুরুষের যে-মেয়েদের চোলুক, আমাদের কিছুতেই চোল্‌বে না। এই আমার তীব্র অনুভূতি। কারণ, ভালোবাসাটা ক্ষমা এবং ত্যাগের সংস্পর্শে এসে মহত্তর না হোলে স্থূল থেকে যায়। তখন ওটা শুধু এ্যাকটা কথামাত্র হোয়ে দাঁড়ায়। যার সঙ্গে গভীরতর জীবনের কোনো সংযোগ থাকে না।

তাই দিদি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এইবার মেয়েদের যথার্থ ভালোবাসবার যোগ্যতা আমাতে এসেচে! এবং এই যোগ্যতা দিয়েই, আমি সেই আনন্দ তাঁদেরও উপভোগ করাবো, যেখানে তাঁরাই আমাকে পাঠিয়েচেন।

দশ

দিদি, তোমাকে এ্যাতোক্ষণ যা বোল্‌লুম, এ সমস্তই হোলো ভূমিকা মাত্র। ভেব্‌লুর মার আগমনের আয়োজন শুধু। তার যথার্থ উৎসবের আনন্দ এইবার আমাকে লাগ্‌লো।

মুখের কথায় বোলে বোঝানো যাবে না। বিশ্বাস করানো আরো শক্ত। এ্যাক্‌দিন ভোরে ঘুম ভেঙেই মনে হোলো, পেয়েচি।

কি যে, তার খেয়াল ছিলো না। জান্‌বার কৌতূহল-ও বোধ্ কোর্‌লুম না। কিন্তু তিলে তিলে এম্‌নি সব সামান্য কারণে এবং অকারণে উৎফুল্ল হোয়ে, খুসী হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম যে, সে আর বল্‌বার নয়।

বুকের ভেতোর য্যানো গানের সুর লেগে গ্যালো। কেবোলই মনে হোতে লাগ্‌লো, কথা কোইলেই এক্ষুনি অতি-সুন্দর এ্যাক্‌টা সুর গলা দিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌বে। সামান্য ভিখিরিদের গানের সুরের অনুরণণ সহস্রগুণ হোয়ে আমার ভেতোরে উদ্বেল হোয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে, অমিয়াদি ফিরে এসেছিলো। দিদির গান শুনে কি অসীম উদাসী মন যে আমাকে ছেয়ে নিলে, তার নিজের আঁচোলের তলায় সে আর বল্‌বার নয়। ফল হোলো এই যে, শুধু মনে মনে মুহ্যমান হোয়ে গেলুম।

পাখীগুলো গাছ থেকে ডানা মেলে মাটির দিকে ঝাপ্ খেলেই, মনের ভেতোর হু-হু কোরে উঠেচে। ভেতোর থেকে মন বোলে উঠেচে, গ্যালো গ্যালো!

শালিখ্ পাখীগুলোর বুরুশ দিয়ে আঁচ্ড়ানো মাথা দেখে নিজে নিজেই হেসে আকুল হোয়ে গেচি। তেম্নি রাজ-রাজ্ড়ার পদমর্য্যাদার মতো আশ্চর্য্য চলনের চাল।

ভোম্রাগুলো ভোঁ-কোরে ঘরে ঢুকে, সাম্লাতে না-পেরে, দেয়ালে যে প্রতিবারই মাথা ঠুকে ফ্যালে, তাই দেখে-দেখে রাগ হোয়েচে, হাসি পেয়েচে। এই ভেবেচি যে, হতভাগারা কি বিন্দুমাত্র ধীরে সুস্থে চলাফেরা কোরতে পারে না!

স্তব্ধ দুপুরে। দূরের থেকে ঘুঘুর ডাক য্যানো স্বপ্নরাজ্যের রচনা কোরেচে। মন য্যানো সেই সঙ্গে পাখা মেলে হুহু করে উড়্তে থাকে, দূরে দূরে! চোখের দৃষ্টি নিস্তেজ হোয়ে আসে। ঘুঘুর ডাকে, এ-বিশ্বে, আমার মনে মিলিয়ে য্যানো এ্যাকাকার হোয়ে যায়।

বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক্ শুনে শুনে মনে হোয়েচে, আর চোল্লো না। ঘর থেকে বেরোতেই হোলো। বৌদের সব অনুনয় কোরে আসি, ওগো, সাড়া দাও, সাড়া দাও!

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে দেখে য্যানো স্বর্গের খুসীতে ভোরে উঠ্লুম। মনে হোলো, ওরা য্যানো ভোর-গগনের সিউ্লি ফুলের দল। হাসির এম্নি সদ্য খুসী ওরা!

মেয়েদের দেখে মনে মনে বিস্মিত হোয়ে, মূক্ হোয়ে গেলুম। ওদের লজ্জা, ওদের লাবণ্য য্যানো আমার বুকে

বাঙলার ঘনঘোর বর্ষা লাগিয়ে দিলে। ওদের রূপের কমনীয়তা, আমার চোখ্‌কে চাঁদের পাষাণ কোরে দিলে। ওদের চলনের অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় যে-অনুপম রেখা-বৈচিত্রের লীলায়িত ভাব উঠ্‌লো, তাইতে প্রতিবারেই মনে হোয়েচে, এই এ্যাক্‌খানি কবিতার রচনা হোলো। ওরা কথা কোয়েচে, য্যানো বিশ্বের জীবন তাতে। ওরা হেসেচে, সে তো পৃথিবীর বিস্ময়। এ্যাক্‌-খানা কোরে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চোলেচে, আর আমার বুকের রক্ত তালে তালে নেচে উঠেচে। ওদের এইসব মিলিয়ে কি অপরূপ সুন্দর এ্যাক্‌টা লালিত্যের, ছন্দের আকার-ইঙ্গিত যে, ক্ষণেক্ষণে স্পস্টো হোয়ে উঠ্‌লো, তা বোধ কোরে নির্ব্বাক হোয়ে গেলুম। মেয়েদের আবার নোতুন কোরে ভালো লাগ্‌তে লাগ্‌লো। এম্‌নি অপরিসীম ওরা!

এই সবশুদ্ধ মিলিয়ে, মনের ভেতোর এ্যাক্‌টা গুন্‌গুনুনি উঠ্‌লো, পেয়েচি, পেয়েচি।

এ্যাক্‌দিন সন্ধ্যাব্যালা ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে দেখি, ওধারের জান্‌লার তলাটায় ঠেস্‌ দিয়ে, পা ছোড়িয়ে, কে য্যানো অন্ধ-কারের মধ্যে বোসে রোয়েচে। শুধু বস্ত্রাবৃতভাবে দ্যাখা গ্যালো। বস্ত্রখানা অদ্ভুত শুভ্র। তার ওপোর পোড়েচে কালো কালো অস্পস্টো কয়েক্‌টা ডোরা-দাগ্‌।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে পার্‌লুম না। অল্প একটু অপেক্ষা কোরে অবশেষে ওদিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি, ক্ষীণ জ্যোৎস্না তির্য্যকভাবে ঘরে এসে পোড়েচে। তার ওপোরে গরাদ্‌গুলোর আবছায়া-কালোর রেখাপাত।

নিতান্ত অকস্মাৎ অদ্ভুত সুন্দর এ্যাক্‌টা সুগন্ধ সেখানটায় ভোরে উঠ্‌লো। আমি বিস্মিত-চিত্তে দীর্ঘ প্রশ্বাসে সুগন্ধিটুকু হৃদয়ে গ্রহণ কোরতে চোখ বুজ্‌লুম। মনের মধ্যে দেখি, অতি শুভ্রের বন্যা সুরু হোয়ে গেচে। এই শুভ্রতার ক্যামোন এ্যাক্‌টা নাতিশীতলতার স্নিগ্ধতা আছে। যাতে সর্ব্বান্তকরণ তৃপ্ত হয়, শান্ত হয়।

অন্ধকার ঘরে নীরবে বোসে রোইলুম। সেই সুগন্ধটাও নাকে লেগে রোইলো। হঠাৎ পেছোন দিকে, কাপড়ের খস্‌-খসানি এ্যাক্‌টা শব্দ উঠ্‌লো। ফিরে চাইতে মনে হোলো. কে য্যানো, নিতান্ত সত্যি-সত্যি জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে গ্যালো। আমার নাকে এ্যাতোক্ষণকার থেমে-থাকা গন্ধটা সঙ্গে সঙ্গে মন্দীভূত হোয়ে এলো। একথা নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের মতোই ঠিক বুঝ্‌লুম।

বিমূঢ়ভাবে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, একি হোলো! অন্য সমস্তকে ভাব্‌বিলাস বোলে নাকচ্‌ করা চোল্‌তে পারে, কিন্তু সুগন্ধ কখনো ভাবাধিক্যে পাওয়া যায় না।

কয়েকজন বন্ধুকে কথাটা বোল্‌লুম।

তারা কেউ হেসে ওড়ালে।

বোল্‌লে, ওসব তোর নিছক পাগ্‌লামি।

আবার কেউ বা বোল্‌লে, বুঝ্‌তে হবে তুমি উপলব্ধির পথে অনেকদূর গিয়ে পোড়েচো।

এ্যাক্‌জন বোল্‌লে, আমি তোকে বারেবারে এই কথাই বোলে এসেচি যে, তুই বাইরে যাকে খুঁজে ব্যাড়াচ্চিস্‌, তিনি

তোর ভেতোরেই আছেন। বাইরে যতো ব্যস্ত হবি, ততই ক্লান্তি আস্‌বে। এবং তাঁকে পাওয়া-ও হবে না।

সেদিন মধ্যরাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হোলো, মাথায় মৃদু এ্যাক্‌টা পরশ অনুভব কোরে। কপালে, মাথার চুলের মধ্যে য্যানো কতকগুলি শীর্ণ শীতল কোমল আঙুল, চুপিচুপি চোলে ব্যাড়াচ্চে, মনে হোলো। মৃদু পরশের কি গভীর সুখানুভব যে আমাকে লাগ্‌লো! ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌লুম। বুঝ্‌লুম, বাতাস। আবার চোখ বুজে তেম্‌নি কোরে পোড়ে রোইলুম। মনে মনে ভালো কোরে ভেবে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম যে, হাওয়া এর আগে বহুবারই মাথায় লেগেচে। কিন্তু তার স্পর্শে এ-অদ্ভুত যাদু কি কখনো ছিলো!

তন্দ্রার এ্যাক্‌টা ঝোঁক কেটে মনে হোলো, পিঠের কাছে ঠেস্‌ দিয়ে কেউ বোসে রোয়েচে। তারির কোমল একটু চাপ্‌ এবং তাপ্‌ বোধ কোর্‌লুম। নড়াচড়া কোর্‌তে ইচ্ছে হোলো না। আবিষ্টের মতো চুপ্‌ কোরে পোড়ে রোইলুম।

মনে হোলো তার বস্ত্রাঞ্চলের একটুখানি আমার গায়ের ওপোর এসে পোড়েচে। তার এ্যাক্‌টা স্নিগ্ধতা বোধ হোলো। আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখি, সেই পরিচিত শুভ্রতা। নিদারুণ লোভ হোলো। ধীরে ধীরে হাত তুলে সেই শুভ্র প্রান্তটুকু মুঠোর মধ্যে চেপে ধোরে নিদ্রিতের মতো পোড়ে রোইলুম। বুঝ্‌লুম, এইবার ধোরেচি।

আর এ্যাক্‌টা তন্দ্রার ঝোঁক্ কাটিয়ে উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে দেখি, পালিয়েচে। নিজেরই চাদোরখানা মুঠোর মধ্যে চেপে

ধোরে রেখেচি, দেখ্‌লুম। আর খানিক্‌টা জ্যোৎস্না দরজার কাছে পোড়ে রোয়েচে।

জ্যোৎস্নাকে ধোর্‌তে গিয়েছিলুম মনে কোরে কৌতুক বোধ হোলো। কিন্তু পিঠের কাছে ঘেঁসে-বসাটুকু যে পরদিন পর্য্যন্ত গায়ে লেগে রোইলো! মনের মধ্যে প্রবল বেগের এ্যাক্‌টা পুলক বারেবারে অকারণ এবং অকস্মাৎ বোধ কোরতে লাগ্‌লুম। বুঝ্‌লুম এ-সব কথা সবাইকে বল্‌বার নয়। তাই পরদিন নীরব রোইলুম।

প্রতিদিন মধ্যরাত্রে আমার ঘুমহরণ আস্‌তে লাগ্‌লো। নোতুন কোরে এই কথা মনে জাগ্‌লো যে, মানুষ পশুপাখী গাছ্‌পালা ছাড়াও অন্য জগৎ সঙ্গে সঙ্গেই রোয়েচে। একথা ক্যানো বোল্‌চি, দিদি, শোনো। কোন মূর্ত্তির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে, তারপর চোখ বুজোলে স্পষ্টোই য্যামোন সে-প্রতিমাকে অন্তরে দ্যাখা যায়, ঠিক তেম্‌নি কোরেই, আমি তার দেহ দেখিনি যদিও, কিন্তু অন্ধকারে, চোখ বুজোলে, কিম্বা গভীর মনসংযোগের সময়ে, আশেপাসে তার অবস্থান অনুভব কোরি। এ বিষয়ে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অথচ কে সে, তারও কোনো ঠিকানা মিল্‌লো না।

এ্যাক্‌দিন রাতে স্পষ্টোই সেই শুভ্র-বস্ত্রাবৃতাকে দেখ্‌লুম।

মনে মনে জিগ্যেস্ কোর্‌লুম, তুমি কে?

বোল্‌লে, তুমি এ্যাতোদিন যাকে চাইছিলে।

অমোন পরিপূর্ণ ঠোঁট-নাড়া আমি আর কখনো দেখিনি। শব্দহীন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বোঝা গ্যালো।

জিগ্যেস্ কোর্‌লুম, তোমার নাম বোল্‌বে কি ?

তেম্‌নি আশ্চর্য্যভাবে ঠোঁট্ নেড়ে বোল্‌লে, মায়া।

বোল্‌লুম, তুমি কি ধরা দাও না!

মাথা নেড়ে জানালে, না।

এবং বোল্‌লে, আমাকে ধোর্‌তে চাইলে পাবে না। যতো বেশী কোরে চোখ্ বুজোবে, আমায় পাওয়া ততোই সহজ হবে।

আমি বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বোসে বোল্‌লুম, মায়া তুমি শোবে ?

ও কিন্তু তেম্‌নি কোরে দাঁড়িয়ে রোইলো।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ জেগে দেখি, মায়া শুয়েচে। ভারি ক্লান্ত ছ্যাখালো য্যানো। চুপ্ কোরে বোসে বোসে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। মনে হোলো, কতোদূরে বোসে শীর্ণা একটি নদীর একটুখানি মাত্র দেখ্‌তে পাচ্চি। বড়োই ইচ্ছে হোলো, ওর কপালে একটু ছুঁই। তৎক্ষণাৎ মনে পোড়্‌লো, তাহোলেই পালাবে। চোখের ওপোর দেখ্‌লুম, মায়ার বুকটুকু নিশ্বাস প্রশ্বাসে, উঠ্‌চে পোড়্‌চে। ওকে ধোরে ফ্যাল্‌বার এ্যাক্‌টা মত্ততা জাগ্‌লো আমার সর্ব্বাঙ্গে। উঠে পোড়্‌লুম।

হাতের ভেতোরে অনুভব কোরে বোল্‌লুম, এইবার ? ধরা দেবে না ?

কথাগুলো আনন্দের আবেগে খুব জোরেই উচ্চারিত হোয়েছিলো নিশ্চয়ই। নোইলে আর কাকা আলো নিয়ে উপস্থিত হোতেন না।

তাড়াতাড়ি পাশের বালিশটা ছেড়ে দিলুম। লজ্জা বোধ হোলো। এই মনে কোরে যে, কাকা কি ভাব্লেন! কিন্তু কাকা যে শুধু ভাব্বার ছেলে নন, তার পরিচয় দিলেন, পরের দিন আমাকে নানারকম প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলে।

শেষপর্য্যন্ত বোল্লেন, দরজাটা খোলা রেখে শুস্!

কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা জটিলতর হোয়ে উঠ্লো পরবর্ত্তী ঘটনায়। সে হোলো ভেব্লু। তার দুরন্তপনায় আমাকে দিন-রাত্তির সমানবেগে মাতিয়ে রাখ্লে।

এ্যাক্দিন গভীর রাত পর্য্যন্ত পোড়্চি। লেখার মধ্যে নিদারুণ এ্যাক্টা বেদনায় আমার সমস্ত মন একীভূত হোয়ে গেচে। আলোটা কম কোরে দিয়ে বেদনাটাকে ভেতোরে নেবার চেষ্টা কোর্চি। এম্নি সময়ে কাপোড়ের সেই খস্-খসানি উঠ্লো। ফিরে দেখি মায়া দাঁড়িয়ে। ওর গা ঘেঁসিয়ে ছোট্টো এক্টি ছেলে।

সবিস্ময়ে জিগ্যেস্ কোর্লুম, মায়া, ও কে?

মায়ার মুখে হাসি ফুঠে উঠ্লো।

স্পষ্টো রেখায় বোল্লে, খোকা।

বুকের ভেতোরটা আনন্দে ধড়াস্ কোরে উঠ্লো। মনে মনে বারবার উচ্চারণ কোর্তে লাগ্লুম, খোকা খোকা খোকা।

তাকে ডাক্লুম, এসো।

এ্যাক্রাশ কোঁক্ড়া থোকা থোকা কালো চুল কানের তলা পর্য্যন্ত নেবে এসেচে। মুষ্টিবদ্ধ বাম-হাতের তর্জ্জনীপ্রান্তটুকু দুটি কোচি-কোচি টুক্টুকে ঠোঁটের ফাঁকে প্রবেশ কোরিয়ে

দিয়ে, বড়ো বড়ো চোখের ওপোরকার কোণ দিয়ে আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রোইলো। য্যানো বিশেষ অপরিচিত নয়।

এগিয়ে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিলুম। দেখ্‌লুম, আজ আর মায়া সোরে গ্যালো না। খোকাকে কোলে তুলে নিতেই প্রথমদিন্‌কার সেই ফুলের গন্ধটা পেলুম। ওর মাথাটা আস্তে আস্তে বুকের ওপোর এক্‌টু চেপে নিলুম।

জিগ্যেস্‌ কোর্‌লুম, তোমার নাম কি খোকা?

আমার দিকে এ্যাক্‌বার চেয়ে, মুখ থেকে হাতখানা নাবিয়ে নিয়ে, কচি-গলায় ঠোঁট দুখানা উল্টে, এক্‌টু হাঁফিয়ে উঠে বোল্‌লে, ভে-এ-ব্‌লু।

কি মিষ্টি লাগ্‌লো যে।

রাতের পর রাত ভেবলুকে নিয়ে কাট্‌লো।

কিন্তু সে দুরন্ত ছেলে, রাতকে যখন অবসন্ন কোরে ফেল্‌লে, তখন দিনেও তার আনাগোনা সুরু হোলো

যেখানটায় বোসে লেখাপড়া কোরতুম তার ডানদিকে কিছুকিছু কাগজপত্তোর বইখাতা কলম পেন্সিল প্রভৃতি থাক্‌তো। দেখ্‌লুম সেইখানেই ওর যতো লোভ। আমিও লেখা সুরু কোরবো, ওর-ও আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, দাও-দাও সুরু হবে। হয় লালনীল পেন্সিলটা আর একটুখানি কাগজ। নয় ছুরিখানা। কিম্বা কাগজ-চাপা পাথরটা, ওর চাই।

লেখার মধ্যেই জিনিষগুলো ওর হাতে দিয়ে বোল্‌তুম, খ্যালা কর্‌।

লেখা শেষে দেখ্‌তুম, সেগুলো ঘরের মেঝেতে ছড়ানো পোড়ে আছে, ভেব্‌লু নেই।

এর পর রীতিমত গোলোযোগ বাধ্‌লো। আমাকে নিজের কাজে আবিষ্ট দেখে ওর দুষ্টু-বুদ্ধি দিয়ে তার শোধ্‌ তুল্‌লে। এ্যাকে এ্যাকে সেই কথাই বোলি।

সেদিন রাত প্রায় বারোটা হোয়ে গেচে, লিখে যাচ্চি, আর ভেব্‌লুকে মাঝে মাঝে এ্যাক্‌টা কোরে জিনিষ দিয়ে থামিয়ে রাখ্‌চি। দিয়ে দিয়ে কাগজ পেন্সিল কলম প্রভৃতি সবই যখন ফুরিয়ে গেচে, ও তখন আবার চাইলে। লেখার ঝোঁকে দোয়াত্‌টা দিলুম। সেটা পোড়ে গিয়ে কালি ছিট্‌কে গ্যালো। দেখি, কাকা দাঁড়িয়ে।

জিগ্যেস্‌ কোরলুম, ভেব্‌লুটা পালিয়েচে বুঝি।

কিন্তু কাকার ধমকে, পরক্ষণেই বোধ ফিরে এলো। ও-কথাটা চেপে গেলুম। কারণ, জান্‌তুম, ওরা কিছুতেই মায়া-ভেব্‌লুকে সহ্য কোর্‌বে না।

কাকা বোল্‌লেন, এ্যাতোক্ষণ ধোরে কি বোল্‌চি, তা বুঝি তোর কানে যায় না। এ্যাক্‌টা এ্যাক্‌টা কোরে কাগজ পেন্সিল খাতা দিচ্চিস। ওসব আমার কি হবে! অনেক রাত হোয়েচে শুয়ে পড়্‌। এই কথা বোল্‌তে এসেচি।

ভেব্‌লুর ওপোর ভারি রাগ হোলো। ঘুমিয়ে দেখি, মুক্তোর মতো সাদা কোচিকোচি দুধে দাঁতগুলি বার কোরে, মুখ টিপে দূরে দাঁড়িয়ে হাস্‌চে। দুষ্টুটার মিষ্টি হাসি ঘ্যানো কি!

আর এ্যাক্‌দিন অম্‌নি, লেখ্‌বার সময়ে ও আমার পাশে চেয়ারে উঠে বোসেচে। আর মাঝে মাঝে, য়ুঁ-য়ুঁ কোরে শব্দ কোর্‌চে।

আমি লিখ্‌তে লিখ্‌তে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বোল্‌লুম, চুপ কর। গোল্‌ কোরিসনি।

ওর য়ুঁ-য়ুঁনি আর থামে না। লেখার গোলোযোগ ঘোটে যেতে লাগ্‌লো। রেগে গিয়ে দিলুম আচ্ছা কোরে কান মোলে। চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। দেখি, সেই বেড়াল-বাচ্ছাটা। প্রতিদিনই যে, আমার চেয়ারে উঠে শুয়ে থাক্‌বে। আর ঘুম শেষ হোলেই নোখ্‌ শানাবার জন্যে চেয়ারের গদি-ঢাকা কাপোড়খানা ফালাফালা কোরে ছিঁড়ে ফেল্‌বে। সেটাকে নাবিয়ে দিলুম। ভেব্‌লুর ওপোর রাগ হোলো! আমাকে অন্যমনস্ক দেখে, কখন ইতিমধ্যে ওটাকে আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে সোরেচে।

আর এ্যাক্‌দিন সন্ধ্যায় জলযোগের ডাক পোড়েচে। উঠি-উঠি কোরে বই নিয়ে মজে গেলুম। এ্যামোন সময়ে ভেব্‌লুর আবির্ভাব। যতোরাজ্যের বাজে কথা সুরু কোরে দিলে।

বাঁ হাতখানা ক্রমাগত ওর পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে বোল্‌লুম, দাঁড়া আর একটুখানি। বিরক্ত কোরিসনি, লক্ষ্মীবাবা।

কাঁধে রীতিমত এ্যাক্‌টা ঝাঁকানি খেয়ে দেখি, কাকীমা জল্‌-খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েচেন।

তৎক্ষণাৎ বোলে ফেল্‌লুম, ভেব্‌লুটা কি দুষ্টু দেখেচো তো! এইমাত্র এখানে ছিলো।

এইভাবে ভেব্লু দিনেরাতে আমাকে পাগোল কোরে তুল্লে। কারণ, নিজেও দেখ্লুম, এ্যামোন সব ব্যাপার ঘোটে যাচ্চে যা বিন্দুমাত্র স্বেচ্ছাকৃত-ও নয়, স্ব-কপোল কল্পিত-ও নয়। কিন্তু কাকা এইসব দেখে শুনে ঘোরতর সন্দিহান হোয়ে পোড়লেন। যে, নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্কের কোনো রকম গোলোযোগ ঘোটে থাক্‌বে। কিন্তু হঠাৎ কিছু বল্‌বার সাহস তাঁর হোলো না। ব্যাপারটা আরো ভালো কোরে জান্‌বার জন্যে শুধু কাকীমাকে প্রায়ই কোনো না-কোনো কাজের অজুহাতে আমার কাছে কাছে রাখ্‌বার আয়োজন কোর্লেন।

এই সব দেখে শুনে আমি মনেমনে সতর্ক হবার চেষ্টা কোরলুম। কিন্তু বিশেষ ফল হোলো না।

এ্যাক্‌দিন কর্ণমূলে কোমল এ্যাক্‌টা স্পর্শ অনুভব কোরে হঠাৎ বোলে উঠ্লুম, ভেব্লু দেখিস্, কানে লাগিয়ে দিস নি ঘ্যানো।

কাকীমা এসে পাখা নাড়্লেন। দেখ্লুম, এ্যাক্‌টা প্রজাপতি কানের ওপোর থেকে উড়ে গ্যালো।

পিঠে হঠাৎ সুড়্সুড়ি বোধ হোতে বোল্লুম, এই ভেব্লু, বাঁ দিকে একটু দে, লক্ষ্মীবাবা।

কাকীমা এসে এ্যাক্‌টা পিঁপ্ড়ে ঝেড়ে ফেলে দিলেন, দেখ্লুম।

এসব ছাড়াও কাকীমার মুখে শুন্লুম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক কথা বোলে থাকি। যথা।

ওমায়া ছাখো এ্যাক্‌বার, ভেব্লুর কাণ্ডকারখানা! কাগজ

পাকিয়ে সোরু কোরে আমার ঠোঁটে সুড়্সুড়ি দিচ্চে, ঘুমোতে দেবেনা দুষ্টুটা।

আরো কতো কি !

এইসব শুনে কাকা ধমক দিলেন।

বোল্লেন, কে তোর মায়া-ভেব্লু ? বল !

প্রথম্টা চাপ্বার চেষ্টা কোর্লুম।

কিন্তু শেষে বোল্তেই হলো, ওকিছু নয়। আপনারা বুঝ্বেন না। ওরা আমার সূক্ষ্ম-অনুভূতি শুধু।

কিন্তু মাসি এবং অন্যান্য সকোলে এ-বিষয়ে যখন প্রশ্ন আরম্ভ কোর্লে তখন কতো রসযোগ কোরে বোলেচি যে, তার অনেক্টা চিঠির সুরুর দিকে পেয়েচো।

এই সময়ে কেউ কেউ আমার বিয়ে দেবার পরামর্শ মার কানে তুলেছিলো। কিন্তু শিগ্গিরই অনেকের ধারণা স্পষ্টো হোলো যে, নিশ্চয়ই আমার কোনো এ্যাক্টা শক্ত ব্যায়রাম হোয়েচে। কাজেই কথাটা ক্রমশই বিস্তার লাভ কোরে, দূর-নিকট আত্মীয়-পরিচিত প্রভৃতির কর্ণগোচর হোতে সময় লাগ্লো না। কারণ মন্দ খবোর।

এইবারেই আসোল মজাটা সুরু হোলো, শোনো দিদি।

কবিরাজ এলো, ওষুধ এলো। আমি সে সব স্পর্শ পর্য্যন্ত কোর্লুম না। তাই দেখে সুরু হোলো, মাদুলি কবোচ তুলসী-পড়া গঙ্গামাটি হিমালয়-ভস্ম প্রভৃতি। আমি সেগুলো টান্ মেরে, রাস্তায় ফেলে দিলুম।

তারপর সব দেখ্তে আস্বার পালা লেগে গ্যালো।

পাড়াগাঁ থেকে এ্যাক্ বুড়ি-ঠাক্‌মা এলেন। তিনি সমস্ত দেখে-শুনে মাথা নাড়্‌লেন।

মাকে বোল্‌লেন, ওর আর জন্মের ছেলে-বোয়ের পিণ্ডি হয়নি বোধ হয়। তারা এসে ভর কোরেচে। রোজা ডেকে ঝাড়্-ফুঁক্ করাও।

ওদের আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না যে, এক্‌টুও পাগোল আমি হোই নি।

ওরা বোল্‌লে, এ্যাক্ রকোম পাগোল আছে, তাদের মুখের বুলিই হোচ্চে, আমি পাগোল নয়, বলা। এম্‌নি সময়ে আমার অসুখের খবোর শুনে আমিয়া-দি দেখ্‌তে এলেন। আমি তো হেসেই আকুল। কিন্তু আমার এই হাসিটাকে দিদি মনে কোর্‌লেন, মত্ততারই এ্যাক্‌টা লক্ষণ।

আমিয়াদি-কেই এ্যাক্‌মাত্র বুঝ্‌দার মেয়ে বোলে আমার বিশেষ সম্ভ্রম ছিলো। তাঁর পড়া-শোনা জ্ঞান-বুদ্ধি অন্য সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ঢের-ঢের বেশী। তাই মনে এই ভরসা পেলুম যে, তাঁকে অন্তত সত্য বস্তুটা বোঝাতে পার্‌বো। অনেক বক্তৃতা কোরে মোটামুটি যা বোল্‌লুম, তার মর্ম্মার্থ এইভাবে বলা যেতে পারে।

—মায়াকে ভেব্‌লুকে আমি স্বজ্ঞানেই অনুভব কোরেচি, জেনেচি। এবং এও জানি এসব ব্যাপার তুচ্ছ সাধারণের চোখ এ্যাড়াতে না-পারলে আমার মত দশাই ঘটে। আমি যে, এ-দুর্ভোগ থেকে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি, তার কারণ তোমাদের সঙ্গে আমাকে অহর্নিশি বাস কোরতে হোয়েচে। আমি মুহূর্ত্তের

জন্যে এ্যাক্‌লা হবার অবকাশ পাইনি। ওরা আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি যে নয়, একথা নিশ্চয় বিশ্বাস কোরো। কারণ, আত্মিক নির্জ্জনতার সাথীরূপে, গভীর মন-সংযোগের ফলরূপে, ওদের বারে বারে পেয়েচি। আমার চরম অনুভূতির ক্ষণে, তা দুক্‌খেরই হোক, আর সুখেরই হোক, ওরা আমার ভেতোরে আবির্ভূত হয়। এবং সেই মিলন-আনন্দের অনুভব, আমরা ক-জনে বেঁটে নিতে তৃপ্তি পাই। ওরা আমার গভীর-মনের গুপ্ত-সাথী। ওরা যুগে যুগে আমার ভেতোরে বেঁচে থাক, এই আমার নিত্য প্রার্থনা।

—রামচন্দ্র সীতাকে পেলেন না। বাস্তবের বহু বাধা দু-জনের মাঝে এসে দাঁড়ালো, তাই। তিনি সীতাকে পেলেন, সীতার অবর্ত্তমানে, ছায়ায় কল্পনায় অন্তর্দৃষ্টিতে গভীর-মনে এ্যাকা-এ্যাকা নীরবে। আমার মনের ছন্দে মিলোনো যে-মেয়েটিকে এ্যাতোদিন খুঁজে খুঁজে ফিরেচি, তার-ও সন্ধান মেলেনি, আমাকে বাদ দিয়ে শুধু-যে বাস্তব-জগত, তার মধ্যে! তাকে পেলুম আমার ঋদ্ধিরূপে, আমার মায়ালোকে। এই পাওয়া তো আমার ছায়াসীতা!

আমিয়া-দি ব্যানো কতোক্‌টা বুঝ্‌লো. আবার বুঝ্‌লো-না। এম্‌নি-ধারা জ্বাই-গুঁই কোর্‌তে কোরতে বিদায় নিলে।

এদিকে গোপনে সত্যিই রোজ ডাক্‌বার ব্যবস্থা হোলো। এটা আর আমার সহ্য হোলো না।

পরদিন সকালে কাকীমাকে চুপিচুপি ডেকে বোল্‌লুম,

তারচেয়ে কিছু টাকা দাও, গয়ায় গিয়ে ভালো কোরে পিণ্ডি দিয়ে আসি।

কাকীমা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গিয়ে, তৎক্ষণাৎ নিজের-গুপ্ত ধনের সমস্ত পুঁজিটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

কাজেই বাড়ী-ছাড়া হবার পক্ষে আর বিন্দুমাত্র অন্তরায় রোইলো না। স্থির কোর্‌লুম, ওঁরা যতোদিন না ঠাণ্ডা হোচ্চেন, ততোদিন ঘরে ফেরা চোল্‌বে না। ঘুরে ঘুরেই কাটাতে হবে।

সহর থেকে দূরে এসে প্রথমে যেখানে থাম্‌লুম, জায়গাটা ভারি ভালো লাগ্‌লো। দিগন্ত-বিলীন ধূধূ-মাঠ, সাগরের মতো ঢেউতুলে লাফিয়ে উঠে, য্যানো হঠাৎ পাষাণী হোয়ে গিয়ে, কার পরশ পাবার অপেক্ষায় আকাশের দিকে মৌন মুক-চাওয়া চেয়ে রোয়েচে। লাল মাটির গেঁয়ো পথ, এঁকে বেঁকে নদীর মতো সকোলের সঙ্গে আপ্‌নাকে মিলিয়ে রেখেচে। তার ওপোর দিয়ে উদয় আর অস্তগোধূলির যে বৈচিত্র্য জাগ্‌লো, তাতে আমার মন সাড়া দিলে। তেম্‌নি আগ্রহে ডাক্‌লে, দূরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তালিকুঞ্জ-শ্রেণী। মন্‌টা এখানে য্যানো ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌লো।

এ্যাক্‌দিন ভোর-রাতে, তখনো চাঁদ রোয়েচে, খুব সোরু এ্যাক্‌টা পথ ধোরে যাচ্চি! দু-পাশে শাল গাছের সারি! সুমুখে এ্যাক্‌টা শিউলি গাছ দেখে হঠাৎ থেমে পোড়্‌লুম। রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে নিয়ে, গাছটা আর সবাইকে পেছোনে ফেলে, এম্‌নি আশ্চর্য্য ভাবে আগ-বাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েচে!

ঠিক্ আমার পাশে একটু জ্যোৎস্না এসে পোড়েছিলো। এম্‌নি হঠাৎ, সহজ ভাবে মনে হোলো, পাশে মায়া দাঁড়িয়ে। আর ওর কোল্ ঘেঁসিয়ে ভেব্‌লু, আমারই মতো নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শিউ্‌লির দিকে চেয়ে রোয়েচে। গাছটার সে কি অপরূপ-ডাল্‌নাড়া, সে যদি দেখ্‌তে দিদি! য্যানো নৃত্যের লীলায়িত করভঙ্গিমা! য্যানো মেটে রঙের কাপোড়ে গা-ঢেকে শিউ্‌লির গয়্‌না পোরে, দু-হাতে পান নিয়ে, এই ভোরের আলোয় স্বয়ং বনদেবী আমাদের বরণ কোরে নিচ্চেন।

মায়া আর ভেব্‌লুর আগমনী-সূচনা থেকে পরিণতি পর্য্যন্ত সবই এর মধ্যে রেখে এইখানেই ইতি কোর্‌লুম দিদি।

ছাব্বিশে কার্ত্তিক, ১৩৩৮
শান্তিনিকেতন।

—রত্নদ্বীপ—

ছেলেদের উপন্যাস

রচয়িতা

শ্রীহরিদাস ঘোষ

দাম-১।৶০

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায়

এণ্ড সন্স ও প্রধান

পুস্তকালয়।



—সবুজ কথা—

ছেলেদের নোতুন ধরণের

গল্পের বই

রচয়িতা

শ্রীহরিদাস ঘোষ

দাম-৷৶০

প্রাপ্তিস্থান

সিটি লাইব্রেরী, ৪৪. কৈলাস

বোস ষ্ট্রীট

কোল্‌কাতা।